CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

CMYK

JAGARAN ■ 11 May, 2024 ■ আগরতলা ১১ মে ২০২৪ ইং ■ ২৮ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-১

কমিশনকে ভোটের হার প্রকাশের ক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে দিল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১০ মে, (হি.স.) ।। প্রথম দু'দফা ভোটের হার নিয়ে গরমিলের অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সম্প্রতি সরব হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এব্যাপারে শীর্ষ আদালতে জনস্বার্থ মামলাও দায়ের করেছিল বিরোধীরা।

সাধারণত ভোটের দিন বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কোথায় কত ভোট পড়ল তা নির্বাচনের দিনই প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। পরে চূড়ান্ত ভোটের হার জানানো হয়। এক্ষেত্রে প্রথম দুটি দফার ক্ষেত্রে ৫ থেকে ৭ শতাংশ ভোট বৃদ্ধির ঘটনায়া কারচুপির অভিযোগে সরব হন বিরোধীরা।

তৃণমূল নেত্রী-সহ বিরোধী দলের নেতাদের অভিযোগ, বিকেল পাঁচটার পর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে যাঁরা ভোটের লাইনে থাকেন , সেই সংখ্যাটাই পরে চূড়ান্ত তালিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। কিন্তু কোনওভাবেই ওই ভোটের হার শতকরা ৫ থেকে ৭ শতাংশ হওয়া সম্ভব নয়।

বিরোধীদের আরও অভিযোগ, যেখানে বিজেপির কম ভোট পোল হয়েছিল, হঠাৎ করে কমিশন নোটিস জারি করে সেখানে ভোট বাড়িয়ে দিয়েছে।

শুক্রবার ওই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে ভোটের হার প্রকাশের ক্ষেত্রে সময়সীমা বেঁধে দিল। এদিন আদালত জানিয়েছে, আগামী চারদফা ভোটের ক্ষেত্রে নির্বাচন শেষের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে প্রদত্ত চূড়ান্ত ভোটের হার জানাতে হবে কমিশনকে।

দেশে প্রথম দফা ভোট হয়েছে ১৯ এপ্রিল। শীর্ষ আদালতে দায়ের হওয়া অভিযোগে জানানো হয়েছে, প্রথম দফা ভোটের ১১ দিন পর কমিশন ভোটের চূড়ান্ত পরিসংখ্যান সামনে এনেছে। একইভাবে দ্বিতীয় দফার ভোটের ৪ দিন পর পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে।

এরপরই কমিশনের প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটের হারে কারচুপির অভিযোগে শীর্ষ আদালতে দায়ের হয় জনস্বার্থ মামলা।

শুনানিতে কমিশনের তরফে আদালতের কাছে জানানো হয়, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে কিছু অফিসিয়াল কাজকর্ম থাকে। সেগুলি শেষ করতে ভোটের পর আরও একটি দিন চলে যায়। এরপরই আদালত জানায়, ভোট শেষের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চূড়ান্ত ভোটের হার প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে।

উত্তর কলকাতায় বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে ঝড়ো প্রচারে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে ।। মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির পাশে রয়েছে। মানুষ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন করছেন। উন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী সবসময় গ্যারান্টি দেন। আর সেই গ্যারান্টির বাতাবরণ প্রত্যক্ষ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গেও। প্রধানমন্ত্রী মোদি চাইছেন মানুষের আশীর্বাদ। আর বিরোধীদের ইন্ডি জোট কিন্তু একসাথে করছে না তারা। তাদের ইন্ডি জোটে কি হচ্ছে সেটা সকলেই জানেন।

লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে শুক্রবার উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী তাপস রায়ের মনোনয়নপত্র দাখিল র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির তারকা প্রচারক হিসেবে আরো একবার প্রতিবেশী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গে পা রাখলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। নির্বাচনী প্রচারে এরআগেও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জায়গায় রোড শো সহ বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন তিনি। বাংলা ভাষাভাষী পশ্চিমবাংলায় তারকা প্রচারক হিসেবে ত্রিপুরার বাঙালি মুখ্যমন্ত্রীকে তুরুপের তাস হিসেবে কাজে লাগাতে চাইছেন ভারতীয় জনতা পার্টি দিল্লির হাইকমান্ড। এই অবস্থায় এবার উত্তর কলকাতা কেন্দ্রের ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে যোগদান করলেন ডাঃ সাহা। শুক্রবার সকালে দলীয় প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনী ক্ষেত্রের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক পরিক্রমা করেন ডাঃ সাহা।

পরে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এরআগেও পশ্চিমবঙ্গের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি ড় সুকান্ত মজুমদারের সমর্থনে এখানে এসেছি। এছাড়াও মালদা সহ অন্যান্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছেলের হাতে রক্তাক্ত মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ মে ।। ছেলের হাতে রক্তাক্ত মা। মাকে আধমরা করে হাসপাতালে পাঠাল ছেলে। ওই ঘটনায় বিশালগড় থানাধীন ঘনিয়ামারা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল।

ঘটনা বিবরণে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিশালগড় থানাধীন ঘনিয়ামারা এলাকায় ছেলে জয়নাল আবদীন তার মা আলেজা খাতুনকে বেধড়ক মারধর করে পারিবারিক বিষয়কে কেন্দ্র করে এবং রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে ফেলে রাখে ভেঙে দেওয়া হয় পা পাঠানো হয় মাথা। পরবর্তী সময়ে পার্শবর্তী লোকেরা দেখতে পেয়ে খবর দেওয়া হয়েছে দমকলবাহিনীকে । দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থালে ছুটে গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় আহত মহিলাকে উদ্ধার করে মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ঘটনা খবর পেয়ে মহকুমা হাসপাতালে ছুটে গিয়েছে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কেজরিওয়ালকে অন্তর্বর্তী জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ মে ।। আবগারি নীতি মামলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীকে আগামী ১ জুন পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট। আগামী ২ জুন তাঁকে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বলা হয়েছে। বিচারপতি খান্না এবং দীপঙ্কর দত্তের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ বলেছেন যে তারা শীঘ্রই এই বিষয়ে একটি বিস্তারিত আদেশ দেবেন।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের মানবিকতার আবারও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে ।। মানবিকতার আরও একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। দুই বছরের শিশুর চিকিৎসায় আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিপ্লব কুমার দেব। কঠিন পরিস্থিতিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে পেয়ে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আহত শিশুর পরিবার।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গত সাত এপ্রিল রাজনগর বিধানসভার রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যম কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা দিনমজুর অর্জুন ত্রিপুরার দুই বছরের বাচ্চাটি খেলতে খেলতে আচমকাই গরম কড়াইয়ে পড়ে যায়। এতে তার মুখমণ্ডল সহ শরীরের বিভিন্ন অংশ ঝলসে যায়। বাবা দিনমজুরি করে কোন রকমে পাঁচজনের সংসার প্রতিপালন করেন। বিষয়টি ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্য সভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের নজরে আসতেই তৎক্ষণাৎ তাঁর অফিস থেকে প্রতিনিধি পাঠান শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তার শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছেন। শিশুটির চিকিৎসার জন্য প্রাথমিকভাবে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা পাঠান বিপ্লব কুমার দেব। আগামী দিনেও পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন কঠিন পরিস্থিতিতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে পাশে পেয়ে ধন্যবাদ জানায় আহত শিশুর পরিবার।

সাথে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা। তিনিও এই মানবিক পদক্ষেপের জন্য বিপ্লব কুমার দেবকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তার সঙ্গে শিশু বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক প্রসেনজিৎ দাস জানান এই শিশুটি বর্তমানে বিপদ মুক্ত রয়েছে। তবে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছে সে।

কিছুদিন আগেই পথ দুর্ঘটনায় পা হারানো এক ব্যক্তির কৃত্রিম পায়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সামাজিক এবং মানবিক কাজের মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকার একের পর এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছেন তিনি। উনার এই সহায়তায় আশার আলো পেল পরিবারটি।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি পূরণের দাবিতে

প্রেমিকের বাড়ির সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা প্রেমিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ মে ।। ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে প্রেমিকের বাড়ির সামনে আত্মহত্যার চেষ্টা করে প্রেমিকা। ঘটনা ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের শ্রীনাথপুর এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গৌরনগর ব্লকের গ্রাম পঞ্চায়তের শ্রীনাথপুর এলাকায় প্রেমিকের বাড়ির সামনে প্রেমিকা নিজের গলা ব্লেড দিয়ে কেটে ও শরীরের মধ্যে আগুন ধরিয়ে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করা নিয়ে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শ্রীনাথপুর এলাকার বাসিন্দা মুকিদ আলীর সাথে বিগত কয়েক মাস পূর্বে ফুলবাড়ীকান্দি এলাকার এক যুবতীর প্রণয় সম্পর্ক গড়ে ওঠে মোবাইলের মাধ্যমে। মুকিদ আলি বেঙ্গালুরুতে থাকতো ওই যুবতীকে সে বিবাহ করবে বলে আশ্বাস দেয়। বিগত কয়েকদিন পূর্বে সে তার নিজ বাড়িতে আসে। ওই যুবতীর সাথে তার বেশ কয়েকবার শারীরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অভিযোগ এরপর নাকি মুকিদ আলি ওই যুবতীকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি ওই যুবতী তাকে ফোন করলে সে ফোন রিসিভ করতনা বলেও যুবতী জানায়। গোটা বিষয়টা যুবকের পরিবারের লোকেরা জানতো।

শুক্রবার দুপুরবেলা ওই যুবতী মুকিদ আলীর বাড়িতে গিয়ে উঠে। ওই যুবককে বিয়ে করার জন্য কিন্তু ওই যুবকও তার পরিবারের লোকেরা তাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। এমন কি মুকিদ আলী ওই যুবতীকে বলে আমি তোমাকে চিনি না তোমার সাথে আমি বোন হিসাবে কথা বলেছি। পরবর্তী সময় ওই যুবতী রাগান্বিত হয়ে মুকিদ আলীর বাড়ির সামনে একটি ব্ল্যাড দিয়ে তার নিজের গলা কাটে এবং শরীরের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয় আত্মহত্যা করবে বলে।

স্থানীয়রা ওই যুবতীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে ওই যুবতী কৈলাসহর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ওই যুবতী জানায় অচিরেই মুকিদ আলীর বিরুদ্ধে কৈলাসহর মহিলা থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করবে। ঘটনা প্রত্যক্ষ করে স্থানীয় জনগণ রীতিমতো হতবাক।

ভিকি খুনে আটক দুই অভিযুক্তকে ফের ৬ দিনের রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে ।। ভিকি খুন কাণ্ডে গ্রেফতার অভিযুক্ত সুস্মিতা সরকার এবং প্রদ্যুৎধর চৌধুরীকে শুক্রবার আবারো আদালতে তোলা হয়। তাদের ফের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত।

এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে গিয়ে আইনজীবী শঙ্কর লোধ জানান, অভিযুক্ত প্রদ্যুৎ ধর চৌধুরীকে পুনরায় ছয় দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে আদালত। সুস্মিতা সরকারকে আরও ৮ দিনের জন্য পুলিশ রিমান্ডে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তিনি আরো জানিয়েছেন আগামীকাল অর্থাৎ শনিবার রাজ্যে নিয়ে আসা হবে ঝাড়খন্ড থেকে আটক আকাশ কর নামে অন্য এক অভিযুক্তকে। তাকে আগামীকাল কোর্টে সোপর্দ করা হবে।

এদিকে আইনজীবী আরো জানান, অভিযুক্ত প্রদ্যুৎধর চৌধুরী গত দু মাসে প্রায় ২০০ অধিক ফোন কল করেছেন। কেন এত ফোন কল করেছেন তিনি সে ব্যাপারে স্পষ্ট তো কোন কিছুই বলছেন না তিনি। তার জন্য তাকে ফের পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালানো হবে।

অভিযুক্ত সুস্মিতা সরকারকেও জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে পুলিশ। সে জানিয়েছে গত ২৭-২৮ তারিখে মৃত দুর্গা প্রসন্ন দেবের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেট্রোল সংকট নিয়ে শহরে উত্তেজনা পুলিশের লাঠিচার্জ, আটক একজন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। রাজ্যজুড়ে পেট্রোল সংকট চরম আকার ধারণ করেছে। গতকাল রাতে গণরাজ চৌমুহনীসিত জোসনা পেট্রোল পাম্পে তেল নিতে আসা যুবকরা তাণ্ডব চালিয়েছে। গোটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। পর্বতীতে বাধ্য হয়ে পুলিশের লাঠিচার্জ করে। ওই ঘটনায় এক যুবককে আটক করে নিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

পূর্ব থানার ওসি সনজিৎ সেন বলেন, বৃহস্পতিবার রাতে আগরতলা গনরাজ চৌমুহনিস্থিত পেট্রোল পাম্পে পেট্রোল শেষ হয়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকজন যুবক পেট্রোল পাম্পের ভেতরে গিয়ে উত্তেজনা তৈরি করছিলেন। দীর্ঘ সময় ধরে পুলিশের তরফ থেকে তাঁদের বোঝানো হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা কোনো কথার কর্ণপাত করছেন না। পরিস্থিতি সমাল দিতে একসময় বাধ্য হয়ে তাদের ওপর লাঠিচার্জ করে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। ওই ঘটনায় একজনকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক দিন ধরে রাজ্যজুড়ে পেট্রোল সঙ্কট চরম আকার ধারন করেছে। সিংহভাগ পেট্রোল পাম্পে নেই পেট্রোল। আর যেসব পেট্রোল পাম্পের পেট্রোল আছে সেগুলির মধ্যে প্রায় কয়েক শতাধিক যানচালক দাঁড়িয়ে আছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষ্যে মন্দিরে মন্দিরে দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভীড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে ।। শুক্রবার ছিল অক্ষয় তৃতীয়া। প্রতি বছর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে পালিত হয় এই বিশেষ দিনটি। আবার পয়লা বৈশাখের মতো অক্ষয় তৃতীয়ার দিনও হালখাতা যাত্রা হয়। এদিন, বহু ব্যবসায়ী মন্দিরে বা দোকানে পুজো দিয়ে ব্যবসার নতুন খাতা লেখেন। শুভ তিথিতে সকাল থেকেই লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়ি মন্দিরে ভিড় চোখে পড়ার মতো ছিল।

প্রসঙ্গত, অক্ষয় শব্দের অর্থ, যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ চিরস্থায়ী। যে কোনও শুভ কাজ যেমন বিয়ে, গৃহপ্রবেশ, উপনয়নের জন্য অক্ষয় তৃতীয়াকে আদর্শ বলে মনে করা হয়। কথিত আছে আজকের এই দিনে যা কিছু করা হয় তা অক্ষয় হয়ে থাকে।অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সোনা-রুপো কেনার চল রয়েছে। বিশেষ তিথিতে কুবেরের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব অতুল ধন সম্পত্তি দান করেন। মনে করা হয়, অক্ষয় তৃতীয়ায় সোনা কিনলে ও কুবের দেবের পুজো করলে সংসারে সুখ ও সমৃদ্ধি আসে। সেই কারণেই ব্যবসায়ীরা হালখাতা নিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে পুজো দিয়ে যাত্রা করেন।

পোস্ট অফিসে থেকে জাল নোট বিতরনের অভিযোগ, আটক পোস্টমাস্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১০ মে ।। এবারে সরকারি অফিস থেকে জাল পাঁচশো টাকার নোট সাধারণ মানুষকে দেওয়া হচ্ছে বলে গ্রামবাসীরা প্রকাশ্যেই অভিযোগ করেন। তাও আবার খোদ পোস্ট অফিস থেকে পোস্টমাস্টার সেই জাল টাকার নোট সাধারণ মানুষের কাছে বিলি করছেন, এমনি অভিযোগ গ্রামবাসীদের।

এই ঘটনায় গ্রামবাসীরা সংশ্লিষ্ট পোস্ট অফিসের পোস্টমাস্টারকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। যদিও অভিযুক্ত পোস্টমাস্টার এব্যাপারে সঠিক কোনো মন্তব্য করেননি। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট গ্রামে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। ঘটনা কৈলাসহরের সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। কৈলাসহর থানার পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে।

কৈলাসহরের সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের পাশে অবস্থিত ভদ্রপল্লী শাখা ডাকঘর অফিস। এই ভদ্রপল্লী শাখা ডাকঘর অফিসে পোস্টমাস্টার হিসেবে কর্মরত রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বাসিন্দা সুজন মন্ডল। গ্রামবাসীরা জানান যে, ইদানীংকালে সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচুর জাল টাকার নোট পাওয়া যাচ্ছে। এই জাল টাকার নোট পাওয়ার খবর গোটা সমরুরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় চাউর হতেই কিছু সংখ্যক গ্রামবাসীরা নিজেরা সতর্ক হয়ে গিয়ে নিজেদের মতো করে তদন্ত করতে মাঠে নামেন।

গ্রামবাসীরা জানান, ভদ্রপল্লী শাখা ডাকঘর অফিস থেকে প্রতিদিন গ্রামের সাধারণ মানুষেরা নিজেদের একাউন্টে জমানো টাকা থেকে নিজেদের প্রয়োজনে টাকা তুলতে ভদ্রপল্লী শাখা ডাকঘর অফিসে আসেন। সাধারণ মানুষেরা নিজেদের একাউন্ট থেকে টাকা নেবার সময় পোস্টমাস্টার সুজন মন্ডল জাল টাকার নোট দিয়ে দিচ্ছেন বলে গ্রামবাসীরা প্রকাশ্যেই অভিযোগ জানান।

ইদানীং কালে প্রায় প্রতিদিন ভদ্রপল্লি শাখা ডাকঘর অফিস থেকে যেসব গ্রাহকেরা নিজেদের একাউন্ট থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০২৪

খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৬ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে ।। আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন ২০২৪ এর জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিক (ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার) কর্তক গ্রামপঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জিলা পরিষদ নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির ভোটার তালিকা প্রণয়নের দিনক্ষণ ঘোষণা করে রাজ্য নির্বাচন কমিশন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৭০◘ সংখ্যা ২০৮ ◘ ১১ মে ২০২৪ ইং ◘ ২৮ বৈশাখ ◘ শনিবার ◘১৪৩১ বঙ্গাব্দ

মুসলিম সংরক্ষণ !

এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভোট যুদ্ধে জয়ী হইবার জন্য রাজনৈতিক দলগুলো মুসলিমদের ভোট আদায়ের লক্ষ্যে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে শুরু করিয়াছে। মুসলিম তোষণ নীতি গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোট ফায়দা তুলিবার চেষ্টা চালাইতেছে। কংগ্রেস ও ইন্ডিয়া জোটকে প্রতিহত করিবার জন্য পাল্টা কৌশল নিয়ে আছে বিজেপি। তারাও সংখ্যালঘু মুসলিমদের ভোট আদায়ের লক্ষ্যে নানা প্রয়াস গ্রহণ করিয়াছে।

বিজেপিকে পরাজিত করে কংগ্রেসের ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় ফেরার স্বপ্ন দেখা শুরু করিয়াছে। চতুর্থ পর্বের নির্বাচনে জেপিকে পিছনে ফেলিয়া এগিয়ে থাকিবার দাবি করিয়া চলিয়াছেন কংগ্রেস সহ ইন্ডিয় বামপন্থী ও আঞ্চলিক দলগুলির শরিকরা। নেতা রাহুল গান্ধী জাতির ভিত্তিতে জনগণের সামাজিক ন্যায় ও জাতি ভিত্তিক সংরক্ষণ বৃদ্ধির পক্ষে জোরালো সওয়াল করিয়া চলিয়াছেন। ইতিমধ্যে কর্ণাটকে ওবিসি সংরক্ষণের মধ্যে মুসলিম কোটায় ব্যবস্থা করিয়াছে কংগ্রেস। তাহাদের রাষ্ট্রীয় জনতা দলের সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব আবার মুসলিমদের পৃথক হিসাবে সংরক্ষণের দাবি তুলিয়াছেন। প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধনের দাবিও প্রবীণ রাষ্ট্রীয় জনতা দল নেতা ।শ্রম, সি পি আই, সি পি আই (এম এল) লিবারেশন, সমাজবাদী পার্টির মত দলগুলিও জাতি গণনা, মুসলিম সংরক্ষণের দাবিকে সমর্থন করে। একমাত্র শিবসেনা এতে সহমত নয়। অন্যদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলিম প্রশ্নে মুখ খোলেন নি। পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম আসলে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের ওবিসি সংরক্ষিত তালিকায় পিছিয়ে পড়া সামাজিক-অর্থনৈতিক মাফকাঠিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় ।মুসলিম-দলিত-ওবিসি ভোট ব্যাংকের দিকে তাকাইয়া বর্তমান কংগ্রেস নেতৃত্ব বামপন্থী ভূমিকা নেওয়ায় হিন্দু উচ্চবর্ণের মানুষজন এবার আরো বিজেপি মুখি হইয়া উঠিছেন। হিন্দি বলয়, পশ্চিম ভারতে রাজপুতদের বিজেপি বিরোধী বিদ্রোহ সতে ভাবে ব্রাহ্মণ, ভূমিহার, কায়স্থ, রাজপুতরা বিজেপির দিকে ঢলে পড়েছেন। উত্তরপ্রদেশে ইন্ডিয়া জোটের তাস মুসলিম-যাদব সমীকরণ ।বিজেপি-আর এস এস মুসলিম কোটার দাবির সরব বিরোধিতায় অবতীর্ণ হতে প্রচারে নামিয়া পড়িয়াছেন। হিন্দি বলয়, পশ্চিম ভারতে আর এস এস-বিজেপি ইন্দু উচ্চবর্ণ দলিত ও ওবিসিদের সামাজিক জোটের ওপর জোর দেওয়া। তবে মোদীর নির্দেশে উত্তরপ্রদেশে মুসলিমদের কাছে পৌঁছানোর জন্য চেষ্টা শুরু করিয়াছে গেরুয়া শিবির এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

শুক্রবারও বঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস, চলবে রবিবার পর্যন্ত

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.): ঝড়-বৃষ্টির ফলে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে অনেকটাই কমেছে তাপমাত্রা। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, শুক্রবারের পর ঝড়-বৃষ্টির মাত্রা কিছুটা কমতে পারে। শুক্রবার কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার কোনও কোনও স্থানে বৃষ্টির সঙ্গে ঘন্টায় ৫০-৬০ কিমি গতিবেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে।

গত কয়েকদিনের ঝড়-বৃষ্টির ফলে গরম কমেছে, ফলে স্বস্তি পেয়েছে সাধারণ মানুষ। অনেকটা বসন্তকালের আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, সোমবার থেকে আবারও তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। তবে আপাতত ফের দক্ষিণবঙ্গে অসহ্য তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি তৈরি হবে না।

হিমালয়ের হিমেল হাওয়ায় জবুথবু উত্তরবঙ্গ

শিলিগুড়ি, ১০ মে (হি. স.): পাহাড়ে রীতিমতো শীতের কাঁপুনি। উত্তরবঙ্গের সমতলেও পাল্লা দিয়ে নেমেছে তাপমাত্রা। হিমেল হাওয়ায় রীতিমতো কাঁপুনি দিতে শুরু করেছে পাহাড় সমতল সর্বত্রই। কোথাও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৩ ডিগ্রির বেশি নয়।

বিগত কয়েকদিনে বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও তেমন হয়নি। কয়েক জায়গায় দু এক পশলা বৃষ্টি হলেও বেশিরভাগই ছিল শুকনো। তা সত্ত্বেও পারদ পতন অব্যাহত। জানা গেছে, তিব্বতের দিক থেকে হিমালয়ের হিমেল হাওয়া এই পারদ পতনের কারণ। বাতাসের উপরিভাগে একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা তৈরি হওয়ায় বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, ফলে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও উত্তরবঙ্গের সবকটি জেলার অনেক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গে ঘন্টায় ৩০-৬০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। শনিবার পর্যন্ত এমন আবহাওয়া থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অক্ষয় তৃতীয়ায় কমলো সোনার দর, বাড়লো রুপোর দাম

কলকাতা, ১০ মে (হি. স.): শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়া। এই শুভ তিথিতে রয়েছে সোনা কেনার চল। এই বিশেষ দিনে আরও কিছুটা সস্তা হল সোনা। তবে এদিন সামান্য বেড়েছে রুপোর দাম।

শুক্রবার ২২ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৬৬ হাজার ১৪০ টাকা। বৃহস্পতিবারের তুলনায় ১০ টাকা দাম কমেছে। ২৪ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম রয়েছে ৭২ হাজার ১৫০ টাকা। বৃহস্পতিবারের তুলনায় ১০ টাকা কমেছে দাম। ১৮ ক্যারেটের ১০ গ্রাম সোনার দাম পড়বে ৫৪ হাজার ১১০ টাকা। বৃহস্পতিবারের তুলনায় এটারও ১০ টাকা দাম কমেছে।

তবে এদিন সোনার দাম কমলেও, রুপোর দাম সামান্য বেড়েছে। ১ কেজি রুপোর দাম হয়েছে ৮৫ হাজার ৩০০ টাকা। বৃহস্পতিবারের তুলনায় ১০০ টাকা দাম বেড়েছে এদিন।

আয়কর হানা, বিপুল টাকার হদিশ মধ্যপ্রদেশে

ভোপাল, ১০ মে (হি. স.): ঝাড়খণ্ডের পর এবার মধ্যপ্রদেশের থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ টাকা। থরে থরে সাজানো ১০, ২০, ২০০, ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিল। শুক্রবার আয়কর হানায় বিপুল টাকার খোঁজ মিললো ভোপালে। এখনও টাকা গোনা চলছে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ভোপালের পন্ত নগর কলোনির কৈলাশ ক্ষেত্রীর বাড়িতে হানা দেয় আয়কর দফতর। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা। সেখানে ১০ টাকা, ২০ টাকার বান্ডিল যেমন রয়েছে, তেমনই উদ্ধার হয়েছে ২০০, ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিলও। বিপুল পরিমাণ টাকা গোনার কাজ এখনও চলছে।

টানা ৪৯ মাচ অপরাজিত লেভারকুসেন ৩৬ বছর পর ইউরোপা লিগের ফাইনালে

জার্মানি, ১০ মে (হি.স.): লেভারকুসেন ৩৬ বছর পর ইউরোপা লিগের ফাইনালে ।ফাইনালে ওঠার পথে তারা ৪৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকল। বুন্দেসলিগায় জয়ের পর এবার আরও এক সিংহাসন দখলের পথে লেভারকুসেন। সেমিফাইনালে রোমাকে হারিয়ে ইউরোপা লিগের ফাইনালে উঠলো জাবি আলোনসোর শিষ্যরা।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী নজরুল

আফতাব চৌধুরী

বিচিত্র সৃষ্টির স্রষ্টা নজরুল। তাঁর প্রতিভার অন্ত পাওয়া ভার। তিনি শুধু কবি নন, তিনি গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, অভিনয় শিল্পী, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, সম্পাদক এবং অনুবাদক। সবচেয়ে বড় কথা, নজরুল একজন পূর্ণ সংগীত ব্যক্তিত্ব। তিনি গীতিকার, গীতিনাট্য রচয়িতা, গায়ক, সুরকার, সুরস্রষ্টা, সংগীত শিক্ষক, সংগীত পরিচালক। তাঁর জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় কেটেছেও সংগীত জগতে। জন্ম ১৮৯৯ সালের ২৪ মে। বাংলা ১৩০৬ সনের ১১ জৈষ্ঠ্য। দেখা যায়, তার সৃষ্টিশীল জীবন ১৯২০ সালের মার্চ মাস হতে ১৯৪২ সালের ৯ জুলাই পর্যন্ত, মোট ২২ বছর ৩ মাস তাঁর কেটেছে সংগীত নিয়ে। ১৯৪২ সালের কথা যখন বলছি, তখন বলতে হচ্ছে, ওই সালের ১০ জুলাই বেতারে শিশুদের আসরে দশ মিনিটের একটি কথিকা প্রচারের সময় নজরুল রোগাক্রান্ত ও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। ১৯৪১ সালের আগস্টে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু সংবাদ শুনে মধ্যাহ্নেই লিখেন 'রবিহারা' কবিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধার্ঘ্য হিসেবে সেটি তিনি বেতারে প্রচার করেন। কবিতাটি ছিল, 'ঘুমাইতে দাও শান্ত কবিরে।' দেখা গেছে, ১৯৪২ সাল কবির পক্ষে খুবই খারাপ সময় ছিল। কবি ও কবিপতী দু'জনই শয্যাশায়ী ছিলেন। আয়ের উৎস ছিল না। চরম আর্থিক অনটন চলছিল। বাড়ি ভাড়া প্রদান, চিকিৎসা চালানো ছিল অসম্ভব। এমতাবস্থায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি পাঁচশো টাকা কবির হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কবি ওই সালেই মানসিক ভারসাম্য হারালে অক্টোবরে মানসিক চিকিৎসালয়ে ডা. নগেন্দ্রনাথ দে ও ডা. গিরীন্দ্রশেখর বসু কবির চিকিৎসা করেন। কবির আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে ১৯৪৩ সালে 'নজরুল সাহায্য কমিটি' গঠন করা হয়। ওই কমিটির সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, যুগ্ম সম্পাদক সুফি জুলফিকার হায়দার ও সজনীকান্ত দাস।

যাক, এখন আবার ফিরে যাচ্ছি কবি নজরুল ও গীতিকার নজরুলের আলোচনায়। অবশ্য বলতে হয়, কবিতা ও গানের মধ্যে আদৌ কোনো বিরোধ নেই। উভয়ের জন্ম একই ভাবাবেগ থেকে। অন্তরস্থ সৃষ্টিশীল আবেগের বাণীমূর্তি প্রকাশ পায় কাব্যে আর সুরমূর্তি জাগে সংগীতে। আবার কাব্য ও সংগীতের মৌলিক উপাদান হলো ধ্বনি। দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল এই দু'জনের মধ্যেই উৎকৃষ্ট কবিতা ও শ্রেষ্ঠ সংগীতের আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। নিশ্চয় তা বাংলা সাহিত্যের এক দুর্লভ সৌভাগ্য। আরো বড় কথা হলো, বাংলা সংগীতের ক্ষেত্রে দু'জনই ছিলেন দু' দিকপাল। নজরুলের বেলায় বলা চলে, নজরুল কখনো কোনো ঘাটে তাঁর সৃষ্টির তরি নিয়ে দীর্ঘকাল অবস্থান করেননি। প্রথমে লেখা শুরু করলেন গল্প, সেটি ত্যাগ করে শুরু করলেন কবিতা, প্রবন্ধ। চলল কিছুদিন। তারপর উপন্যাস। নাটক নিয়েও সময় ব্যয় করলেন। কিন্তু এসবের মধ্যে সংগীত চর্চা চলল সমানে। সজ্ঞান অবস্থার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগীতের সোনার ফসলে তাঁর তরি পূর্ণ হয়ে উঠল।

নজরুলের জীবন ধারায় দেখি, ১৯০৩ থেকে ৮ সাল পর্যন্ত গ্রামের মক্তবে পাঠ শুরু। কিন্তু পাঠ শুরু করলে কী হবে, পিতা কাজী ফকির আহমেদের মৃত্যু হলো কবির মাত্র ৯ বছর বয়সে, ১৯০৮ সালে। বাধ্য হয়ে কবি ১৯১০ সালে লেটো দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করলেন। আবার ১৯১১ সালে মাথরুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। আবার স্কুল ত্যাগ। লেটো দলে যোগদান। লেখেন দাতা কর্ণ, মেঘনাদ বধ, শকুনি বধ, কবি কালিদাস, আকবর বাদশা প্রভৃতি পালাগান। গান শুনে মুগ্ধ গার্ড সাহেব কবিকে খানসামার চাকরি দেন। বেশিদিন সে চাকরি করলেন না। চাকরি ত্যাগ করে আসানসোলে এম বখশের রুটির দোকানে এক টাকা বেতনে বয়ের চাকরি নিলেন। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজ উল্লাহ ও তাঁর স্ত্রী শামসুন্নেসা খানমের দৃষ্টি পড়ায় তাঁদের বাড়িতে পাঁচ টাকা বেতনে চাকরি নিলেন এবং সাব-ইন্সপেক্টরের সহায়তায় আবার সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। ১৯১৭ সালে দশম শ্রেণীর প্রি-টেস্ট পরীক্ষা না দিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। দেখা যায়, ১৯১৮-১৯ সালে ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদে পদোন্নতি পাওয়ার পর সাহিত্য চর্চা শুরু। গল্প-কবিতার প্রকাশ। তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি'। সেটি ত্রৈমাসিক বঙ্গীয় সাহিত্য পত্রিকায় ওই সময়েই প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালের মার্চে ৪৯নং বাঙালি পল্টন ভেঙে দেওয়া হলে কবি এসে উঠেন শৈলজানন্দের বাসায়। পরে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে। ১৯২২ সালের অক্টোবরে প্রথম কবিতার বই 'যুগবাণী' প্রকাশিত হবার পর সরকার বইগুলো বাজেয়াপ্ত করে। অবশ্য সেপ্টেম্বরে 'অর্ধ সাপ্তাহিক ধুমকেতু' প্রকাশের পরই তাঁর নামে

গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি হয়। অবশেষে ওই সালের নভেম্বরে কবিকে গ্রেফতার করা হয় কুমিল্লা থেকে। ১৯২৩ সালের জানুয়ারিতে হয় বিচার। বিচারে এক বছরের সশ্রম কারাদ- হয়। জেলে বসেই কবি রচনা করলেন ঐতিহাসিক 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'। এভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে চলে কবির সাহিত্য সাধনা। এল ১৯৩০ সাল। বড় করুণ ওই সাল। বড় মর্মান্তিক। কবির আধ্যাত্মিকতার দিকে পদচারণা শুরু হলো ওই সালে। মে মাসে কবির অতি প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু হয়। বসন্তরোগে। মাত্র চার বছর বয়সে। ওই সালের রুবাইয়াত-ই-হাফিজ গ্রন্থটির অনুবাদ পত্রে পিতার আর্জি ছিল, 'বাবা বুলবুল। তোমার মৃত্যুশিয়রে বসে 'বুলবুল-ই-সিরাজ' হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি, যেদিন অনুবাদ শেষ করে উঠলাম, সেদিন তুমি আমার কাননের বুলবুলি উড়ে গেছ, যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্থান ইরানের চেয়েও সুন্দর?'

কবির জীবনধারা দেখে বিস্মিত হতে হয়। অফুরন্ত দুঃখ-কষ্টের মধ্যে অফুরন্ত সৃষ্টি কীভাবে সম্ভব হলো ভাবলে অবাক লাগে। যা হোক, ১৯৬৯ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করে। আবার ১৯৭২ সালের ২৪ মে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রচেষ্টায় কবিকে ঢাকায় নিয়ে আসা হয় এবং ২৫ মে সারাদেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় কবির ৭৩তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। বাংলাদেশ সরকার কবিকে ঢাকায় এনে শুধু জন্মজয়ন্তী পালন করেনি, কবিকে রাজকীয় সম্মান দেয়। কবির সুখ-শান্তির জন্য বাড়ি-গাড়ি- ডাক্তার-নার্স সবকিছুর ব্যবস্থা করে। ১৯৭৪ সালের ৯ ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক বিশেষ সমাবর্তন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কবিকে সম্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করে। ১৯৭৫ সালের ২২ জুলাই কবির স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে। ঢাকার পিজি হাসপাতালের ১১৭নং কেবিনে কবিকে স্থানান্তর করা হয়। এল মহাকবির মহাপ্রস্থানের ১৯৭৬ সাল। ওই বছরের জানুয়ারিতে কবিকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার 'একুশে পদক' প্রদান করে সম্মান জানানো হয়। এগিয়ে এল ২৪ মে নজরুল জন্মোৎসব। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়তো শেষ সম্মান জানানোর সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননি বলেই হাসপাতালে গিয়ে কবিকে সেনাবাহিনীর 'আর্মি ক্রেস্ট' প্রদান করলেন।

২৪ মে-র পরই কিন্তু সময় কড়া নাড়তে শুরু করে। শয্যাশায়ী কবি চলেই যাবেন পরপারের দিকে। এলো ২৭ আগস্ট শুক্রবার বিকাল। দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে লাগল। ২৮ আগস্ট শনিবার উত্তাপ ক্রমশ বেড়ে গেল। ডাক্তাররা জানালেন, ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত কবি। কোনো রকমে পার হলো ওই দিন-রাত। ২৯ আগস্ট রবিবার দেহের উত্তাপ বেড়ে ১০৫ ডিগ্রিতে পৌঁছাল। শুরু হলো শেষ চেষ্টা। অক্সিজেন দেওয়া। সাকশন প্রথায় ফুসফুস থেকে কফ বের করার চেষ্টা করলেন চিকিৎসক ডা. নুরুল ইসলাম, ডা. নাজিমুদ্দৌলা চৌধুরী ও নার্স সামসুন্নাহার। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে সকাল ১০টা ১০ মিনিটে কবির যাত্রা শুরু হয়ে গেল মহাপ্রস্থানের পথে। চিরস্তব্ধ দেহ পড়ে থাকল বিছানায়। প্রচারিত হলো কবির মৃত্যু সংবাদ। সাড়ে চারটায় লাখো মানুষের ঢল নামল রমনার সবুজ প্রান্তরে। এ যেন জনসমুদ্র। রাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা, কবি-সাহিত্যিকরা এবং লাখো লোকের উপস্থিতিতে রমনার সবুজ প্রান্তরে নামাজে জানাজা সম্পন্ন হলো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের প্রান্তরে সমাহিত করা হলো কবিকে। মরদেহ কবরে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে লাখো কণ্ঠে উচ্চারিত হলো কালেমা শাহাদাৎ। পতাকা অর্ধনমিত হলো। জাতীয় সংসদে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে কবির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হলো। নজরুল এক বিস্ময়। যখনই তাঁকে নিয়ে ভাবী তখনই মনে হয়, এই বিস্ময় পুরুষ বাংলা সাহিত্য ও বাংলা সংগীতকে যেভাবে জাগরিত করেছেন তা শুধু বাঙালির গর্ব নয়, উপমহাদেশের সকল মানুষের গর্ব। কিন্তু দুঃখ হয়, মুষ্টিমেয় কিছু কায়েমি স্বার্থান্বেষীর কাছে নজরুলগীতি নাকি একদিন প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছিল দেখে। তথাকথিত অভিজাত মহল নজরুলগীতির অপপ্রচার করেছিল জেনে কষ্ট হয়। মাত্র তেরো বছরে যিনি রচনা করেছেন প্রায় পাঁচ হাজার গান, যা পৃথিবীর অন্য কোনো সংগীত রচয়িতার পক্ষে অসম্ভব এবং অকল্পনীয়, সে পরম সংগীত বিস্ময় পুরুষকে পিছনে ফেলব বলেও পিছনে ঠেলে দেওয়া যায়নি। যুগে যুগে প্রবল প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও নজরুল-সংগীত আপন মহিমায় ভাস্বর। রবীন্দ্রনাথ ২২০০ গান রচনা করেছেন প্রায় ষাট বছর ধরে, কিন্তু নজরুলে মাত্র তেরো বছরে তাঁর দ্বিগুণের অধিক। তা-ও গান রচনা করেছেন, সুরও দিয়েছেন। নিজেও গেয়েছেন। নতুন রাগ ও সুর সৃষ্টি তাঁর শ্রেষ্ঠতম অবদান। এক সময় নাকি রবীন্দ্রনাথের গান চাপা পড়ে গিয়েছিল সুরের একঘেঁয়েমির জন্য। জানতে পারি, নতুন সুর সৃষ্টির সময় নজরুল জগত সংসার থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। দরজা বন্ধ থাকত। ধ্যানমগ্ন হতেন। গভীর রাতেই চলত সুর সৃষ্টি। অনেক সময় তাঁর চেতনা থাকত না। নজরুলের রাগগুলো নাকি স্বপ্নে ও ধ্যানে পাওয়া। সংগীতের প্রতি অনুরাগ নজরুলের আবাল্য। শুরু থেকেই একদিকে সংগীত রচনা অন্যদিকে করেছেন সুর সংযোগ।

যা হোক, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাধিক সংগীত রচয়িতার শিরোপাসহ সুর যোজনায় এবং নতুন সুর সৃষ্টিতে নজরুল যে অসামান্য অবদান রেখেছেন বাংলা সংগীতে তার দ্বিতীয় নজির নেই। আগামীতেও তাঁর এ রেকর্ড ভাঙবে কিনা সন্দেহ।

প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা : আরব উপদ্বীপে বন্যা ও গাঙ্গেয় অববাহিকায় জলকষ্ট

শোভনলাল চক্রবর্তী

'চেরাপুঞ্জির থেকে/একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি সাহারার বুকে?'- গত শতাব্দীর কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "ঘুমের ঘোরে" কবিতার এই প্রশ্ন যে আসলে একটি চ্যালেঞ্জ, সে-কথা বলে দেওয়ার দরকার হয় না। কিন্তু, বহু উদ্ধৃত এই স্পর্ধিত প্রশ্নটি যে স্বয়ং সুর্যের উদ্দেশেই ছুড়ে দিয়েছিলেন অধুনা-বিস্মৃত এই কবি, তা হয়তো অনেকেই মনে রাখেননি। আজ, এই একুশ শতকের তৃতীয় দশকে হাজির থাকলে তিনি সবিস্ময়ে এবং সভয়ে দেখতে পেতেন যে "কিরণ-ঝাঁটার হিরণ-কাঠিতে কেন চোখে মার খোঁচা" গোছের মৃদুমন্দ অভিযোগের তোয়াক্কা না করে সূর্যদেব তাঁর চ্যালেঞ্জটিকে বেমালুম উল্টে নিয়েছেন। গোবি সাহারার বুক থেকে অগ্নিবলয়কে তুলে এনে ফেলেছেন তাঁর সুজলা শ্যামলা জন্মভূমির বুকে।

চৈত্রের মধ্যপর্ব থেকেই বঙ্গভূমি দারুণ অগ্নিবাণে জ্বলছে। গ্রীষ্মকালে আবহাওয়ার উত্তাপ বাড়বে, স্বাভাবিক। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়া রাজস্থানের থেকে বেশি তপ্ত হয়ে উঠবে, এই পরিস্থিতিকে স্বাভাবিক বলার কোনও উপায় নেই। ঋত্বিক ঘটক তাঁর ছবিতে একটি সংলাপ দিয়ক ছিলেন, ব্রহ্মান্ড পুড়ছে। আজ ব্রহ্মাণ্ড, বাস্তবিকই, পুড়ছে। রূপকার্থে নয়, বিজ্ঞানীরা প্রতিনিয়ত তার পুড়ে যাওয়ার হিসাব কষে চলেছেন এবং ক্রমাগত ঘোষণা করে চলেছেন বিশ্ব উষ্ণায়ন তথা জলবায়ু পরিবর্তনের ভয়াবহ থেকে ভয়াবহতর দুঃসংবাদ। এই গ্রহে এর আগে, অন্তত গত পঞ্চাশ কোটি বছরের মধ্যে, পাঁচ বার বড় রকমের "এক্সটিংশন" বা মহাপ্রলয় ঘটেছে, যে প্রলয়ে অতি অল্প সময়ের অবকাশে ধ্বংস হয় প্রাণিকুল-সহ প্রকৃতির এক বিরাট অংশ। কিন্তু সেই ধ্বংসে গ্রহবাসীদের প্রত্যক্ষ বা সচেতন কোনও ভূমিকা ছিল না- যেমন, সাড়ে ছ'কোটি বছর আগেকার পঞ্চম মহাপ্রলয়ে বিলুপ্ত ডাইনোসররা ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার। কিন্তু গত এক দশকের মধ্যে যে ষষ্ঠ "এক্সটিংশন"-এর আসন্ন বিভীষিকার চেতাবনি ক্রমশই বিরাট আকার ধারণ করছে, সেই প্রলয়ের পিছনে প্রধান দায়িত্ব এই পৃথিবীর একটি এবং একটা মাত্র প্রজাতির, তার নাম মানুষ। দীর্ঘ দিন ধরে প্রকৃতি ও পরিবেশের স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যতের কিছুমাত্র পরোয়া না করে এক দিকে তার সমস্ত সম্পদ যথেচ্ছ ভোগ করার ও অন্য দিকে সেই ভোগ থেকে সঞ্জাত উচ্ছিষ্ট ও আবর্জনা তার মাটিতে, জলে ও হাওয়ায় ছুড়ে ফেলার যে অতুল এবং অ-পূর্ব কীর্তি মানুষ চালিয়ে এসেছে, তার ফলে প্রকৃতি-পরিবেশের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। জলবায়ু পরিবর্তন তারই পরিণাম, বিশ্বপৃথিবী ক্রমাগত অস্বাভাবিক উত্তপ্ত হতে থাকার ঘটনা সেই পরিণামের অন্যতম প্রধান ও প্রকট রূপ। এই মুহূর্তে যে অ-স্বাভাবিক উত্তাপে পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকরা আক্ষরিক অর্থে তীব্র যন্ত্রণা ও তীব্রতর বিপদের সম্মুখীন, তা ওই বিশ্বব্যাপী সঙ্কটের অঙ্গ। ব্রহ্মাণ্ড পুড়লে ঘরও বাঁচবে না। আরব উপদ্বীপ অঞ্চলে শুষ্ক আবহাওয়ার জেরে ভারী বর্ষণ তো দূর স্থান, বৃষ্টিই ডুমুরের ফুল। অথচ সম্প্রতি তুমুল ঝড়বৃষ্টি ও বন্যায় বিপর্যস্ত হল সংযুক্ত আরব আমিরশাহি-র রাজধানী দুবাই-সহ অন্যান্য শহরের জনজীবন। দুবাইয়ে যেখানে বার্ষিক গড়ে ১০০ মিলিমিটারের কম বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে এই অঞ্চলের সাম্প্রতিক বৃষ্টির পরিমাণ সে দেশের দেড় বছরের গড় বৃষ্টিপাতের সমান। এই অতিবর্ষণের ফলে পড়শি রাষ্ট্র ওমানেও হতাহত হয়েছেন বেশ কিছু মানুষ। পরিস্থিতি এমন শোচনীয় হয়ে ওঠার অন্যতম কারণ উপযুক্ত নিকাশিব্যবস্থার অভাব। এ-হেন ভারী বর্ষণের পরে সমাজমাধ্যমে দাবি ওঠে, কৃত্রিম বৃষ্টিপাত বা "ক্লাউড সিডিং" ঘটাতে গিয়েই ঘটেছে এমন বিপর্যয়। ক্লাউড সিডিং এমন এক প্রযুক্তিগত পদ্ধতি, যেখানে মেঘকে বৃষ্টি উৎপাদনের জন্য প্রভাবিত করা হয়। উড়োজাহাজের মাধ্যমে করা যেতে পারে। ক্লাউড সিডিং। এর সাহায্যে সিলভার আয়োডাইড-এর মতো ছোট ছোট কণা বা অণুকণা ছড়িয়ে দেওয়া হয় মেঘের উপরে। ফলে জলীয় বাষ্প খুব সহজেই ঘনীভূত হয়ে। বৃষ্টিতে পরিণত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, মেঘে বীজ বপনের বিষয়টি এমনিতেই বিতর্কিত, যে হেতু এই প্রক্রিয়া বাস্তবে কত কার্যকর, তার কোনও পোক্ত প্রমাণ এখনও মেলেনি। তা ছাড়া, আবহাওয়ার উপরে এর নেতিবাচক প্রভাবের বিষয়টিও অস্পষ্ট। তৎসত্ত্বেও গত কয়েক দশক ধরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম প্রান্ত এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো খরাপীড়িত অঞ্চলের প্রশাসন এই ধরনের প্রক্রিয়ায় বিনিয়োগ করে আসছে বৃষ্টি উৎপাদনের আশায়। শুধু তা-ই নয়, চিন, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, মালয়েশিয়া, রাশিয়া, মেক্সিকো এবং ভারতের মতো অনেক দেশই এখন ঝুঁকেছে এই প্রক্রিয়ার দিকে। চিন যেমন সেচের কাজে সুবিধার কারণে হামেশাই ব্যবহার করে থাকে এই প্রক্রিয়া। এমনও শোনা গিয়েছে, বেজিং অলিম্পিক্সের সময়ে আকাশ পরিষ্কার রাখতে এই প্রক্রিয়ার সাহায্য নিয়েছিল তারা। তবে সমাজমাধ্যমে "মেঘে বীজ বপন" এর দাবি নস্যাৎ করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দুবাইয়ের অতিবৃষ্টির মূলে রয়েছে এই অঞ্চলেরই সাধারণ আবহাওয়ার প্রক্রিয়া যা ভীষণ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ পরিবর্তনের জেরে। রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার (ডব্লিউএমও)-র সদ্য প্রকাশিত এক রিপোর্টে জানা যাচ্ছে, ২০২৩ সালে জলবায়ু, আবহাওয়া এবং জল-সংক্রান্ত বিপর্যয় গোটা বিশ্বে এশিয়ার চেয়ে বেশি আর কোনও অঞ্চলে ঘটেনি। তাপপ্রবাহ থেকে বন্যা, ঝড়বাঞ্ঝা পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে এই ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় সংখ্যার বিচারে এবং তীব্রতার নিরিখে এ-যাবৎ বৃদ্ধি পেয়েছে গোটা বিশ্বেই। তবে সমস্যাটি সাম্প্রতিক কালে এশিয়ায় অনেক বেশি তীব্র, যে-হেতু গ্রিনহাউস গ্যাসের জেরে বিশ্ব গড়ের তুলনায় আরও দ্রুত তপ্ত হয়ে উঠছে এই অঞ্চলটি। এই সময়ে চিন, দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পড়ে প্রখর তাপপ্রবাহের কবলে, যা প্রভাবিত করে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় এক- তৃতীয়াংশকে। "স্টেট অব দা ক্লাইমেট ইন এশিয়া" নামক ডব্লিউএমও-র ওই রিপোর্টের পরিসংখ্যান বলছে, গত বছর ৭৯টি জল সংক্রান্ত বিপর্যয় ঘটে, যার সিংহভাগই ছিল বন্যা এবং ঝড়ের ঘটনা। এতে নব্বই লক্ষ মানুষ প্রভাবিত হন, মৃত্যু হয় দু'হাজারের বেশি। উষ্ণতা বাষ্পীভবন বৃদ্ধি করে, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ বাড়ে, যা অতিবৃষ্টিরূপে নেমে আসে বহু স্থানে। অন্য দিকে, সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রাও রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছয় গত বছর। উষ্ণ সমুদ্র থেকে নিঃসৃত তাপ শক্তি বৃদ্ধি করে ক্রান্তীয় ঝড়ঝঞ্ঝার। বিশ্ব জুড়ে হিমবাহ গলে সমুদ্রে মিশে যত বাড়াচ্ছে সমুদ্রের জলস্তর, তত বৃদ্ধি পাচ্ছে উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির প্লাবনের আশঙ্কা। লক্ষণীয়, পরিবেশ পরিবর্তনের জেরেই

বর্তমানে চরম আবহাওয়ার নানা ঘটনাক্রম পরিলক্ষিত হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। যার অন্যতম শুষ্ক অঞ্চলে অতিবর্ষণ এবং বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চলে খরা। মনে রাখতে হবে, বায়ুমণ্ডল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি উত্তপ্ত থাকলে, তা জলভাগ থেকে বিপুল পরিমাণে জলীয় বাষ্প সংগ্রহ করে। দুবাই যে-হেতু পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত, তাই জলীয় বাষ্প বিপুল পরিমাণে ঢুকে পড়ায় মরুশহরে ওই বিপর্যয় নেমে আসে বলে মনে করা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, আগামী দিনে উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পেলে দুবাইয়ের মতো শুষ্ক অঞ্চলে বাড়বে অতিবৃষ্টির প্রকোপও। বিশ্বের অন্যান্য অনেক শহরের তুলনায় দুবাইয়ের অর্থ তথা প্রযুক্তির জোর বেশি থাকলেও, প্রকৃতির মর্জির কাছে তাকে নতিস্বীকার করতে হয়েছে। ফলে ইঙ্গিত স্পষ্ট। প্রকৃতির সঙ্গে ছেলেখেলা চলে না। একই সঙ্গে উষ্ণায়নের বিষয়টিও যে মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে, তা আরও এক বার বোঝা গেল কি? (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে উত্তর ভারত আধ্যাত্মিক ভ্রমণের জন্য ভারত গৌরব ট্রেন

মালিগাঁও, ১০ মে, ২০২৪: উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)-এর নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলওয়ে স্টেশন থেকে ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন চালানোর ঘোষণা করেছে ভারতীয় রেল। ট্রেনটি আইআরসিটিসি দ্বারা পরিচালিত হবে এবং ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শুরু হবে। উত্তর ভারতের পর্যটন স্থানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এই কার্যক্রমটি শুরু করা হয়েছে। ভ্রমণ কার্যক্রমটিতে মাতা বৈষ্ণোদেবী, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন এবং অযোধ্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।
এই স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেনের ০৮ / ০৯ দিনের ভ্রমণ কার্যক্রমটি ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৬ মে, ২০২৪ তারিখে শেষ হবে। ট্রেনটিতে এসি-৩ টিয়ার এবং ইকোনোমি/স্লিপার ক্লাস কোচ থাকবে যা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১০:০০ ঘন্টায় যাত্রা শুরু করে মালদা টাউন, রামপুরহাট, দুমকা, ভাগলপুর, জামালপুর, কিউল হয়ে ১৯ মে, ২০২৪ তারিখের ০০:৩০ ঘন্টায় পাটনা জংশনে পৌঁছবে। ২০ এবং ২১ মে, ২০২৪ তারিখে ট্রেনটি শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছবে এবং ০৮:০০ ঘন্টা থেকে ১৭:০০ ঘন্টা পর্যন্ত স্টেশনে থাকবে। আবার, ২২ ও ২৩ মে, ২০২৪ তারিখে ৬:০০ ঘন্টা থেকে ২২:০০ ঘন্টা পর্যন্ত ট্রেনটি হরিদ্বার স্টেশনে থাকবে। একইভাবে, ২৪ মে, ২০২৪ তারিখে ট্রেনটি মথুরায় ০৬:০০ ঘন্টা থেকে ২১:০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং ২৫ মেং, ২০২৪ তারিখে অযোধ্যা রেলওয়ে স্টেশনে ০৭:০০ ঘন্টা থেকে ২১:০০ ঘন্টা পর্যন্ত থাকবে। ট্রেনটি অযোধ্যা থেকে ফেরৎ যাত্রা শুরু করে ২৬ মে, ২০২৪ তারিখের ০৫:০০ ঘন্টায় পাটনা জং পৌঁছবে যেখান থেকে পর্যটকরা তাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থান অনুযায়ী নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পর্যন্ত ডি-বোর্ডিং শুরু করতে। সমস্ত কার্যক্রমের প্যাকেজ খরচ হবে এসি ক্লাসের জন্য ২৯,৫০০/- টাকা এবং ইকোনোমি/স্লিপার ক্লাসের জন্য ১৭,৯০০/- টাকা প্রতি ব্যক্তি।
উত্তরবঙ্গ এলাকা এবং এর সংলগ্ন রাজ্যগুলির জনগণরা এই ট্যুর প্রোগ্রাম থেকে অত্যন্ত উপকৃত হবেন যা বেশিরভাগ গন্তব্যকে এককভাবে অন্তর্ভুক্ত করে, এর পরিবর্তে পৃথকভাবে পরিকল্পনা করলে যাত্রা খরচ অনেক বেশি হত। ভারত গৌরব হল ভ্রমণ অনুরাগীদের জন্য প্রথম এই ধরনের টুরিষ্ট স্পেশাল ট্রেন এবং এটি ভারত সরকারের 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' এবং 'দেখো আপনা দেশ'-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি উদ্যোগ। যাত্রীরা ভ্রমণের সুবিধা লাভ করতে আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট থেকে তাদের টিকিট বুক করতে পারেন।

আরও আড়াই মাস দিল্লির তিহাড় জেলেই থাকতে হবে অনুব্রতকে

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.) : তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলের জামিনের আবেদনের শুনানি ১০ সপ্তাহ পিছিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে আপাতত "বীরভূমের বাঘে"র স্বস্তি মেলার কোনও সম্ভাবনা নেই।
দীর্ঘদিন ধরেই জামিনের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন অনুব্রত। কখনও দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্ট, কখনও দিল্লি হাই কোর্ট। কিন্তু কোনও আদালতেই স্বস্তি মেলেনি। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টেও আবেদন করেন তিনি। সেই মামলার শুনানি ছিল শুক্রবার। কিন্তু শীর্ষ আদালত ১০ সপ্তাহের জন্য শুনানি স্থগিত করে দিল।
২০২২ সালের আগস্ট মাসে বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলকে গরুপাচার মামলায় গ্রেপ্তার করেছিল সিবিআই। আসানসোল সিবিআই আদালতে প্রথমদিকে এই মামলা চলে। অনুব্রত মণ্ডলকে আসানসোলের সংশোধনাগারেই বন্দি ছিলেন। পরে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে দিল্লিতে নিয়ে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। তিহাড় জেলে আপাতত বন্দি দাপুটে তৃণমূল নেতা।
জুলাই মাসে ফের মামলার শুনানি হওয়ার কথা। ততদিন তিহাড়ই অনুব্রতর ঠিকানা হতে চলেছে। তৃণমূল নেতার জামিনের আবেদন আগেই নাকচ করে দিয়েছে দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ কোর্ট। দিল্লি হাই কোর্টে এখনও একটা মামলা চলছে বটে। তবে সুপ্রিম কোর্টে শুনানি চলাকালীন হাই কোর্ট এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না বলেই ধারণা আইনজীবী মহলের।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম লাফিয়ে ৮৫ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৮০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। পাবলিক সেক্টরের তেল এবং গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শুক্রবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।
এই সপ্তাহের পঞ্চম দিনে, প্রারম্ভিক লেনদেনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৪৫ ডলার বা ০.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৪.৩৩ ডলারে প্রবণতা করছে।

সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের শ্রমিকের মৃত্যু

দার্জিলিং, ১০ মে (হি.স.) : সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের কাজ চলাকালীন মৃত্যু হল স্থানীয় এক শ্রমিকের । মৃতের নাম শম্ভু ছেত্রী । বয়স ৪১ বছর । বৃহস্পতিবার রাতে রেল প্রকল্পের ১ নম্বর সুড়ঙ্গে কাজ করার সময় ঘটে এই বিপত্তি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, সুড়ঙ্গের গুদামে কাজ করার সময় লোহার ব্লক শ্রমিকের মাথার উপর পড়ায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই শ্রমিকের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। যদিও ঘটনাটি অস্বীকার করেছে প্রকল্পের দায়িত্বে থাকা সংস্থা।
ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কনসট্রাকশন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড বা ইরকন-এর প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহিন্দার সিং বলেন, 'সুড়ঙ্গের মধ্যে কোনও ঘটনা ঘটেনি। সেবকে একটি ঠিকাদারি সংস্থার অফিস ঘর তৈরির সময় দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তবে যাই হোক ঘটনাটি বেশ মর্মান্তিক।'
উল্লেখ্য, কাজ শুরু হওয়ার পর থেকেই সেবক-রংপো রেল প্রকল্পে ১১ জনের মৃত্যু ঘটেছে। সম্প্রতি কাজ করার সময় বোল্ডার পরে মৃত্যু হয় এক শ্রমিকের। গুরুতর আহত হন আরও দুই শ্রমিক। ফের একই ঘটনা ঘটায় শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।
অন্যদিকে, উত্তরকাশী সুড়ঙ্গে বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নিয়ে সেবক-রংপো রেল প্রকল্পের সুড়ঙ্গে কর্মরতদের জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তা ও সুরক্ষায় বিশেষ উদ্যোগ নেয় রেল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারপরও কীভাবে এই ঘটনা ঘটল, উঠছে প্রশ্ন।
এদিনের ঘটনার পর আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠে স্থানীয়রা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সেবক ফাঁড়ির পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেন তাঁরা। কী করে ঘটনাটি ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, বুধবার ৮ নম্বর সুড়ঙ্গের কাজ সফলভাবে শেষ করেছে ইরকন। ২০২৫ সালের ১৫ আগস্ট সেবক থেকে রংপো পর্যন্ত রেল চলাচলের পরিকল্পনা রয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আধিকারিকরা।

বিচারপতি সিংহের স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা খারিজ, রাজ্যকে কড়া মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.) : কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের স্বামী প্রতাপচন্দ্র দে-র বিরুদ্ধে যে মামলায় অভিযোগ উঠেছিল, সেটি খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি ওই মামলার শুনানিতেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এফআইআর করতে রাজ্যকে নিষেধ করেছে শীর্ষ আদালত। এই রায়ে ভোটের মুখে কিছুটা ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার।
শুক্রবার মামলাটির শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের ডিভিশন বেঞ্চে। আদালত মামলাটি খারিজ করে দেয়। রাজ্যের আইনজীবীর উদ্দেশে বিচারপতি মন্তব্য করেন, "এফআইআর দায়ের নিয়ে রাজনীতি করবেন না। চার্জশিট দাখিল হয়ে গিয়েছে, আইনকে আইনের পথে চলতে দিন।"
ক্ষমতার অপব্যবহার করে একটি অপরাধের মামলায় অবৈধ ভাবে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগ ওঠে বিচারপতি সিংহের স্বামীর বিরুদ্ধে। তিনি পেশায় আইনজীবী। ৬৪ বছরের এক বিধবা এবং তাঁর মেয়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। পরে অবশ্য এই মামলায় বাড়তি পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানিয়েছিল তারা। তার পর ডিসেম্বরে এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট আবার জানায়, পুলিশ আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারবে।

চারধামে ভক্তদের স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি

রুদ্রপ্রয়াগ, ১০ মে (হি. স.): শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে খুলেছে কেদারনাথের দরজা। পাশাপাশি গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথও খুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আগামী ১২ মে খুলবে বদ্রীনাথের দরজাও।
শুক্রবার ভোরে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খোলার সময়ে উপস্থিত ছিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি এবং তাঁর স্ত্রী। তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে বলেন, সমস্ত রীতিনীতি মেনে শ্রী কেদারনাথ ধাম, শ্রী যমুনোত্রী ধাম ও শ্রী গঙ্গোত্রী ধামের দরজা খোলা হচ্ছে। চারধাম যাত্রার জন্য আসা সমস্ত ভক্তকে দর্শনের জন্য আন্তরিকভাবে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাই। ইতিমধ্যেই চারধাম যাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য সেখানে পৌঁছেছেন কয়েক হাজার ভক্ত। তাঁদের নিরাপত্তা ও অন্যান্য প্রয়োজন মেটাতে সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে রাজ্য প্রশাসন।

কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ বিজেপির গঙ্গাধর

কলকাতা, ১০ মে, (হি.স.) : সন্দেশখালির ভিডিয়ো নিয়ে স্থানীয় বিজেপি নেতা গঙ্গাধর কয়াল কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। অভিযোগ, তাঁর ছবি ব্যবহার করে 'ভুয়ো' ভিডিয়ো তৈরি করা হয়েছে। তারপর তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সমাজমাধ্যমে। এর বিরুদ্ধে হাই কোর্টে মামলার অনুমতি চেয়েছেন গঙ্গাধর। অনুমতি দিয়েছে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ। আগামী সোমবার এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।
সন্দেশখালির একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছিল গত শনিবার। যা রাজ্য রাজনীতিতে কার্যত তোলপাড় ফেলে দিয়েছে। সন্দেশখালিতে 'স্টিং অপারেশন' বা গোপন ক্যামেরা অভিযান করে ওই ভিডিয়ো তৈরি করা হয়েছে। সেখানেই দেখা গিয়েছিল গঙ্গাধরকে। ভিডিয়োতে দেখা যায়, অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের কাছে তিনি নিজে স্বীকার করছেন, সন্দেশখালির আন্দোলন সাজানো। টাকার বিনিময়ে সেখানকার মহিলারা তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ এবং অত্যাচারের ভুয়ো অভিযোগ দায়ের করেছেন।

শিলিগুড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একের পর এক দোকানে ধাক্কা ডাম্পারের

শিলিগুড়ি, ১০ মে (হি.স.) : শিলিগুড়ি থানা সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একের পর এক দোকানে ধাক্কা মারল ডাম্পার। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শিলিগুড়ি থানার সামনে উড়ালপুলে ওঠার মুখে একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাশে নেতাজি বাজারের গলিতে ঢুকে পড়ে। ডাম্পারের ধাক্কায় নয়টি দোকানের শেড ভেঙে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় আরও দুটি দোকান। এদিন সকালে ব্যবসায়ীরা এসে দেখেন, শেডগুলির কোনওটা বিপদজনকভাবে ঝুলে রয়েছে। ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের কথায়, থানার ঠিক উলটোদিকে এমন ঘটনা ঘটলেও কেন কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হল না। ঘটনায় শিলিগুড়ি থানায় ব্যবসায়ীদের তরফে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।

জল পুলিশের খপ্পরে দুষ্কৃতী

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : ফের সক্রিয় কলকাতার বন্দরের দুষ্কৃতী চক্র। তবে অতি সক্রিয় হওয়ার আগেই তদন্তে নেমে সাফল্য পেল রিভার ট্রাফিক পুলিশ। দুষ্কৃতী চক্রের মাথাকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে লালবাজারের জল পুলিশ শাখা। ধৃতের নাম, মহম্মদ জাকির। শুক্রবার ভোররাতে জ্যোতিনগর কলোনি থেকে গ্রেফতার করেছে উত্তর বন্দর থানার পুলিশ।
এই ঘটনায় কলকাতা পুলিশের ডিসি (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই সংবাদমাধ্যমকে বলেন, 'আমরা এই ঘটনায় গুরুত্বপূর্ণ সহকারে তদন্ত করছি। এখনও পর্যন্ত একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে অভিযুক্তকে জেরা করে কোনও সাগরেদের নাম জানতে পারা যায়নি।'
দুষ্কৃতী দলের নেপথ্যে নতুন কোনও গ্যাং রয়েছে, কি না তা তদন্ত করছে কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশ। এই দল মূলত উত্তর কলকাতার কাশীপুর ও মেটিয়াবুরুজের মতো জায়গা লক্ষ্য করে। কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের সূত্র জানা যাচ্ছে, রাতের অন্ধকারে উত্তর কলকাতার কাশীপুর এলাকার জ্যোতিনগর কলোনি থেকে নৌকো নিয়ে বেরোয় এই দুষ্কৃতীদের দল।
অভিযোগ, মাঝরাতে যাতে স্টিমারের শব্দ না-হয়, তাই দাঁড়টানা নৌকাই ব্যবহার করে তারা। মেটিয়াবুরুজ থেকে উত্তরপাড়া ঘাট যেখানে কলকাতা রিভার ট্রাফিক পুলিশের আওতাধীন, সেই সকল এলাকায় মূলত এরা রাতের অন্ধকারে টহল দিত। কিছুদিন আগেই উত্তরপাড়া থেকে লোহার বড় বড় দামি জিনিস চুরির যাওয়ারও অভিযোগ ওঠে। মূলত দুষ্কৃতীরা দল লোহার যন্ত্রপাতিগুলো কলকাতা ও তার বাইরে চোরাবাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করে। লালবাজার সূত্রে খবর, অভিযোগ পাওয়ার পরেই তদন্তে নামে রিভার ট্রাফিক পুলিশ। যেহেতু এটি জল পুলিশের আওতাধীন, ফলে কলকাতা পুলিশের রিভার ট্রাফিক পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে।

সাতসকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কার্গিল

লাদাখ, ১০ মে (হি.স.) : সাতসকালে ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কার্গিল। শুক্রবার সকাল ৭টা ২২ মিনিট নাগাদ কার্গিলে ভূকম্পন অনুভত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের তীব্রতা ছিল ৪.৩ মাত্রা।
ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, লাদাখের কার্গিল থেকে উত্তর-উত্তর পশ্চিম প্রান্তে ৩৪৬ কিমি দূরে তাজাখিস্তান সীমান্তে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ১৬০ কিমি। এদিন সকালে কার্গিলে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয় এলাকায়। যদিও এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

কলকাতা উত্তরে মনোনয়ন পেশ তৃণমূলের সুদীপ ও বিজেপির তাপসের

কলকাতা, ১০ মে, (হি.স.): কলকাতা উত্তর লোকসভা আসনের জন্য শুক্রবার মনোনয়ন পেশ করলেন দুই প্রার্থী। এই দু'জনের মধ্যে একজন তৃণমূল কংগ্রেসের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয়জন বিজেপির তাপস রায়। সুদীপবাবুর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা-সহ তৃণমূলের একাধিক কাউন্সিলর। অন্যদিকে তাপস রায়ের সঙ্গে ছিলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, বিধায়ক অশোক লাহিড়ী-সহ অনেকে।
শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়া। মনোনয়নের জন্য তাই এই দিনটিই বেছে নিয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ তাঁর মনোনয়ন জমা দেওয়ার জন্য আসার কথা ছিল। তবে নির্ধারিত সময়ের সামান্য কিছু দেরিতে তিনি এসে পৌঁছান। মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উত্তর কলকাতার মানুষ তাঁকে বারবার ভালোবাসা দিয়েছে। এবারও তিনি আশা করছেন মানুষ তাঁকেই সমর্থন জানাবেন।

রাঁচির জমির জাল নথি তৈরি হত কলকাতায়, দুর্নীতি মামলায় ধৃত বাংলার ২

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : রাঁচিতে জমি দখলের জন্য কলকাতায় বসে জাল নথি তৈরি হত। রাঁচির জমি দুর্নীতি মামলায় এই ঘটনা প্রকাশ্যে এসেছে বলে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি)দাবি। তদন্তে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, তাঁদের মধ্যে দু"জন কলকাতা রেজিস্ট্রার অফিসের কর্মচারী। আর একজন হাজারিবাগ আদালতে চাকরি করেন।ইডি সূত্রের খবর, ধৃত সঞ্জিত কুমার এবং তাপস ঘোষ কলকাতা রেজিস্ট্রার অফিসে ঝাড়ুদারের চাকরি করেন। রাঁচিতে জমি দখলের জন্য কলকাতায় বসে জাল নথি তৈরি করতেন তাঁরা। তারপর সেই নথি চলে যেত ঝাড়খণ্ড হাজারিবাগ আদালতের কর্মচারী মহম্মদ ইরশাদ আখতারের কাছে। এই তিনজনকে বৃহস্পতিবার রাতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আঞ্চলিক অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হয়। জানা গিয়েছে, কলকাতার রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিউরেন্স-এর কর্মচারী তাপস ঘোষ এবং সঞ্জিত কুমার জমির রেকর্ড থেকে কাগজপত্র গায়েব করে দিতেন। তারপর জমি সংক্রান্ত নথি থেকে সাদা কাগজ বের করে পাঠাতেন ঘটনার মাস্টারমাইন্ড আফসার এবং সাদ্দামের কাছে। পরে সেই কাগজের উপর নকল দলিল তৈরি করতেন ইরশাদ। ইডি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই পুরো কাজের জন্য আফসার এবং সঞ্জিতের কাছ থেকে ২১ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন তাপস ঘোষ। অন্যদিকে, ৮ লক্ষ টাকা করে পেয়েছেন সঞ্জিত এবং ইরশাদ।
এমনকী, ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের দুটি জমি সংক্রান্ত জাল কাগজপত্রও তৈরি করেছিল এভাবেই বলে জানা গিয়েছে ফরেনসিক তদন্তে। ধৃতদের শুক্রবার ইডি-র বিশেষ আদালতে তোলা হবে জানা গিয়েছে। সেখানে তিনজনকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আবেদন জানাবেন কেন্দ্রীয় আধিকারিকরা বলে জানা গিয়েছে।প্রসঙ্গত, বেনামে সেনার জমি, উপজাতিদের জমি বেআইনিভাবে বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে। সেই মামলার সঙ্গে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে সঞ্জিত, তাপসরা কীভাবে যুক্ত তা খতিয়ে দেখছেন ইডি আধিকারিকরা।

'বাংলায় বিরোধীদের বিসর্জন সময়ের অপেক্ষা', মিছিল মন্তব্য অভিষেকের

কলকাতা, ১০ মে হি.স.) : কালীঘাট থেকে মিছিল করে আলিপুর জেলাশাসকের দফতরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেন তিনি। মনোনয়ন পেশের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অভিষেক।
সেখানেই তিনি বললেন, 'বাংলায় বিরোধীদের বিসর্জন সময়ের অপেক্ষা।' পাশাপাশি রাজ্যবাসীর পাশের উন্নয়নের কাজে শামিল থাকার আশ্বাসও দিলেন তিনি। কেন্দ্রীয় এজেন্সির একপেশে তদন্ত বোঝাতে এবার গোয়েন্দা গল্পের চরিত্র জটায়ুর প্রসঙ্গ টেনে আনলেন অভিষেক। অক্ষয় তৃতীয়ার পূণ্য লগ্নে শুক্রবার কালীঘাট থেকে পদযাত্রা করেন আলিপুর জেলাশাসকের দফতর পর্যন্ত।
গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদা এবং জটায়ুর উদাহরণ টেনে অভিষেক বলেন, 'ফেলুদা নয়, সিবিআই-ইডির তদন্ত জটায়ুর মতো!
জটায়ু যখন তদন্ত করতো তখন একটা লোককে চিহ্নিত করে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য তদন্ত করতো! আর ফেলুদা তদন্ত করে দেখতো ঘটনাটা কীভাবে হয়েছে, , আসল দোষী কে।'
জটায়ুর উদাহরণ টেনে অভিষেক বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপির তৈরি করা স্ক্রিপ্ট হুবহু মেনে চলছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের হুঁশিয়ারি, 'এই জল অনেকদূর গড়াবে। ভাইরাল ভিডিও নিয়ে দলগতভাবে আমি শীর্ষ আদালতে যাব। মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও অনুরোধ করেছি, তিনি যেন ভাইরাল ভিডিওর পুঙ্খানুপুঙ্খ পিডিএফ কপি রাজ্যকে সুপ্রিমকোর্টে জমা দিতে বলেন।বাংলার মা-বোনেদের সম্মান নিয়ে এভাবে ছিনিমিনি খেলতে আমরা দেব না।'

শাহজাহানের ভাই ও ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের সিজিওতে তলব ইডির

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.) : সন্দেশখালিতে বেআইনি ভাবে জমি দখলের মামলায় শাহজাহান শেখের ভাই সিরাজউদ্দিন শেখকে ফের তলব করল ইডি। সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হল শাহজাহানের আরও কয়েক জন আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদেরও। ইডি সূত্রে খবর, সিরাজকেও আগেও ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি তদন্তকারী আধিকারিকদের জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হননি। সাড়া দেননি সিবিআইয়ের ডাকেও। এর পরেই তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করা হয়।
সিরাজ ও শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি তলব করা হয়েছে ধৃত শিবপ্রসাদ (শিবু) হাজরার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদেরও। শিবু শাহজাহানেরই শাগরেদ বলে পরিচিত। সন্দেশখালিতে জমি দখল ও ধর্ষণের অভিযোগের মামলায় তাঁকেও গ্রেফতার করেছিল পুলিশ।
কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সূত্রে জানা গিয়েছে, শাহজাহানের ব্যাঙ্কের নথি, জমি লিজের কাগজপত্র খতিয়ে দেখতে গিয়ে এবং ধৃতদের বয়ানে যে সব নাম উঠে এসেছে, তাঁদেরই তলব করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, দ্বীপ এলাকা সন্দেশখালির সরবেড়িয়া, ধামাখালি-সহ বেশ কিছু এলাকায় সব মিলিয়ে হাজার বিঘা জমি লিজ নিয়েছিলেন শাহজাহান। তবে স্বনামে নয়। অনেকের নাম ব্যবহার করে ওই জমি লিজ নিয়েছিলেন সন্দেশখালির সাসপেন্ড হওয়া তৃণমূল নেতা। তার তদন্তেই সিরাজ ও শিবুদের নাম উঠে এসেছে।

নিউটাউনে সরকারি জমিতে তৃণমূলের পার্টি অফিস ভেঙে ফেলার নির্দেশ বিচারপতির

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.): হিডকোর জমি দখল করে দলীয় কার্যালয় করার অভিযোগ ওঠে। বিষয়টি গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত। তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা।
শুক্রবার মামলার শুনানিতে তিনটি পার্টি অফিস ভেঙে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বেআইনি পার্টি অফিস তাঁদের জমিতেই গড়ে উঠেছে বলে এদিন রিপোর্ট দিয়ে জানায় হিডকো।
এরপরেই দলই কার্যালয়গুলো ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন বিচারপতি।
আদালত সূত্রে খবর, শুধু একটি পার্টি অফিস নয়, হিডকো জমিতে এমন ৩৫ টি আরও রাজনৈতিক কার্যালয় বানানো হয়েছে। আদালতে এমনটাই দাবি করেছেন মামলাকারী। বিচারপতি এদিন বলেন, 'হিডকো কেন নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করতে পারছেন না? দখল হয়ে যাচ্ছে ফুটপাত! নির্মাণ করা হচ্ছে অবৈধ ভাবে! আপনাদের কি কোন নির্দিষ্ট আইন নেই?' বেআইনিভাবে গজিয়ে ওঠা পার্টি অফিসগুলিকে এরপর ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন তিনি।

কংগ্রেস নেতারা ভারতে থাকলেও মন পড়ে থাকে পাকিস্তানে, আইয়ার ইস্যুতে নিশানা অনুরাগ ঠাকুরের

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.) : কংগ্রেস নেতা মণিশঙ্কর আইয়ারের বেফাঁস মন্তব্যের প্রেক্ষিতে তাঁকে ও কংগ্রেসকে নিশানা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর।
তিনি বলেন, কংগ্রেস নেতারা ভারতে থাকলেও তাঁদের মন পড়ে থাকে পাকিস্তানে। পাকিস্তানের কত সাহস আছে? ভারত জানে কীভাবে যোগ্য জবাব দিতে হয়।
উল্লেখ্য, সাম পিত্রোদার পর এবার আইয়ারের মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা জমে উঠেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে সমীহ করে চলুক ভারত। তা না হলে ওরা পরমাণু বোমা মারতে পারে। আর এই মন্তব্যকে ঘিরেই উত্তাল জাতীয় রাজনীতি।
একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কংগ্রেসের এই বর্ষীয়ান নেতাকে বলতে শোনা যায়, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা উচিত ভারতের। পাকিস্তান সম্মানিত দেশ। তাই তাদের সঙ্গে কথা সম্মানের সঙ্গেই বলা উচিত বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা। সেই সঙ্গে আইয়ারকে আরও বলতে শোনা যায়, পাকিস্তানের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে। তাই পাকিস্তানকে সম্মান দেওয়া না হলে, তা আমাদের উপর এসে পড়তে পারে। মণিশঙ্কর আইয়ারের ওই মন্তব্যের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই, তা ভোট বাজারে চরম বিতর্কের জন্ম দেয়।
কংগ্রেস নেতার দাবি, পাকিস্তানকে """সম্মান""" দিয়ে কথা না বললে, তা দুই দেশের মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানে যদি ক্ষমতায় একজন গোলমেলে লোক বসেন, তিনি যদি পরমাণু বোমার তার কেটে দেন, তাহলে কী হবে বলে প্রশ্ন তোলেন মণিশঙ্কর আইয়ার। মণিশঙ্কর আইয়ারের ওই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে পালটা নিশানা করেছেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা।

খুললো কেদারনাথ মন্দির, অক্ষয় তৃতীয়ায় ভক্তসমাগম

রুদ্রপ্রয়াগ, ১০ মে (হি. স.) : দীর্ঘ ৬ মাস বন্ধ থাকার পর শুক্রবার অক্ষয় তৃতীয়ার পুণ্য তিথিতে ফের খুলেছে কেদারনাথের দরজা। পাশাপাশি গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর পথও খুলে দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে, আগামী ১২ মে খুলবে বদ্রীনাথের দরজাও। এদিন ভোরে কেদারনাথের দরজা খোলার মুহূর্তে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে শুরু করানো হয় পুষ্পবৃষ্টি। এছাড়া ৪০ কুইন্টাল ফুল দিয়ে এদিন সাজানো হয়েছে কেদারনাথ ধাম।
শুক্রবার ভোরে কেদারনাথ মন্দিরের দরজা খোলার সময়ে অগণিত ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

কাজের সন্ধান

মাধ্যমিক পাশদের থেকে রেল পুলিশে কনস্টেবল গ্র্যাজুয়েটদের থেকে সাব-ইন্সপেক্টর নিয়োগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। রেল মন্ত্রকের অধীনে আরপিএফ কনস্টেবল পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিকপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, র‍্যালি এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ , আসাম, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড সহ সারা দেশে রেল প্রোটেকশন ফোর্সে, কনস্টেবল পদে ৪২০৮ জন নিয়োগ হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে।

ভারতীয় রেলে চাকরি করতে ইচ্ছুক তরুণ-তরুণীরা ০১-০৭-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৫-এর মধ্যে বয়স হলে আবেদন করতে পারেন। বিশেষ ক্ষেত্রে যাঁরা বরাবর ছাড় পেয়ে আসছেন, তাঁরা এক্ষেত্রেও যথারীতি বয়সের ছাড় পাবেন। তফশিলি এবং ওবিসি-দের জন্য সরকারি নিয়মানুসারে পদ সংরক্ষণ থাকবে। শূন্যপদগুলির মধ্যে তফশিলি জাতিভুক্ত, তফশিলি উপজাতিভুক্ত এবং ওবিসি'র জন্য যেমন সংরক্ষিত পদ রয়েছে, তেমনি অসংরক্ষিত রয়েছে প্রচুর সংখ্যক পদ। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শূন্যপদের আরও বিশদ বিভাজন বিশেষ করে আরআরবি অনুযায়ী শূন্যপদের কোটা দেখতে পাবেন অনলাইনে আবেদনের সময়, ওয়েব সাইটের বিজ্ঞপ্তিতে।

শূন্যপদ হলো — পোস্ট -এ ঃপদের নাম ঃ কনস্টেবল, আরপিএফ, এক্সিকিউটিভ, পুরুষ ঃ শূন্যপদ ৩৫৭৭টি। পোস্ট - বি ঃপদের নাম ঃ কনস্টেবল, আরপিএফ, এক্সিকিউটিভ, মহিলা ঃ শূন্যপদ ৬৩১টি। ক্যাটেগরি ভিত্তিক বিভাজন এই রকমঃ কনস্টেবল, আরপিএফ, এক্সিকিউটিভ, পুরুষ ঃ শূন্যপদ ৩৫৭৭টির মধ্যে অসংরক্ষিত ১৪৫০টি। এছাড়া, এসসি প্রার্থীদের জন্য ৫৩৬টি, এসটি প্রার্থীদের জন্য ২৬৮টি, ওবিসিপ্রার্থীদের জন্য ৯৬৬টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ৩৫৭টি পদ সংরক্ষিত। কনস্টেবল, আরপিএফ, এক্সিকিউটিভ, মহিলা ঃ শূন্যপদ ৬৩১টির মধ্যে অসংরক্ষিত ২৫৬টি। এছাড়া, এসসি প্রার্থীদের জন্য ৯৫টি, এসটি প্রার্থীদের জন্য ৪৭টি, ওবিসি প্রার্থীদের জন্য ১৭০টি, ইডব্লিওএস প্রার্থীদের জন্য ৬৩টি পদ সংরক্ষিত। এছাড়া, সামগ্রিক হিসেবে মোট শূন্যপদের মধ্যে ১০ শতাংশ অর্থাৎ ৪২০টি শূন্যপদ এক্স-সার্ভিসম্যানদের জন্য সংরক্ষিত। অর্থাৎ এসসি, এসটি, ওবিসি, জেনারেল যে-কেউ এর জন্য আবেদন করতে পারেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্ততপক্ষে মাধ্যমিক পাশ। নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই। এবারের পরীক্ষার্থী অথবা উচ্চশিক্ষিতরাও আবেদন করতে পারেন। আগ্রহী প্রার্থীরা অবশ্যই আবেদন করার আগে বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত দেখে যোগ্যতার মাপকাঠি মিলিয়ে আবেদন করবেন। বয়স ঃ ০১-০৭-২০২৪-এর হিসেবে ১৮ থেকে ২৫ বছর। ওবিসি, এসসি, এসটি, ও বিশেষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বয়সের ঊর্ধ্বসীমায় যথারীতি ছাড় রয়েছে। বেতনক্রম ঃ ৭ম বেতন কমিশন মোতাবেক লেভেল-০১ অনুযায়ী প্রাথমিক বেতন প্রতি মাসে ২১,৭০০ বেসিক স্কেল হিসেবে। সঙ্গে অন্যান্য ভাতা সমূহও রয়েছে।

প্রার্থীবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও শারীরিক সক্ষমতা পরীক্ষা, শারীরিক মাপঝোঁক পরীক্ষা এবং ডকুমেন্টস্ ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে। কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে ১২০ নম্বরের, সময় ৯০ মিনিট। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার ইভেন্ট এবং শারীরিক মাপজোকের বিস্তারিত বিষয়সমূহ দেখে নিতে হবে এঁদের ওয়েবসাইট থেকে। পরীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট স্থান-কাল ও সময় ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য জানানো হবে এসএমএস এবং কললেটারের বুকলেটের মাধ্যমে। কল লেটার ডাউনলোড করে নিতে হবে ইন্টারভিউর ১ সপ্তাহ আগে, নিজের দরখাস্তের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড/ জন্মতারিখ ব্যবহারের পদ্ধতিতে ওয়েবসাইটে নিজের অ্যাকাউন্টে ঢুকে। আলাদা কোনএ চিঠি পাঠানো হবে না।

দরখাস্ত করবেন কেবল অনলাইনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের ওয়েবসাইটে লগ অন করে, ১৪ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানোর শেষ তারিখ ১৪ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন। নিজের পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটো, নাম ও তারিখ সহ স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ১৫-৪০ কেবির মধ্যে, সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। এছাড়া, স্ক্যান করে রাখতে হবে নিজের প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট ও ডকুমেন্টস। প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলোকে আপলোড করতে হবে। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা। মোবাইল এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে, অনলাইন মুডে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার লক্ষ্যে এগুতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন ফি এবং/ অথবা পোস্টাল চার্জ বাবদ নির্ধারিত ফি জমা দিতে হবে। এছাড়া, ব্যাঙ্কিং ফি, কম্পিউটারে দরখাস্ত পাঠানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হবে। এক্ষেত্রে নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্টের পর ই-রিসিপ্ট কপিও যত্ন করে রাখবেন। সাক্ষাৎকারের দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারের সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর সহ এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং কনস্টেবল, আরপিএফ - ০২/২০২৪। বলা বাহুল্য, অনলাইনে দরখাস্ত করার পর অবশ্যই দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট ও ব্যাঙ্ক থেকে পাওয়া ক্যাশ রিসিপ্ট বা ই-রিসিপ্ট কপি নিজের কাছে যত্ন করে রেখে দেবেন, পরে কাজে লাগবে।

এক নজরে চাকরির খবর

* পদের নাম ঃ **ফিসারি অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট (বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৮১টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি ফিশারিজ ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মে,
বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে,
তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **আরপিএফ কনস্টেবল (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪২০৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিকপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, র‍্যালি এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **আরপিএফ সাব-ইন্সপেক্টর (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৪৫২টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, র‍্যালি এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট (প্রতিরক্ষা মন্ত্রক)**
ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে,
শূন্যপদ ঃ ৫০৬টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য),
বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে,
লিখিত পরীক্ষা ৪ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ২৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (ডিআরডিও)**
শূন্যপদ ঃ ৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **ক্রীড়াবিদ, রেলওয়ে স্টাফ (রেল মন্ত্রক),**
শূন্যপদ ঃ ৩৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে,
স্পোর্টস কোটায় বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **পিওন, আর্দালি, এলডিসি, স্টেনো (জাজ কোর্ট, বহিঃরাজ্য),**
শূন্যপদ ঃ ৩৭টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষায় পাশদেরও পদ রয়েছে,
বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে,
বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার (স্টিল অথরিটি),**
শূন্যপদ ঃ ৫৫টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি, এমটেক পাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার, ম্যানেজার (কর্পোরেট সেক্টর),**
শূন্যপদ ঃ ৮০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজিপাশ,
বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে,
বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ৯৮টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

০—০—০—০—০—০

* পরীক্ষা ঃ **ইউজিসি - নেট (সিএসআইআর),**
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ,
বয়স ঃ কোনও উর্ধ্বসীমা নেই,
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে,
কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৫ জুন থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

০—০—০—০—০—০

* পদের নাম ঃ **এপ্রেন্টিস (কর্পোরেট সেক্টর)**
শূন্যপদ ঃ ২০০টি,
শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ,
বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে),
অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে,
মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

আগরতলায় পরীক্ষার মাধ্যমে ৫০৬ জন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পুলিশ বাহিনীতে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্টপদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে, শূন্যপদ ঃ ৫০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/ বিকম/ বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, লিখিত পরীক্ষা ৪ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা। এককথায়, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট পদে ৫০৬ জন নিয়োগ করবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্ডো-তিব্বত বর্ডার পুলিশ এবং এসএসবি এই ৫ কেন্দ্রীয় বাহিনীতে। নিয়োগ হবে সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট)-২০২৪ পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রার্থিবাছাই করবেন ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই পরীক্ষা হবে ৪ আগস্ট। ত্রিপুরার প্রার্থীদের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্র হবে আগরতলায়। এভাবে সব ক'টি রাজ্যের জন্য পরীক্ষাকেন্দ্রের তালিকা পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে।

নিয়োগ হবে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সে: মোট শূন্যপদ ১৮৬টি। সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্সে: মোট শূন্যপদ ১০০টি। সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে: মোট শূন্যপদ ১২০টি। আইটিবিপি-তে ৫৮টি। এস এস বি বা সীমা সুরক্ষা বল: মোট শূন্যপদ ৪২টি। কোনও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট প্রার্থীরা আবেদন করতে পারেন। বিএ/বিকম/বিএসসি/ বিসিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, এনসিসি-র 'বি' অথবা 'সি' সার্টিফিকেটধারীরা অগ্রাধিকার পাবেন। যাঁরা এবছর ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছেন তাঁরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ০১-০৮-২০২৪ তারিখের হিসেবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তফশিলি প্রভৃতি প্রার্থীরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর এবং প্রাক্তন সমরকর্মীরা সরকারি নিয়মে বয়সের ছাড় পাবেন।

শারীরিক মাপজোক হতে হবে পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৬৫ সেমি, বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮৬ ও ৮১ সেমি, ওজন কমপক্ষে ৫০ কেজি। মহিলাদের ক্ষেত্রে উচ্চতায় অন্তত ১৫৭ সেমি, ওজন কমপক্ষে ৪৬ কেজি। দৃষ্টিশক্তি হতে হবে দূরের ক্ষেত্রে চশমা-সহ ভালো চোখে ৬/৬ এবং খারাপ চোখে ৬/১২ অথবা দু'চোখেই ৬/৯। কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে জে-১ ও খারাপ চোখে জে-২ মানের। রং চেনার স্বাভাবিক ক্ষমতা থাকা চাই। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরাস্ফীতি, তীর্যক চাউনি, বর্ণান্ধতা থাকলে আবেদন করবেন না। এক কথায় প্রার্থীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ ও সবল হতে হবে।

আবেদন করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ্ অন করে, ইন্টারনেটের মাধ্যমে ১৪ মে'র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ১৪ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তৈরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সার্টিফিকেট বা শংসাপত্রও স্ক্যান করে রাখতে হবে আপলোড করার জন্য। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এই সংশোধনের সুযোগ পাবেন ৩ বার পর্যন্ত। আপনার পক্ষ থেকে কাজ চূড়ান্ত হয়ে গেলে অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার নির্ধারিত ফি জমা দেবেন। এছাড়া, অনলাইনে ফর্ম ফিলাপ, প্রিন্ট আউট বের করা, ফটো-সিগনেচার স্ক্যানিং, কল লেটার ডাউনলোড করানোর যাবতীয় খরচ প্রার্থীকেই বহন করতে হয়। নেট-ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে ফি জমা দেওয়া খুবই সহজ এবং সময় সাশ্রয়কারী। এককথায়, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাঠানোই অধিক শ্রেয়। নেফট ব্যাঙ্কিং/ মাস্টার/ ভিসা ডেবিট/ ক্রেডিট কার্ড পদ্ধতিতেও টাকা জমা দিতে পারেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। লিখিত পরীক্ষার দিন কললেটার ছাড়াও লাগবে মূল পেমেন্ট চালান, ছবিওলা পরিচিতি-প্রমান (ভোটার আই কার্ড,প্যান কার্ড, কলেজের আই কার্ড বা এরকমই ছবিওলা অন্য কিছু) ইত্যাদি। টাকা জমা দেওয়ার চালান-এর একটা বাড়তি ফটো কপিও নিজের কাছে রেখে দেবেন। ইন্টারভিউতে ডাক পেলে সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দেওয়া, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট এবং টাকা জমা দেওয়ার রসিদ ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য, ঘরে বসে মুহূর্তের মধ্যে হাতের মুঠোয় পেতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম ও হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ০৯/২০২৪ - সিপিএফ, তারিখ ২৪.০৪.২০২৪।

প্রার্থিবাছাই হবে ৩টি ধাপে। প্রথম ধাপে ৪৫০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রথমপত্রে থাকবে ২৫০ নম্বরের অবজেক্টিভ টাইপের মাল্টিপল চয়েজ ভিত্তিক জেনারেল এবিলিটি এবং ইন্টেলিজেন্স বিষয়ের প্রশ্ন সময় পাবেন ২ ঘণ্টা। দ্বিতীয়পত্রে থাকবে ২০০ নম্বরের জেনারেল স্টাডিস, এসে ও কম্প্রিহেশন বিষয়ের প্রশ্ন। সময় পাবেন ৩ ঘণ্টা। দ্বিতীয় ধাপে হবে শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা। এতে থাকবে পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৬ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৩ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, সর্বাধিক ৩টি সুযোগে ৩.৫ মিটার লং জাম্প এবং ৭.২৬ কেজি ওজনের শটপাট ৪.৫ মিটার দূরত্বে ছুড়তে হবে। মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়, ৪ মিনিট ৪৫ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়, সর্বাধিক ৩টি সুযোগে ৩ মিটার লং জাম্প। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের মেডিক্যাল টেস্টের জন্য ডাকা হবে। তৃতীয় ধাপে থাকবে ১৫০ নম্বরের পার্সোনালিটি টেস্ট।

কর্পোরেট সেক্টরে অফিসার নিয়োগ ত্রিপুরা থেকে আবেদনের সুযোগ

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের অধীনে বিশেষ করে ইন্ডিয়ান অয়েল, কোল ইন্ডিয়া ইত্যাদির জয়েন্ট ভেঞ্চার হার্ল-এ ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার, অফিসার ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি (ইঞ্জি.), পিজি পাশ, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষার স্থান ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। বিস্তারিত খবর হলো — বহিঃরাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ কর্পোরেট সেক্টরে ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজার, অফিসার ইত্যাদি বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং আবশ্যকীয় অভিজ্ঞতার পাশাপাশি, ২০-০৫-২০২৪ তারিখের হিসেবে ১৮ থেকে ৪০-এর মধ্যে বয়স হলে অনলাইনে দরখাস্ত পাঠাতে পারেন। তবে পৃথক পৃথক পদের ক্ষেত্রে বয়সের ঊর্ধ্বসীমা ভিন্নতর। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির নম্বর ই/২/২০২৪। তারিখ ১৬-০৪-২০২৪।

দরখাস্ত পাঠানোর কৌশল ও নিয়মকানুন সহ এই বিজ্ঞপ্তির পুরো বিবরণ পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। দরখাস্ত করবেন কেবলমাত্র অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন্ করে, ২০ মে-র মধ্যে। অর্থাৎ অনলাইনে দরখাস্ত করার শেষ তারিখ ২০ মে। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করার আগে নিজের একটি বৈধ ও দীর্ঘস্থায়ী ই-মেল আইডি তেরি রাখবেন নিজের সই এবং পাসপোর্ট মাপের এখনকার রঙিন ফটোও স্ক্যান করে রাখতে হবে ওয়েবসাইটে বলা মাপজোক ও অন্যান্য শর্ত বুঝে (যেমন, ছবি কীরকম কী ব্যাকগ্রাউন্ডে তুলবেন, ছবির ডাইমেনশন যেন হয় ২০০ বাই ২৩০ পিক্সেল আর মাপ ২০-৫০ কেবির মধ্যে, স্বাক্ষরের ক্ষেত্রে ১৮০ বাই ১৬০ পিক্সেল, মাপ ১০-২০ কেবির মধ্যে, ইত্যাদি মাপে সেভ করতে হবে জেপিজি বা জেপিইজি ফর্ম্যাটে)। অনলাইনে থেকে দরখাস্ত একবারে সম্পূর্ণ করতে না পারলে সেভ করে রাখবেন, তাহলে আপনার ইমেল ঠিকানা/ মোবাইলে এসএমএস করে আপনার রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এই নম্বর ও পাসওয়ার্ড যত্ন করে রেখে দেবেন, পরবর্তী সময়ে কাজে লাগবে। পরে আবার সাইটে গিয়ে সেই রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাসওয়ার্ড দিয়ে আপনার দরখাস্ত খুলে বাকি কাজ শেষ করতে পারবেন। এজন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পরামর্শ সাইটেই পাবেন। প্রয়োজনে ই-মেইল আইডি চালু করা, অনলাইনে দরখাস্ত পাঠানো, দরখাস্তের প্রিন্ট আউট ইত্যাদি বের করে রাখার পাশাপাশি লিখিত পরীক্ষার বিস্তারিত সিলেবাস ও বিগত সময়ে এ ধরনের বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই বা হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপ গ্রহণ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে আজই আপনার নাম রেজিস্ট্রেশন করিয়ে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের সমস্ত চাকরির আপডেট খবর, চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে। দরখাস্ত রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ হলে কম্পিউটার জেনারেটেড দরখাস্তের প্রিন্ট-আউট নিয়ে নেবেন, কোথাও পাঠাতে হবে না। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ফি পেমেন্ট চালানের কপিও যত্ন করে রাখবেন। পরীক্ষা বা ইন্টারভিউতে ডাক পেলে ওই প্রিন্ট আউট এবং সমস্ত মূল প্রমানপত্র (যাঁর ক্ষেত্রে যা-যা দরকার) সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

প্রার্থিবাছাই হবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে। বড় শহরগুলিতে পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা হবে। তবে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনতারিখ পরবর্তী সময়ে জানানো হবে এবং প্রাথমিক বাছাই করেই পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তির বিস্তারিত পাবেন এঁদের ওয়েবসাইটে। শূন্যপদগুলি হল ঃ — ক্রমিক নং (১) ঃ ম্যানেজার/ (এল২) ঃ কন্ট্রাক্টস এন্ড ম্যাটেরিয়ালস ঃ মোট শূন্যপদ ৩টি। বয়স ১৮-৪০ বছর। ক্রমিক নং (২) ঃ ম্যানেজার/ (এল২) ঃ কেমিক্যাল (ও এন্ড ইউ) ঃ মোট শূন্যপদ ২টি। বয়স ১৮-৪০ বছর। ক্রমিকনং (৩) ঃ ম্যানেজার/ (এল২) ঃ কেমিক্যাল (অ্যামোনিয়া) ঃ মোট শূন্যপদ ২টি। বয়স ১৮-৪০ বছর। ক্রমিক নং (৪) ঃ ম্যানেজার/ (এল২) ঃ কেমিক্যাল (ইউরিয়া) ঃ মোট শূন্যপদ ৩টি। বয়স ১৮-৪০ বছর। ক্রমিক নং (৫) ঃ ম্যানেজার/ (এল২) ঃ কেমিক্যাল (প্রসেস সাপোর্ট) ঃ মোট শূন্যপদ ২টি। বয়স ১৮-৪০ বছর। ক্রমিক নং (৬) ঃ ম্যানেজার/ (এল২) ঃ মার্কেটিং ঃ মোট শূন্যপদ ৬টি। বয়স ১৮-৪০ বছর। ক্রমিক নং (৭) ঃ ইঞ্জিনিয়ার/ (এল১) ঃ কেমিক্যাল (ইউরিয়া) ঃ মোট শূন্যপদ ৮টি। বয়স ১৮-৩০ বছর। ক্রমিক নং (৮) ঃ ইঞ্জিনিয়ার/ (এল১) ঃ কেমিক্যাল (অ্যামোনিয়া) ঃ মোট শূন্যপদ ৮টি। বয়স ১৮-৩০ বছর। ক্রমিকনং (৯) ঃ ইঞ্জিনিয়ার/ (এল১) ঃ কেমিক্যাল (ও এন্ড ইউ) ঃ মোট শূন্যপদ ৮টি। বয়স ১৮-৩০ বছর। ক্রমিক নং (১০) ঃ ইঞ্জিনিয়ার/ (এল১) ঃ ইন্সট্রুমেন্টেশন ঃ মোট শূন্যপদ ১০টি। বয়স ১৮-৩০ বছর। ক্রমিক নং (১১) ঃ অফিসার/ (এল১) ঃ সেফটি ঃ মোট শূন্যপদ ২টি। বয়স ১৮-৩০ বছর। ক্রমিকনং (১২) ঃ অফিসার/ (এল১) ঃ মার্কেটিং ঃ মোট শূন্যপদ ৫টি। বয়স ১৮-৩০ বছর। ক্রমিক নং (১৩) ঃ অফিসার/ (এল১) ঃ কন্ট্রাক্টস এন্ড ম্যাটেরিয়ালস ঃ মোট শূন্যপদ ৪টি। বয়স ১৮-৩০ বছর। ক্রমিক নং (১৪) ঃ অফিসার/ (এল১) ঃ ফিনান্স ঃ মোট শূন্যপদ ৩টি। বয়স ১৮-৩০ বছর। ক্রমিকনং (১৫) ঃ ম্যানেজার/ (এল২) ঃ ফিনান্স ঃ মোট শূন্যপদ ২টি। বয়স ১৮-৪০ বছর। ক্রমিক নং (১৬) ঃ চীফ ম্যানেজার/ (এল৩) ঃ ফিনান্স ঃ মোট শূন্যপদ ২টি। বয়স ১৮-৪৭ বছর। ফিক্সড ভিত্তিতে নিযুক্তির ক্ষেত্রে, ক্রমিক নং (১) ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ (এল১) এফটিসি ঃ কর্পোরেট কমিউনিকেশন ঃ মোট শূন্যপদ ১টি। বয়স ১৮-৪৫ বছর। ক্রমিক নং (২) ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ (এল১) এফটিসি ঃ হিউম্যান রিসোর্স ঃ মোট শূন্যপদ ১টি। বয়স ১৮-৪৫ বছর। ক্রমিক নং (৩) ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ (এল১) এফটিসি ঃ মার্কেটিং ঃ মোট শূন্যপদ ৫টি। বয়স ১৮-৪৫ বছর। ক্রমিক নং (৪) ঃ অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার/ (এল১) এফটিসি ঃ লিগ্যাল ঃ মোট শূন্যপদ ৩টি। বয়স ১৮-৩৫ বছর। প্রতিক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়সের উর্ধ্বসীমা, বেতনক্রম ইত্যাদি আরও বিস্তারিত জানার জন্য অবশ্যই এঁদের ওয়েবসাইটে দেখে নিতে হবে। ইচ্ছুক উপযুক্ত এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মপ্রার্থীরা দরখাস্ত করবেন অনলাইনে এঁদের ওয়েবসাইটে লগ অন করে। বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষার তারিখ ও কেন্দ্র কল লেটারে জানানো হবে।

সামনে চাকরি ও শিক্ষার কী-কী পরীক্ষা, কবে?

কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো, আগরতলা ।। * বহিঃরাজ্যে **ফিসারি অফিসার, অ্যাসিস্ট্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮১টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএসসি ফিশারিজ ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৯ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৩ মে, বাছাইকৃতদের লিখিত পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* কর্মবার্তা নিউজ ব্যুরো অফিসের হোয়াটস্‌অ্যাপ ৯৪৩৬১২০৩০৫ নম্বরে 'হাই/হ্যালো' লিখে মেম্বারশীপের জন্য আবেদন করতে পারেন। প্রয়োজনে আগরতলার জগন্নাথ বাড়ি রোডস্থিত 'কর্মবার্তা' অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করে শর্তসাপেক্ষে আজই আপনার হোয়াটস্‌অ্যাপ নম্বর নথীভুক্ত করে মেম্বারশিপ্ গ্রহণ করে নিন, মুহূর্তের মধ্যে রাজ্য এবং দেশের **সমস্ত চাকরির আপডেট খবর,** চাকরি পরীক্ষার ফলাফলের খবর, এডমিট কার্ডের খবর, সিলেবাস এবং চাকরির সমস্ত ঘোষিত বিজ্ঞাপন বা জব্ এলার্ট পেয়ে যাবেন আপনার হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বরে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **আরপিএফ কনস্টেবল** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪২০৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ অন্তত পক্ষে মাধ্যমিক পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, র‍্যালি এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* রেল মন্ত্রকের অধীনে **আরপিএফ সাব-ইন্সপেক্টর** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৪৫২টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ২০-২৮ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, বাছাইকৃতদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা, র‍্যালি এবং ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে।

* প্রতিরক্ষা মনত্রকের অধীনে **অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ড্যান্ট** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। নিয়োগ হবে ইউপিএসসি পরীক্ষার মাধ্যমে, শূন্যপদ ঃ ৫০৬টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিএ/বিকম/বিএসসি, বিবিএ ... ইত্যাদি গ্র্যাজুয়েট পাশ, নম্বরের কোনও কড়াকড়ি নেই, (ফাইন্যাল ইয়ারের প্রার্থীরাও শর্তসাপেক্ষে আবেদনের যোগ্য), বয়স ঃ ২০-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৪ মে, লিখিত পরীক্ষা ৪ আগস্ট, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ যে-কোনও বিষয়ে ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

* ডিআরডিও-তে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রিপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৬ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৫ মে, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * রেল মন্ত্রকে দক্ষ **ক্রীড়াবিদ, রেলওয়ে স্টাফ** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক পাশ, দক্ষ ক্রীড়াবিদ হতে হবে, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে) , অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৬ মে, স্পোর্টস কোটায় বাছাইকৃতদের সরাসরি সাক্ষাৎকারের দিনক্ষণ এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে। * বহিঃরাজ্যে জাজ কোর্টে **পিওন, আর্দালি, এলডিসি, স্টেনো** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৩৭টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৮ম শ্রেণি পাশ থেকে শুরু, মাধ্যমিক বা উচ্চশিক্ষায় পাশদেরও পদ রয়েছে, বয়স ঃ ১৮-৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে যথারীতি ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৭ মে, বাছাইকৃতদেরপরীক্ষা কেন্দ্র বহিঃরাজ্যে, তারিখ ও কেন্দ্র সহ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়ায় **ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৫৫টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ বিই, বিটেক, এমএসসি, এমটেক পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর (সংরক্ষিত ও বিশেষ ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় পেতে পারেন), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ১৮ মে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা ও ইন্টারভিউর দিনক্ষণ ও কেন্দ্র এঁদের ওয়েবসাইট থেকে জেনে নিতে হবে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **অ্যাসিস্ট্যান্ট, অফিসার, ম্যানেজার** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৮০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ডিপ্লোমা, ডিগ্রি, পিজি পাশ, বয়স ঃ অনূর্ধ্ব ৪০ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, বাছাইকৃতদের পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ কল লেটারে জানানো হবে। * কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ৯৮টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৩ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২০ মে, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে। * সিএসআইআর পরিচালিত পরীক্ষার মাধ্যমে **ইউজিসি - নেট** জুন-২০২৪ এগজামিনেশনের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ ৫৫ শতাংশ নম্বর নিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ, বয়স ঃ কোনও উর্ধ্বসীমা নেই, অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২১ মে, কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা ২৫ জুন থেকে, কেন্দ্র আগরতলা সহ সারা দেশে।

* কর্পোরেট সেক্টরে **এপ্রেন্টিস** পদে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত জমা নেওয়া হচ্ছে। শূন্যপদ ঃ ২০০টি, শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ মাধ্যমিক, আইটিআইপাশ, বয়স ঃ ১৮-২৫ বছর (সংরক্ষিত ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী ছাড় রয়েছে), অনলাইনে দরখাস্তের শেষ তারিখ ২২ মে, মেধাভিত্তিক বাছাইকৃতদের সরাসরি ইন্টারভিউর কেন্দ্র ও তারিখ বিস্তারিত কল লেটারে জানানো হবে।

নন্দুরবারে আয়োজিত জনসভা থেকে দেশবিরোধী মানসিকতা এবং নেতিবাচক রাজনীতির জন্য ইন্ডি জোটকে একহাত মোদীর

মুম্বই, ১০ মে (হি.স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী, শুক্রবার মহারাষ্ট্রের নন্দুরবারে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, ভগবান শ্রী রামের ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য কংগ্রেসকে কঠোরভাবে আক্রমণ করেন। এছাড়াও, তিনি দেশবিরোধী মানসিকতা এবং নেতিবাচক রাজনীতির জন্য ইন্ডি জোটেকে একহাত নেন। অনুষ্ঠান চলাকালীন, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী একনাথ শিন্ডে, উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীস এবং নন্দুরবারের লোকসভা প্রার্থী শ্রীমতি হিনা বিজয় গাভিত এবং অন্যান্য নেতারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত ও আদিবাসীদের সেবা করা, আমার পরিবারের সদস্যদের সেবা করার মতো। মোদী কংগ্রেসের শাহী পরিবারের মতো কোন বড় পরিবারের সন্তান নন, কিন্তু দারিদ্রতার মধ্যে বড় হয়েছেন এমন একজন ব্যক্তি। স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও এই অঞ্চলের গ্রামে বিদ্যুত ছিল না, তাই মোদী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে প্রত্যেক দরিদ্র্য ও আদিবাসীকে বাড়ি, জল এবং বিদ্যুৎ দেওয়ার কথা। এনডিএ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে নন্দুরবারের প্রায় ১.২৫ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে স্থায়ী বাড়ি দিয়েছেন এবং যারা এখনও বিজেপি সরকারের প্রকল্পের সুবিধা পাননি তারা মোদীর তৃতীয় মেয়াদে সমস্ত প্রকল্পের সুবিধা পাবেন, এটাই মোদীর গ্যারান্টি। গত ১০ বছরে, বিজেপি ৪ কোটি পাকা বাড়ি দিয়েছে এবং তৃতীয় মেয়াদে ৩ কোটি নতুন বাড়ি তৈরি করা হবে। এনডিএ সরকার মহারাষ্ট্রের ২০ হাজারেরও বেশি গ্রামে কলের জল সরবরাহ করেছে, যার মধ্যে নন্দুরবারের ১১১টি গ্রামও রয়েছে। এই মুহূর্তে এটি একটি ট্রেলার, মোদীর এখনও অনেক কিছু করার আছে। একদিকে বিজেপির প্রচেষ্টা এবং অন্যদিকে কংগ্রেস রয়েছে যারা কখনও আদিবাসীদের কথা চিন্তা করেনি। উপজাতীয় এলাকায় সিকেল সেল অ্যানিমিয়া একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু কংগ্রেস কখনও এই রোগের দিকে মনোযোগ দেয়নি। শুধুমাত্র বিজেপিই সিকেল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল করার জন্য প্রচার শুরু করেছে। শ্রী মোদী বলেন যে এনডিএ এই বিষয়টি নিয়েও উদ্বিগ্ন যে কোনও দরিদ্র যেন অপুষ্টির শিকার না হয়। এখন নন্দুরবারের ১২ লক্ষেরও বেশি মানুষ বিনামূল্যে রেশন পাচ্ছেন। উন্নয়নে কংগ্রেস কখনোই মোদীর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তাই এই নির্বাচনে কংগ্রেস মিথ্যার কারখানা খুলেছে এবং মিথ্যে প্রচার করে ভোট পেতে চায়। সংরক্ষণ নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থা খুবই উদ্বেগজনক। ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ বাবা সাহেবের চেতনা ও সংবিধানের পরিপন্থী। কিন্তু কংগ্রেসের এজেন্ডা হল দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী ও আদিবাসীদের সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে তাদের ভোটব্যাঙ্কে দেওয়া। কখনও কংগ্রেস সংরক্ষণ নিয়ে মিথ্যা বলে আবার কখনও সংবিধান নিয়ে। কংগ্রেস কর্ণাটকের মুসলিম সম্প্রদায়কে রাতারাতি ওবিসি বানিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে রিজার্ভেশন দিয়েছে, যার কারণে তারা ওবিসি রিজার্ভেশনের সবচেয়ে বড় অংশ লুট করেছে এবং কংগ্রেস সারা দেশে কর্ণাটকের একই মডেল বাস্তবায়ন করতে চায়। এই আঘাড়িরা সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়ার অভিযান করছে। আর এসসি, এসটি ও ওবিসিদের সংরক্ষণ অটুট রাখতে মোদী সংরক্ষণের মহাযজ্ঞ করছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আমি যে গত ১৭ দিন ধরে কংগ্রেসকে চ্যালেঞ্জ করে আসছি যে তারা লিখিতভাবে জানাক এসসি, এসটি এবং ওবিসি-দের থেকে সংরক্ষণ কেড়ে নিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকে সংরক্ষণ তারা দেবে না। কিন্তু কংগ্রেস এই চ্যালেঞ্জের কোনও উত্তর দিচ্ছে না। এর অর্থ হল কংগ্রেস তার গোপন এজেন্ডা নিয়ে এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণ কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। কংগ্রেসের এই নীরবতা স্পষ্টই বোঝায় যে এই ঘটনায় অন্যায় কিছু আছে। কংগ্রেস যতই চেষ্টা করুক না কেন, দেশবিরোধী শক্তির সঙ্গে মিলে যতই মিথ্যা প্রচার করুক না কেন, জনগণের কাছে মোদীর ভরসা আছে। যতদিন মোদী বেঁচে থাকবেন, ততদিন এসসি, এসটি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণ কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। মোদী বঞ্চিত মানুষদের জন্য লড়েন। মোদীর মতো প্রহরী থাকলে বঞ্চিতদের অধিকার কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। বিজেপি মাতা শবরীর পূজা করে কিন্তু কংগ্রেস কখনোই জনজাতি সমাজকে সম্মান দেয়নি। স্বাধীনতা সংগ্রামে আদিবাসী বিপ্লবীরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। কিন্তু কংগ্রেস সেই ত্যাগকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নয় এবং কংগ্রেস স্বাধীনতার পুরো কৃতিত্ব একটি মাত্র পরিবারকে দিয়ে আসছে। কিন্তু বিজেপি সারা দেশে জনজাতি মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে জাদুঘর তৈরি করছে যাতে আগামী প্রজন্ম জানতে পারে যে আদিবাসী পূর্বপুরুষরা দেশের জন্য বিশাল ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

মাননীয় মোদী বলেছেন যে এনডিএ প্রথমবারের মতো একজন আদিবাসী মহিলাকে রাষ্ট্রপতি করেছে। কিন্তু কংগ্রেস দিনরাত চেষ্টা করে গেছে শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য। এর আসল কারণ সম্প্রতি প্রকাশ পেয়েছে। আমেরিকায় বসবাসকারী রাহুল গান্ধীর উপদেষ্টা স্যাম পিত্রোদা ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছেন। যাদের গায়ের রং ভগবান কৃষ্ণের মতো কংগ্রেস তাদের আফ্রিকান বলে মনে করে, তাই কংগ্রেস চায়নি যে শ্রীমতি দ্রৌপদী মুর্মু রাষ্ট্রপতি হন। আদিবাসী সমাজকে অপমান করতে গিয়ে কংগ্রেস এখন বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করছে। স্যাম পিত্রোদা কংগ্রেসের গোপন এজেন্ডা ফাঁস করে দিয়েছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন যে স্যাম পিত্রোদা বলেছিলেন যে রাম মন্দির নির্মাণ এবং রাম নবমী উদযাপন ভারতীয় সংস্কৃতির বিরুদ্ধে। তিনি মোদীর মন্দিরে যাওয়া পছন্দ করেন না। কংগ্রেসও আমার মন্দিরে যাওয়াকে ভারতবিরোধী বলে অভিহিত করেছে। ইন্ডি জোটের এই আক্রমণ মোদীর ওপর নয়, ১৪০ কোটি দেশবাসীর বিশ্বাসের ওপর। কংগ্রেস দেশ থেকে হিন্দু ধর্মকে মুছে ফেলার ষড়যন্ত্র করছে। ভগবান শ্রী রাম হলেন জীবনের সর্বোচ্চ আদর্শ, সর্বশ্রেষ্ঠ গুণাবলী এবং সবচেয়ে সুন্দর মূল্যবোধের মহান সঙ্গম। ভারতের অস্তিত্বের ভিত্তি ভগবান শ্রী রামের সাথে নিহিত এবং ভারতের ভবিষ্যতের অনুপ্রেরণাও ভগবান শ্রী রাম। এই মহারাষ্ট্রের মাটিতেই এই আওয়াজ উঠেছিল যে "বিশ্বছা বিশ্রাম রে, স্বামী মাঝা রাম রে" অর্থাৎ আমার রাম সমগ্র বিশ্বের আশ্রয়। ভগবান শ্রী রামের শিক্ষা হল "পরিত সারিস ধর্ম নাহি ভাই, পরপিদা সাম নাহি আধামাই" অর্থাৎ অন্যের সেবা ও দান করার চেয়ে বড় কোনো ধর্ম নেই এবং কাউকে কষ্ট দেওয়া সবচেয়ে বড় পাপ। আমাদের রাম স্বয়ং বলেছেন, "কোমল চিত তিন পর দিয়া, মন ওয়াচ ক্রাম মম ভক্তি অমায়া" অর্থাৎ যে গরীবের কষ্ট জানে সে আমার ভক্ত। ভগবান রামের শিক্ষা হল 'ধর্ম না দুসার সত্য সমানা, আগম নিগম পুরাণ বখান' অর্থাৎ সত্যের সমান অন্য কোন ধর্ম নেই। তিনিই রাম যিনি সমস্ত দরিদ্র ও নিঃস্বকে আলিঙ্গন করেন এবং তাদের কাছে বসিয়ে বলেন 'সহজ সানেহ বিবাস রঘুরাই, পুঞ্চি কুসল নিক্ত বৈতাই'। আমাদের রাম যখন আদিবাসী সম্প্রদায়ের সাথে দেখা করেন, তখন বলা হয় 'পুরজন করি জোহারু ঘর আয়ে' অর্থাৎ রাম জোহর করার সময় আদিবাসীদের এবং তাদের সংস্কৃতির সাথে দেখা করেন। আমাদের ভগবান শ্রী রাম আমাদের শিখিয়েছেন যে "অপি স্বর্ণময়ী লঙ্কা, না মে লক্ষ্মণ রোচে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গড়িয়াসী" মানে আমাদের মাতৃভূমি স্বর্গের চেয়েও বড় অর্থাৎ জাতি সবার আগে। কংগ্রেস নেতারা এমন ভগবান রামকে ভারতের ঐতিহ্য বিরোধী বলে মনে করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কংগ্রেস নেতারা এতই অহংকারী যে, তাদের কাছে গরীবদের কোনও দাম নেই। কংগ্রেস যখন ক্ষমতায় থাকে তখন গরিবদের কষ্ট দেয়, লাঞ্ছনা করে। কিন্তু আজ গরিবের ছেলে, জনগণের সেবক হয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কাজ করছে, তাই গরিববিরোধী মানসিকতার এই শাহীপরিবারের এটা সহ্য হচ্ছে না। এই নকল শিবসেনা গরিবদের কতটা ঘৃণা করে তা তারা আবারও প্রকাশ্যে এসেছে। এই নকল শিবসেনার লোকেরা মোদীকে জীবন্ত কবর দেওয়ার কথা বলছে। একদিকে কংগ্রেস মোদীর কবর খোঁড়ার কথা বলছে। অন্যদিকে এই নকল শিবসেনা আমাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার কথা বলছে। আমাকে কটাক্ষ করলেও, এই লোকেরা যাদের তোষণ করে তাদের ভালভাবে খেয়াল রাখে। বালাসাহেব ঠাকরে এসব দেখে দুঃখ পেতেন। এখন এই নকল শিবসেনার লোকেরা প্রচারের জন্য তাদের সাথে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে যাচ্ছে এবং পশুখাদ্য কেলেঙ্কারিতে জড়িত লালু যাদবকে কাঁধে নিজেদের কাঁধে বসিয়েছে। এসব মানুষ জনগণের আস্থা ও সমর্থন হারিয়েছে। কিন্তু এই লোকেরা জানে না যে আমার কাছে মায়ের আশীর্বাদ আছে। তারা চাইলেও আমাকে কবর দিতে পারবে না, জীবিত অবস্থায়ও নয়, এমনকি মৃত্যুর পরেও নয়।

শ্রী মোদী বলেন যে মহারাষ্ট্রের একজন প্রবীণ নেতা, যিনি ৪০-৫০ বছর ধরে রাজনীতি করছেন, তিনি মনে করেন যে ৪ জুনের পরে রাজনৈতিক জীবন টিকিয়ে রাখতে ছোট রাজনৈতিক দলগুলিকে কংগ্রেসের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। এর মানে হল ভুয়ো এনসিপি এবং নকল শিবসেনা কংগ্রেসের সাথে মিশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে। ১৩ মে জনগণের ভোটেই কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোট জবাব পাবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী জি স্থানীয় লোকসভা প্রার্থীকে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে বিজয়ী করার জন্য উপস্থিত জনতার কাছে আবেদন করেন এবং দেশে বিজেপি সরকার গঠনের আবেদন জানিয়েছেন।

তিন সপ্তাহের জন্য অন্তর্বর্তী জামিন পেলেন কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.): সুপ্রিম স্বস্তি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর। দেশের সর্বোচ্চ আদালত এএপি সুপ্রিমোর অন্তর্বর্তী জামিন মঞ্জুর করেছে। লোকসভা ভোটের শেষ দফা ১ জুন পর্যন্ত জেলের বাইরে থাকবেন তিনি। ২ জুন তাঁকে আত্মসমর্পণ করতে হবে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে।

উল্লেখ্য, আবগারি দুর্নীতি মামলায় ২১ মার্চ গ্রেফতার হন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তার আগে তাঁকে একাধিকবার তলব করা হলেও তিনি হাজিরা দেননি। ২১ মার্চ জিজ্ঞাসাবাদ এবং বাড়িতে তল্লাশির পর গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। গ্রেফতার হলেও মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেননি তিনি। দেশে এখন নির্বাচন। ভোটের প্রচারে থাকার অনুমতি চেয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কেজরিওয়াল। যদিও তাঁর আবেদনের প্রেক্ষিতে ইডি জানিয়েছিল নির্বাচনে প্রচার করা কোনও মৌলিক, সাংবিধানিক কিম্বা আইনি অধিকারের মধ্যে পড়ে না। প্রচারের জন্য তাঁকে ছাড়া হলে ভুল বার্তা যাবে বলেও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছিল আদালতে। শুক্রবার দেশের সর্বোচ্চ আদালত কেজরিওয়ালের তিন সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করেছে। ১ জুন, দেশের লোকসভা নির্বাচনের শেষ দিন পর্যন্ত জেলের বাইরে থাকবেন তিনি।

বেশি প্রভুভক্তি দেখালে থানা জ্যাম করে দেব"", ফের সরব দিলীপ

পূর্ব বর্ধমান, ১০ মে, (হি.স.): পুলিশকে আক্রমণ নিয়ে বৃহস্পতিবার বিতর্কিত মন্তব্য করেছিলেন বিজেপি প্রার্থী তথা দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সকালে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফ জবাব, ""বেশি প্রভুভক্তি দেখালে থানা জ্যাম করে দেব""। বিজেপি প্রার্থীর এই মন্তব্যে ফেরতুঙ্গে বিতর্ক। মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেছে শাসকদল।

দিলীপ ঘোষের 'বিতর্কিত' মন্তব্যে তোলপাড় রাজ্য-রাজনীতি। জল গড়িয়েছে কমিশন পর্যন্ত। কিন্তু নিজের মন্তব্যের জন্য যে এতটুকুও অনুতপ্ত নন, ফের তা বুঝিয়ে দিলেন দিলীপ ঘোষ।

শুক্রবার সকালে ফের চা চক্রে যোগ দেন দিলীপ। সেখানে এই ইস্যুতে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'পুলিশ যদি বেশি প্রভুভক্তি দেখায় থানা জ্যাম করে রেখে দেব। পুলিশ পুলিশের কাজ করুক। আমরা আমাদের কাজ করছি। রাজনীতি করতে এলে রাজনৈতিকভাবেই মোকাবিলা করব।'

বরাবরই ঠোঁটকাটা হিসেবেই পরিচিত বিদায়ী সাংসদ তথা বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। বিভিন্ন ইস্যুতে বরাবর চাঁচাছোলা ভাষায় বিরোধীদের আক্রমণ করতে দেখা যায় তাঁকে। বৃহস্পতিবারই পথসভায় বাধা প্রসঙ্গে পুলিশকে তুলোধোনা করেছিলেন দিলীপ ঘোষ। বলেন, "আইসি কত বড় চামচা হয়েছে আমি দেখছি। দেখে নেব কী করে সারা জীবন চাকরি করে। আইসিকে রাস্তায় আটকাবো... দিলীপ ঘোষকে চেনে না এখনও।" এই মন্তব্য নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বিস্তর জলঘোলা হয়েছে।

শুক্রবার স্থানীয় তৃণমূল নেতাদেরও একহাত নিলেন দিলীপ। তাঁর কথায়, 'এখানে তৃণমূলের কিছু ছোট নেতারা দাপাদাপি করার চেষ্টা করছে। ত্রিশূল থেকে গদা, সব তৈরি আছে। প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা হবে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'কেউ বাড়াবাড়ি করলে প্রয়োজনে বড় ঘরে পাঠিয়ে দেব!'

বোমা মারতে পারে পাকিস্তান, বেফাঁস মন্তব্য মণিশঙ্কর আইয়ারের

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.) : সাম পিত্রোদার পর এবার মণিশঙ্কর আইয়ারের মন্তব্যকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা জমে উঠেছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে সমীহ করে চলুক ভারত। তা না হলে ওরা পরমাণু বোমা মারতে পারে। আর এই মন্তব্যকে ঘিরেই উত্তাল জাতীয় রাজনীতি। একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কংগ্রেসের এই বর্ষীয়ান নেতাকে বলতে শোনা যায়, পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা শুরু করা উচিত ভারতের। পাকিস্তান সম্মানিত দেশ। তাই তাদের সঙ্গে কথা সম্মানের সঙ্গেই বলা উচিত বলে মন্তব্য করেন কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা। সেই সঙ্গে আইয়ারকে আরও বলতে শোনা যায়, পাকিস্তানের কাছে পরমাণু বোমা রয়েছে। তাই পাকিস্তানকে সম্মান দেওয়া না হলে, তা আমাদের উপর এসে পড়তে পারে। মণিশঙ্কর আইয়ারের ওই মন্তব্যের ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই, তা ভোট বাজারে চরম বিতর্কের জন্ম দেয়।কংগ্রেস নেতার দাবি, পাকিস্তানকে ""সম্মান"" দিয়ে কথা না বললে, তা দুই দেশের মাঝে উত্তেজনার সৃষ্টি করে। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানে যদি ক্ষমতায় একজন গোলমেলে লোক বসেন, তিনি যদি পরমাণু বোমার তার কেটে দেন, তাহলে কী হবে বলে প্রশ্ন তোলেন মণিশঙ্কর আইয়ার। মণিশঙ্কর আইয়ারের ওই মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই তাঁকে পালটা নিশানা করেছেন বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। কটাক্ষ করেছেন নেটিজেনরাও।

পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি.স.): আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম লাফিয়ে ৮৫ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড প্রতি ব্যারেল ৮০ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। পাবলিক সেক্টরের তেল এবং গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি শুক্রবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

এই সপ্তাহের পঞ্চম দিনে, প্রারম্ভিক লেনদেনে, ব্রেন্ট ক্রুড ০.৪৫ ডলার বা ০.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৪.৩৩ ডলারে প্রবণতা করছে। ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৭৯.৭৫ ডলারে লেনদেন করছে, ০.৪৯ ডলার বা ০.৬২ শতাংশ বেড়েছে।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা, ডিজেল ৯২.৩৪ প্রতি লিটারে পাওয়া যায়।

"অত্যাধুনিক প্রযুক্তি লাগিয়ে ধোঁয়াশা তৈরিতে সচেষ্ট", সন্দেশখালি নিয়ে তোপ তথাগতর

কলকাতা, ১০ মে, (হি.স.): সন্দেশখালি নিয়ে এক্স হ্যান্ডলে তোপ দাগলেন তথাগত রায়।

তিনি লিখেছেন, "দিদিমার ডার্টি ট্রিকস ডিপার্টমেন্ট অত্যাধুনিক প্রযুক্তি লাগিয়ে ধোঁয়াশা তৈরিতে সচেষ্ট।"

তিনি লিখেছেন, "পিঠে বানানোর ছলে গ্রামের হিন্দু মহিলাদের পার্টি অফিসে নিয়ে গিয়ে কুকর্ম করা হচ্ছিল তা তো দিদিমার বসিরহাট থানা স্বীকার করে বসে আছে ! থানা তো উত্তম সর্দার ও শিবু হাজরার নামে ধর্ষণের এফএইআর করে দিয়েছে। কিন্তু চাষের জমি নোনা জলে ভাসিয়ে দিয়ে জমি বেহাত করার অভিযোগের ব্যাপারে তো প্রযুক্তি কিছু করতে পারে নি !"

অপর একটি এক্স হ্যান্ডলে তিনি লিখেছেন, "ডাকাতরা ধরা পড়ে যখন তাদের নিজেদের মধ্যে লুটের বখরা নিয়ে ঝগড়া হয়, এবং যারা অসন্তুষ্ট তারা বাকিদের পুলিশে ধরিয়ে দেয়। তৃণমূলেরও সেই দশা হয়েছে। মহাত্মা শাহজাহান কি বলে দেবেন সেই ভয়ে দিদিমার ডার্টি ট্রিকস ডিপার্টমেন্ট অত্যাধুনিক প্রযুক্তি লাগিয়ে ধোঁয়াশা তৈরিতে সচেষ্ট।"

আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ভারতীয় পুরুষ দলের নতুন প্রধান কোচের জন্য আবেদন আমন্ত্রণ জানাবে বিসিসিআই

মুম্বই, ১০ মে (হি.স.): রাহুল দ্রাবিড় ভারতীয় দলের বর্তমান কোচ, যিনি ২০২১ সালের নভেম্বর ভারতীয় দলের কোচিং এর দায়িত্ব নিয়েছিলেন, গত নভেম্বরে ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের পরাজয়ের পর তার দুই বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যায়।এরপর রাহুল দাবিড়কে আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ পর্যন্ত কোচিংএর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বিসিসিআই সেক্রেটারি জয় শাহ বলেছেন,""আমরা আগামী কয়েক দিনের মধ্যে আবেদনের জন্য ডাকব। রাহুল দ্রাবিড়ের মেয়াদ জুনে শেষ হতে চলেছে। তিনি যদি পুনরায় আবেদন করতে চান, তিনি করতে পারেন।আমরা তিন বছরের জন্য দীর্ঘমেয়াদী কোচ খুঁজছি।"" এইসঙ্গে শাহ বলেছেন, ""সীমিত ওভারের ফরম্যাট এবং টেস্ট ক্রিকেটের জন্য আলাদা প্রধান কোচ রাখা সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বিসিসিআইয়ে কাছে কিন্তু বিভক্ত কোচিং ভূমিকা গুরুত্ব পাচ্ছে না। তাছাড়া ভারতীয় ক্রিকেটে বিভিন্ন ফরম্যাটের জন্য আলাদা কোচের নজির নেই।""

৫ বন্দি ভারতীয় নাবিককে ফেরাল ইরান

নয়াদিল্লি, ১০ মে (হি. স.): মোদী সরকারের জয়জয়কার। বন্দি ৫ ভারতীয় নাবিককে মুক্তি দিল ইরান। তাঁরা ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। ইরানে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে এই তথ্য জানানো হয়েছে। ইরানের কর্তৃপক্ষকেও ধন্যবাদ জানানো হয়েছে।

ইরানে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে জানানো হয়, আটক ভারতীয়দের মধে ৫ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তারা ভারতের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

গত ১৩ এপ্রিল দুবাইয়ের উপকূলে ইজরায়েলের একটি কার্গো জাহাজকে আটক করে ইরানের ইসলামিক রেভেলিউশনারি গার্ড কর্পস। ওই জাহাজে ১৭ জন ভারতীয়ও ছিলেন। তাদেরও আটক করা হয়। এরপরই ভারতীয় দূতাবাসের তরফে পদক্ষেপ করা হয়। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ইরানের বিদেশমন্ত্রী হোসেন আমির আবদোল্লাহিয়ানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন।

জগৎগুরু বাসবেশ্বরকে শ্রদ্ধা নরেন্দ্র মোদীর

কলকাতা, ১০ মে, (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পবিত্র বাসব জয়ন্তী উপলক্ষে জগৎগুরু বাসবেশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী জগৎগুরু বাসবেশ্বর সম্পর্কে তাঁর ভাবনা সম্বলিত একটি ভিডিও সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন।

শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন; "বাসব জয়ন্তীর বিশেষ উপলক্ষ্যে আমি জগদ্গুরু বাসবেশ্বরকে শ্রদ্ধা

হুগলিতে 'তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ' ব্যবসায়ীদের বাড়িতে আয়কর হানা

হুগলি, ১০ মে, (হি.স.): এক যোগে একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালালেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা। শাসকদলের দাবি, ব্যবসায়ীদের বাড়িতে আয়কর হানার নেপথ্যে রয়েছেন হুগলির বিজেপি প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়। লকেটেরও বক্তব্য, দুর্নীতি করলে কেউ ছাড় পাবে না।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার সকালে মগড়া ও বাঁশবেড়িয়ার 'তৃণমূল-ঘনিষ্ঠ' ব্যবসায়ী কমল দাস, বৈদ্যনাথ সাহা (বৈদ্য), সত্যরঞ্জন শীল (সোনা), দিলপ্রীত সিংহ, অভিজিৎ ঘটক (টিঙ্কু)-সহ একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসের ঠিকানায় হানা দেন আয়কর দফতরের আধিকারিকেরা। সঙ্গে রয়েছেন সিআরপিএফের জওয়ানেরাও। ঘটনাচক্রে, গত ৩ এপ্রিল এই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেছিলেন লকেট। তাঁর দাবি ছিল, ওই ব্যবসায়ীরা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। দুর্নীতির টাকা তাঁরা তৃণমূলকে দেন। তার পরেই এই আয়কর হানা।

ব্যবসায়ীদের বাড়িতে আয়কর তল্লাশি নিয়ে হুগলি-শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুইন বলেন, "ব্যবসা করা কি অপরাধ? না কি তৃণমূল ঘনিষ্ঠ হওয়া অপরাধ? লকেট চট্টোপাধ্যায় আগে থেকেই বলে রাখছেন, কোথায় ইডি যাবে, কোথায় সিবিআই যাবে আর কোথায় আয়কর দফতর যাবে। তার মানে এজেন্সিগুলো বিজেপি হয়ে গিয়েছে। আর যদি ব্যবসায়ীদের কথা বলি, তা হলে ইলেক্টোরাল বন্ডটা কী! বিজেপি কত টাকা নিয়েছে ব্যবসায়ীদের থেকে?"

পরশুরামের জন্মবার্ষিকীতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা অমিত শাহর

কলকাতা, ১০ মে, (হি.স.): "ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ভগবান পরশুরামের জন্মবার্ষিকীতে দেশবাসীকে জানাই শুভেচ্ছা"। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে এ কথা লিখেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

তিনি লিখেছেন, "অস্ত্র ও শাস্ত্রের একজন মহান বিশেষজ্ঞ ভগবান পরশুরাম তাঁর তপস্যা ও সাহসিকতার মাধ্যমে মানবজাতিকে উপকৃত করেছিলেন। আমি সমস্ত দেশবাসীর সুখ, সমৃদ্ধি এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য ভগবান পরশুরাম জির কাছে প্রার্থনা করি।"

প্রসঙ্গত, পরশুরাম বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার। নামের আক্ষরিক অর্থ কুঠার হস্তে রাম। তিনি ত্রেতা যুগে এবং দ্বাপর যুগে বর্তমান ছিলেন। পরশুরামের বাবা জমদগ্নি ব্রাহ্মণ

হলেও, মা রেণুকা ছিলেন ক্ষত্রিয়। কঠোর তপস্যা করে তিনি শিবের থেকে 'পরশু' লাভ করেন এবং যুদ্ধবিদ্যা শেখেন। কথিত আছে, তিনি সমুদ্রের আগ্রাসন থেকে কোঙ্কণ ও

মালাবার অঞ্চলকে রক্ষা করেছিলেন। এই কারণে কেরল ও কোঙ্কণ উপকূলীয় অঞ্চলকে পরশুরাম ক্ষেত্র বলা হয়।

পরশুবাম ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। তিনিই ছিলেন প্রথম যোদ্ধা ঋষি। তাঁর মা অযোধ্যার সূর্যবংশের সন্তান ছিলেন। উল্লেখ্য, এই বংশেই রামচন্দ্রের জন্ম হয়। পরশুরাম ছিলেন শিবের উপাসক।

২ সপ্তাহ শিলিগুড়ি শহরে জল সরবরাহ কমবে

শিলিগুড়ি, ১০ মে, (হি.স.): শুক্রবার থেকে আগামী ২ সপ্তাহ শিলিগুড়ি শহরে কমতে চলেছে জল সরবরাহ। এর জেরে শহরজুড়ে জল সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ইতিমধ্যেই শহরে বিভিন্ন জায়গায় জলের জন্য লম্বা লাইন দেখা যাচ্ছে।

বাঁধ মেরামতের জেরে তিস্তার জল সরবরাহ করা হবে না। মহানন্দায় যে জল প্রবাহিত হয় সেই জল সরবরাহ করা হবে। ইনটেক ওয়েল-এর জলস্তর ১০৭.৩৫ মিটার ধরে রাখলে বেশি সমস্যা হবে না বলেই খবর। তবে ভারী বৃষ্টি হলে জল ঘোলা হয়ে সমস্যা বৃদ্ধির আশঙ্কা থাকছে। জানা গিয়েছে, তিস্তার বাঁধের কাজ শেষ করতে অন্তত ১৫ দিন সময় লাগবে। সেচ দফতরের তরফে করা হচ্ছে এই কাজ। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি শহরের ৪৭ টি ওয়ার্ডে জল সরবরাহ কমবে।

পুরনিগমের দাবি পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে প্রস্তুত থাকা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শহরবাসীদের জন্য হেল্পলাইন নম্বরও চালু করা হয়েছে। সেই নম্বরটি হল - ৭৫৫৭০৩৫১৯৪। এই বিষয়ে শিলিগুড়ি মেয়র গৌতম দেব বলেন, ""শহরবাসীর কিছুটা সমস্যা হবে। তবে বাঁধ সংস্কারের কাজ জরুরি। আমরা জলের ট্যাঙ্ক, জলের পাউচ রেখেছি। বিভিন্ন ওয়ার্ডে সেগুলি পাঠানো হবে।"" এছাড়াও ওয়ার্ডগুলিতে জলের ঘাটতি মেটাতে ২১টি ট্যাঙ্ক তৈরি রাখা হয়েছে। যে সমস্ত এলাকা থেকে পানীয় জলের অভাবের অভিযোগ আসবে সেখানেই ট্যাঙ্কের মাধ্যমে জল পাঠান হবে। এছাড়াও বরোগুলিতে জলের পাউচ পাঠান হয়েছে। রোজ বরোভিত্তিক ৩ হাজার জলের পাউচ বিলি করা হবে।

৯০ মিটার ছোঁড়ার জন্য ধারাবাহিকতা গুরুত্বপূর্ণ, দোহা ডায়মন্ড লিগ শুরুর আগে মন্তব্য নীরজ চোপড়ার

দোহা, ১০ মে (হি.স.): শুক্রবার দোহায় ডায়মন্ড লিগ শুরু। তার আগে বৃহস্পতিবার রাতে দোহা ডায়মন্ড লিগের প্রাক্কালে নীরজ চোপড়া বলেছেন,""আমি জানি আমি ৯০ মিটার ছুড়ব, কিন্তু এর জন্য ধারাবাহিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ""।

নীরজ বলেছেন, ""প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। আমি আজকের জন্য প্রস্তুত। আমি ৮৮-৯০ মি.এর মধ্যে আটকে গেছি এবং আমি সত্যিই এই বাধা ভাঙতে চাই। তবে আমার ফোকাস সুস্থ থাকা এবং ধারাবাহিক হওয়া। এটি আমার শক্তিশালী পয়েন্টগুলির মধ্যে একটি, সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্রগুলির মধ্যে একটি। আমি জানি আমি ৯০মি. ছুড়ব, কিন্তু ওই যে বলেছি এর জন্য ধারাবাহিকতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ""।

ছেঁড়া টাকা বদলানোর কাজ করেন, বিপুল নগদ উদ্ধার হওয়ায় দাবি কৈলাশ ক্ষেত্রীর

ভোপাল, ১০ মে (হি. স.): ভোপালের পন্ত নগর কলোনির কৈলাশ ক্ষেত্রীর বাড়িতে বিপুল অর্থ উদ্ধার করেছে আয়কর দফতর। এই প্রসঙ্গে ডিসিপি ভোপাল জোন-১ প্রিয়াঙ্কা শুক্লা বলেছেন, ৩৮ বছর বয়সী কৈলাশ ক্ষেত্রীর বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে নগদ উদ্ধার করা হয়েছে। কৈলাশ ক্ষেত্রী বলেছেন যে তিনি গত ১৮ বছর ধরে ছেঁড়া নোট বদলানোর কাজ করছেন। তবে এই সংক্রান্ত কোনও নথি তিনি দেখাতে পারেননি।

সূত্রের খবর, তদন্তকারীরা সন্দেহ করছেন, এই বিপুল পরিমাণ টাকা রাজনৈতিক নেতাদের। এও মনে করা হচ্ছে, কালো টাকা সাদা করার কাজ করতেন ওই ব্যক্তি।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে ভোপালের পন্ত নগর কলোনির কৈলাশ ক্ষেত্রীর বাড়িতে হানা দেয় আয়কর দফতর। তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ টাকা। সেখানে ১০ টাকা, ২০ টাকার বান্ডিল যেমন রয়েছে, তেমনই উদ্ধার হয়েছে ২০০, ৫০০ টাকার নোটের বান্ডিলও। বিপুল পরিমাণ টাকা গোনার কাজ এখনও চলছে।

কোপা আমেরিকাতে উগ্র সমর্থকদের মাঠে প্রবেশ ঠেকাতে আর্জেন্টিনা কঠোর হচ্ছে

আমেরিকা, ১০ মে (হি.স.): কোপার আয়োজক যুক্তরাষ্ট্রের কাছে উগ্র সমর্থকদের তালিকা পাঠাল আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এফএ)। আসন্ন কোপা আমেরিকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করছে আর্জেন্টিনার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি। সেই ধারাবাহিকতায় তারা উগ্র সমর্থকদের এই তালিকা তৈরি করেছে তারা। পুরো বিষয়টি এক্সে এক পোস্টের মাধ্যমে জানিয়েছেন আর্জেন্টিনার নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী প্যাট্রিসিয়া বালরিচ।এই ভক্ত অনুরাগীদের নিয়েই এবার কোপাতে বিপাকে পড়তে হচ্ছে আর্জেনটিনাকে। আসন্ন কোপা আমেরিকার খেলতে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। আর এই কোপা আমেরিকাকে কেন্দ্র করে কিছু সমর্থককে নিষেধাজ্ঞা দিতে যাচ্ছে আর্জেন্টিনা। আর কোপার জন্য কিছু উগ্র সমর্থকের একটি তালিকা তৈরি করে যুক্তরাষ্ট্রকে পাঠিয়েছে আর্জেন্টিনা।

সৌদি প্রো লিগ: রোনাল্ডোর নাসরের জয়, অপেক্ষা বাড়ল হিলালের

রিয়াদ, ১০মে(হি.স.): বৃহস্পতিবার রাতে সৌদি প্রো লিগের ১৫তম দল আল অখদুদকে ৩-২ গোলে হারাল আল নাসর। নাসরের হয়ে জোড়া গোল করেন মার্সেলো ব্রোজোভিচ। আর একটি গোল করেছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। অখদুদের হয়ে একটি করে গোল করেছেন হাসান আল-হাবিব ও স্যাভিওর গডউইন।

জিতলেও চলতি মরসুমেও সৌদি প্রো লিগের শিরোপা জেতা হচ্ছে না পর্তুগিজ তারকা রোনাল্ডোর। গত আসরে আল ইত্তিহাদ শিরোপা জিতেছিল। এবার আল নাসর আল হিলালের পেছনে রয়েছে। ৩০ ম্যাচে ৮৬ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পথে হিলাল। ৩১ ম্যাচে ২৫ জয় ও ২ ড্রয়ে রোনাল্ডোদের পয়েন্ট ৭৭।

পিলভিটে গাছে ধাক্কা ট্রাকের, মৃত ৩, আহত ৩৩

পিলভিট, ১০ মে (হি. স.): শুক্রবার ভোরে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল ৩ জনের। আহত কমপক্ষে ৩৩ জন।

জানা গেছে, শুক্রবার সকালে উত্তর প্রদেশের পিলভিটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। জাতীয় সড়কে ট্রাক একটি গাছে ধাক্কা মারে। তাতে ৩ শ্রমিক নিহত ও ৩৩ জন আহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মোরাদাবাদ থেকে লখিমপুর খেরিগামী শ্রমিকরা এই সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হন। চালক ঘুমিয়ে পড়াতেই এই দুর্ঘটনা বলে অভিযোগ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

জায়গায় নির্বাচনী প্রচারে অংশগ্রহণ করেছি। আর এবার আমাদের প্রার্থী তাপস রায়ের সমর্থনে আসতে হয়েছে। আজ এখানে এসে মানুষের অভূতপূর্ব সাড়া প্রত্যক্ষ করেছি। মানুষ উন্নয়নের নিরিখে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে সমর্থন করছেন এবং তাঁর পাশে রয়েছেন। তিনি মানুষকে গ্যারান্টি দিচ্ছেন। আর সেই গ্যারান্টির বাতাবরণ এখন এখানেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই নির্বাচনে আমাদের দলের প্রার্থী তাপস রায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়যুক্ত হবেন। তিনি খুবই সজ্জন ব্যক্তি। এরআগেও জিতেছেন। এবারও মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে জয়ী হবেন। ডাঃ সাহা বলেন, আমি আশা করছি মানুষ অবশ্যই প্রধানমন্ত্রীকে আশীর্বাদ করবেন। সন্দেশখালী নিয়ে সংবাদ মাধ্যমের প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্দেশখালীতে কি হচ্ছে সেটা সবাই জানেন। এখানে একজন মহিলা মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এসব হচ্ছে। মানুষ জানেন প্রকৃত অর্থে এখানে কি হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিরোধীদের ইন্ডি জোট নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

সংবাদ মাধ্যমকে এদিন ত্রিপুরার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও অবহিত করেন ডাঃ সাহা। তিনি বলেন, ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এখন অনেক ভালো জায়গায় রয়েছে। আগে দেশের ২৮টি প্রদেশের মধ্যে নিচের দিক থেকে আইন শৃঙ্খলা নিয়ে ত্রিপুরার স্থান ছিল পঞ্চম। আর এখন তৃতীয় স্থানে চলে এসেছে। প্রকৃত গণতন্ত্র এখন ত্রিপুরায় গেলে দেখতে পাবেন। এদিন রোড শো শেষে দলীয় প্রার্থী তাপস রায়ের মনোনয়নপত্র দাখিলের সময়ে পাশে থাকেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

রিমান্ড

● প্রথম পাতার পর

সঙ্গে এক মিটিং করেছে সে। তাদের সঙ্গে আরও অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই মিটিংয়ে আর কে কে উপস্থিত ছিলেন সে বিষয়ে মুখ খুলতে নারাজ সুস্মিতা। তাই ফের থাকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে আরো বিভিন্ন তথ্য তার থেকে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। অপরদিকে বহিরাজ থেকে আটক আকাশ করকে শনিবার আদালতে সোপর্দ করে তাকে পুলিশ রিমান্ডে০ নিয়ে গিয়ে এ কোন কাণ্ডের আরো গুরুত্বপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে বলে ধারণা পুলিশের।

রক্তাক্ত মা

● প্রথম পাতার পর

ভ্রষবিশালগড় থানার পুলিশ। অপরদিকে ঘনিয়ামারা নিজ বাড়ি থেকে মাকে আধমরা করে হাসপাতালের পাঠিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে গেল ছেলে। উক্ত ঘটনায় গোটা এলাকায় উত্তেজনা পরিস্থিতি কায়েম করছে। পুলিশ উক্ত ঘটনা মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে অতিসত্বর জয়নাল আবদীন কে জালে তুলবে পুলিশ।

নির্বাচন কমিশনকে চিঠি জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের

কলকাতা, ১০ মে (হি.স.): শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের কাছে চিঠি পাঠালেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। নির্বাচন সদনে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারকে পাঠানো চিঠিতে রেখা শর্মার অভিযোগ, সন্দেশখালির মহিলাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিতে চাপ দেওয়া হচ্ছে ।জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে এক্স হ্যান্ডেলে সেই চিঠির প্রতিলিপি ভাগ করে লেখা হয়েছে, "নজরে এসেছে যে ভোটের মাঝে সন্দেশখালির মহিলাদের অভিযোগ প্রত্যাহার করার জন্য প্রভাবিত করা হচ্ছে, ভয় দেখানো হচ্ছে, চাপ দেওয়া হচ্ছে।"

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মায়ের বকুনিতে ছেলের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে : মায়ের বকুনি সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করল ছেলে। ওই ঘটনার বিশালগড় রাস্তার মাথা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, রাস্তার মাথা এলাকায় বাসিন্দা আপন দেবনাথ দীর্ঘদিন যাবৎ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় প্রতিনিয়ত বাড়িতে ফিরে। মায়ের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত জোরপূর্বক টাকা নিয়ে বাইরে থেকে বন্ধুদের সাথে নেশা সেবন করে বাড়িতে ফিরে। শুক্রবার রাতেও তা ব্যতিক্রম হয়নি। নেশা গ্রস্ত অবস্থায় শুক্রবার রাতে বাড়িতে আসার পর আপন দেবনাথের মা ছেলেকে শাসন করেন। মায়ের সাথে কিছুটা সময় কথা কাটাকাটি হওয়ার পর মা ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ করে মা ঘুম থেকে দেখতে পায় আপন দেবনাথ ঘরের বারান্দায় ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে ।ছেলের এমন অবস্থা দেখতে পেয়ে মা চিৎকার শুরু হয়। আপন দেবনাথের মায়ের চিৎকার শুনে রাতে এলাকাবাসীর জড়ো হতে থাকে মৃত আপন দেবনাথের বাড়িতে।খবর দেওয়া হয় বিশালগড় থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে রাতে বিশালগড় থানার পুলিশ ছুটে যায়।

কিন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ, রাতে পুলিশ মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে নামানোর কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেননি ।রাত ১: ৩০ মিনিট থেকে সকাল পর্যন্ত মৃত দেহ বারান্দায় ঝুলন্ত অবস্থায়। এলাকাবাসী সকাল হতে একাধিকবার থানায় যোগাযোগ করা হলে পুলিশ সে মৃতদেহ নামিয়ে আনার মত কোনরকম উদ্যোগ গ্রহণ করেনি এমনকি পরিবারের লোকেদের বলে দেন যদি আপনারা পারেন তাহলে মৃতদেহ নামিয়ে নিন। পুলিশের দায়িত্ব জ্ঞান হীনতার নিয়ে প্রশ্ন তুললেন এলাকাবাসী।।

শিক্ষক সংসদ গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। বাণীবিদ্যাপীঠ দ্বাদশ শ্রেনি বালিকা বিদ্যালয়ের পুরনো শিক্ষক সংসদ ভেঙ্গে নতুন শিক্ষক সংসদ গঠন করা হয়। এই উপলক্ষে আজ আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা যশোদা রিয়াং। সভায় বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা দীপ্তি দেববর্মা সহ সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন। সভায় গত দুই বৎসরের সমস্ত কাজ কর্মের খতিয়ান তুলে ধরা হয়। আলোচনা শেষে সবসম্মতিক্রমে শিক্ষক সংসদের সম্পাদক মনোনীত হন শিক্ষক মনোজ রায়। সহকারী সম্পাদক হিসাবে শিক্ষক শ্যামল দে ও শিক্ষিকা মনীষা ভৌমিককে মনোনীত করা হয়। এছাড়া একাডেমীক ও ম্যাগাজিন কমিটির কনভেনার মনোনীত হন শিক্ষিকা ইন্দ্রানী সাহা। স্টাইপেন্ড ও কিচেন গার্ডেন কমিটির কনভেনার মনোনীত হন শিক্ষক মৃদুল দাস সাংস্কৃতিক, স্যানিটেশান, লাইব্রেরী, বিজ্ঞান ও শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির কনভেনার নিযুক্ত হন যথাক্রমে শিক্ষিকা কেয়া শর্মা রায়, মিঠু সাহা, পারমিতা চক্রবর্তী, শিউলি চক্রবর্তী ও শিক্ষক বিনয় দে।এছাড়া ইন্টারনাল ও এক্সাটার্নাল পরীক্ষার জন্য কমিটির কনভেনার মনোনীত হয়েছেন শিক্ষিকা জয়া ভৌমিক ও শিক্ষক হরিমোহন দেবনাথ। এডমিশান ও ক্রীড়া কমিটির কনভেনার মনোনীত হয়েছেন শিক্ষিকা বর্নালীদাস ও সীমা মজুমদার। আগামী দুই বৎসরের জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে।

লোকগীতি শিক্ষার কোর্স চালু করার উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি প্রদান করলো ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ-র পাঁচ সদস্যক এক প্রতিনিধিদল শুক্রবার শচীন দেববর্মন মেমোরিয়াল গভঃ মিউজিক কলেজের প্রিন্সিপাল মনিকা দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে একটি স্মারকলিপি হস্তান্তর করেন ।এই স্মারকলিপিতে রাজ্যের লোকসঙ্গীত শিল্পীদের মানোন্নয়নে সাতদিনের একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করার এবং গভঃ মিউজিক কলেজে লোকগীতি শিক্ষার কোর্স চালু করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। প্রিন্সিপাল ত্রিপুরা লোকসংস্কৃতি সংসদ - এর এই উদ্যোগকে 'শুভ উদ্যোগ" বলে অভিহিত করেন এবং প্রশিক্ষণ শিবির করার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে উদ্যোগী হবেন বলে প্রতিনিধিদলকে আশ্বস্ত করেছেন। এছাড়া কলেজে লোকগীতি শিক্ষার কোর্স চালু করার ব্যাপারে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ।প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য, বিগত ৭ই জুলাই ২০২৩ উচ্চশিক্ষামন্ত্রী বিধানসভা অধিবেশনে এক প্রশ্নোত্তরে বলেন- আগামী শিক্ষাবর্ষ (২০২৪-২৫) থেকে লোকগীতি শিক্ষার কোর্স চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে ।এদিন প্রতিনিধিদলে ছিলেন সভাপতি অরুন নাথ, সাধারণ সম্পাদক লিলেন দেব, কবীর কৃষ্ণ দত্ত, প্রীতম আচার্য্য এবং খোকন বিশ্বাস।

পোস্টমাস্টার

● প্রথম পাতার পর

টাকা তুলছেন তাদের সবাইকে অরিজিনাল টাকার সাথে জাল টাকার নোট পোস্টমাস্টার সুজন মন্ডল দিয়ে দিচ্ছেন বলে গ্রামবাসীরা জানান। গ্রামবাসীরা আরও জানান যে, গতকাল নয় মে বৃহস্পতিবার ভদ্রপল্লী শাখা ডাকঘর অফিস থেকে গ্রামের এক মহিলা নিজের একাউন্ট থেকে টাকা তোলার সময় অরিজিনাল টাকার সাথে জাল একটি পাঁচশো টাকার নোট দিয়েছেন। এবং দশ মে শুক্রবার দুপুরে গ্রামের এক যুবক ভদ্রপল্লী শাখা ডাকঘর অফিস থেকে পাঁচ হাজার দুইশো টাকা নিজের একাউন্ট থেকে তোলার সময় এই যুবককে একটি দুইশো টাকার নোট এবং দশটি পাঁচশো টাকার নোট দিয়েছিলো পোস্টমাস্টার সুজন মন্ডল ।এই দশটি পাঁচশো টাকার নোট এবং একটি দুইশো টাকার নোট নিয়ে যুবকটি ভটের বাজারের এক দোকানে জিনিস ক্রয় করার সময় দেখা যায় দশটি পাঁচশো টাকার নোটের মধ্যে একটি জাল পাঁচশো টাকার নোট ছিলো। এরপর এই যুবকটি পোস্টমাস্টার সুজন মন্ডলের কাছে এসে জাল নোটটি পাল্টে দেবার কথা বলার পর পোস্টমাস্টার সুজন মন্ডল নাকি যুবকের সাথে অশ্লীল আচরণ করেন বলে গ্রামবাসীরা জানান ।যদিও পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীদের চাপে পড়ে জাল পাঁচশো টাকার নোটের পরিবর্তে আসল পাঁচশো টাকার নোট পাল্টে দিয়েছেন বলেও গ্রামবাসীরা জানান। এই ঘটনায় শুক্রবার দিনভর সমরুরপাড়গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস প্রাঙ্গণে তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করেছে। পরবর্তী সময়ে গ্রামবাসীরা কৈলাসহর থানায় খবর দেওয়ার পর কৈলাসহর থানার পুলিশ অফিসার মতিলাল মালাকারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ এবং টি.এস.আর বাহিনী ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনলেও সেই সময় ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরের মূখ্য ডাকঘরের এক মহিলা আধিকারিক ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রামবাসীদের সাথে সাবলীল কথা বলায় উপস্থিত গ্রামবাসীরা মহিলা আধিকারিকের উপর উত্তেজিত হয়ে মহিলা আধিকারিককে ঘরের ভিতরে রেখে তালাবন্ধী করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ।পরবর্তী সময়ে পুলিশ অফিসার মতিলাল মালাকারের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী অভিযুক্ত পোস্টমাস্টার সুজন মন্ডলকে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসে। অভিযুক্ত পোস্টমাস্টার সুজন মন্ডলের সাথে মূখ্য ডাকঘরের মহিলা আধিকারিকও জাল নোটের কারবারের সাথে জড়িত বলে উপস্থিত গ্রামবাসীরা জানান ।এব্যাপারে অভিযুক্ত পোস্টমাস্টার সুজন মন্ডলকে জিজ্ঞেস করলে সুজন মন্ডল জানান যে, কেউ অভিযোগ করলেই কি অভিযুক্ত হয়ে গেলাম নাকি? এই কথা বলে সুজন মন্ডল নিজেকে সাংবাদিকদের সামনে থেকে সরিয়ে নেন। তিনি মুখ খুলতে নারাজ।

আটক একজন

● প্রথম পাতার পর

পেট্রোল নেওয়ার জন্য। হাতে গোনা কয়েকটি পাম্পে পেট্রোল দেওয়া হলেও পাম্প গুলিতে যান চালক ও বাইক চালকদের দীর্ঘ লাইন। রাজধানীর পেট্রোল পাম্প গুলিতেও একই অবস্থা।

৬ জন

● প্রথম পাতার পর

থেকে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ৬ জন, ২০২৪। দাবি ও আপত্তি গ্রহণ করা হবে ১৩ জন, ২০২৪। দাবি ও আপত্তি সমূহের নিপত্তি করা হবে ১৪ জন থেকে ১৮ জন, ২০২৪ পর্যন্ত। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ২৪ জন, ২০২৪ তারিখে। ১ জানুয়ারি, ২০২৪ তারিখকে বয়সের ভিত্তি তারিখ ধরে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশন থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

রাত পোহালেই শীতলা মায়ের পুজো প্রাচীন মন্দিরে

হাওড়া, ১০ মে (হি.স.) : রাত পোহালেই হাওড়ার ২৬৭ নেতাজি সুভাষ রোডে শীতলা মায়ের প্রাচীন মন্দিরে পুজো। শুক্রবার চলছে তার প্রস্তুতি।

প্রায় ৩০০ বছর আগের কথা। মধ্য হাওড়ার শ্যামাশ্রী সিনেমা অঞ্চল তখন বন জঙ্গলে ঘেরা। জঙ্গল সংলগ্ন এলাকাতে সাধারণ মানুষ বসবাস করত। তেমনই শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর পরিবার নিয়ে বসবাস করতেন এই এলাকায়। বসতবাড়ি লাগোয়া একটি দীর্ঘকায় পুকুর ও ছিল তাঁর। সত্যজিৎ নন্দী জানিয়েছেন, একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন পেলেন মা শীতলা তাঁকে বলছেন 'আমি আসছি তোর ঘরে', স্বপ্নাদেশ পেয়ে তিনি বিচলিত হয়ে উঠলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ কাউকে কিছু বললেন না। পরের দিন সকালে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বিষয়টি জানান, স্বপ্নের ব্যাপারে শুনে তিনিও ভীষণ অবাক হয়ে যান, কি করবেন বুঝতে পারেন না তারা, এভাবেই সেই দিনটা কেটে যায়।

কিছু দিন পর একদিন সকালে স্নানের উদ্দেশ্য তিনি তাঁর পুকুরে যান। পুকুরে স্নান করতে নেমে তিনি গায়ে কিছু ভারী ভারী অনুভব করলে প্রতিবেশীদের তৎক্ষণাৎ ডাকেন। সুরেন্দ্রনাথকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন বেশ কিছু লোক। ইতিমধ্যেই এই খবর চলে যায় স্থানীয় জমিদার এর কাছে। তৎক্ষণাৎ লোক লস্কর নিয়ে পুকুর পাড়ে হাজির হন জমিদার শ্রী মনীন্দ্র নারায়ণ দাস সাঁতরা।বেশ কিছু সময় পরে ভারী বস্তুটি পুকুরপাড়ে নিয়ে তোলা হলে দেখা যায় যে সেটি মা শীতলার অষ্টধাতুর মূর্তি। মায়ের এমন মূর্তি দেখে সবাই মোহিত হয়ে যায়। দয়ালু ও ভক্তিপ্রবণ জমিদার মনীন্দ্র নারায়ণ সিদ্ধান্ত নেন সেখানেই মায়ের মন্দির গড়ে তোলা হবে এবং সেই কথা মতো তিনি মন্দির গড়ে তোলেন। মন্দিরের দায়িত্বভার ও কতৃত্ব তিনি শ্রী সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে অর্পণ করেন।এর পর থেকে প্রতি বছর অক্ষয় তৃতীয়ার পরের শনিবার মায়ের বাৎসরিক পূজা ঠান্ডা উপোস শুরু হলো। ছাগবলি প্রথাও শুরু হলো বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠানে। এর পর বংশধর সূত্রে সুরেন্দ্রনাথের পুত্র রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মন্দিরের দায়িত্বভার পান। তাঁর সময়কালে মায়ের মহিমা চারিদিকে আরো প্রচলিত হলো, বসন্ত ও নানা রকম সংক্রমণজনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে বহু লোকজন দুর দুর থেকে মায়ের কাছে ছুটে আসত।

এর পর রবীন্দ্রনাথের পুত্র নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর আমলে মন্দিরের বহু সংস্করণ করা হয়। তবে ছাগবলি প্রথায় একটি বাধার কারণে বলিপ্রথা বন্ধ করে দেওয়া হয়। বর্তমানে নিত্যানন্দর পুত্র শম্ভু চক্রবর্তী মন্দিরের কর্তৃত্বে আছেন। ২০০৯ সাল নাগাদ ভক্তদের প্রচেষ্টায় মায়ের মন্দির পুনর্সংস্করণ ও মায়ের নব কলেবর করা হয়। তবে বর্তমানে মায়ের পুকুরটি আর নেই।বছরের পর বছর ধরে মা এখানে বিরাজমান। শোনা যায়, মা এখানে ভক্তদের খালি হাতে ফেরান না, প্রত্যেকের মনস্কামনা পূর্ণ করেন তিনি। মানুষের দুঃখে কষ্টে তিনিও কষ্ট পান আবার আনন্দের মুহূর্তে তিনি হেসেও ওঠেন। মায়ের মুখে এমন পরিবর্তন অনেক ভক্তই লক্ষ্য করেছেন। মায়ের শান্তির জলের স্পর্শে বসন্তরোগের জ্বালা যন্ত্রণা নিমেষেই কমে যায়। মায়ের শান্ত অপরুপ মুখখানি দেখলে সমস্ত কষ্ট বেদনা হৃদয় থেকে মুছে যায়।১১ই মে, শনিবার মহাআড়ম্বরে পালিত হবে মায়ের বাৎসরিক পূজা। শ্যামশ্রী কালিমন্দিরের পাশে শীতলা মন্দিরে শুক্রবার ছিল দিনভর ব্যস্ততা।

নিউ জলপাইগুড়ি থেকে উত্তর ভারত আধ্যাত্মিক ভ্রমণের জন্য ভারত গৌরব ট্রেন

গুয়াহাটি, ১০ মে (হি.স.) : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর)-এর নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলওয়ে স্টেশন থেকে ভারত গৌরব স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেন চালানোর ঘোষণা করেছে ভারতীয় রেল। ট্রেনটি আইআরসিটিসি দ্বারা পরিচালিত হবে এবং ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শুরু হবে। উত্তর ভারতের পর্যটন স্থানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এই কার্যক্রমটি শুরু করা হয়েছে। ভ্রমণ কার্যক্রমটিতে মাতা বৈষ্ণোদেবী, হরিদ্বার, ঋষিকেশ, মথুরা, বৃন্দাবন এবং অযোধ্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্যস্থানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করবে।

এই স্পেশাল ট্যুরিস্ট ট্রেনের ০৮ / ০৯ দিনের ভ্রমণ কার্যক্রমটি ১৮ মে, ২০২৪ তারিখে শুরু হয়ে ২৬ মে, ২০২৪ তারিখে শেষ হবে। ট্রেনটিতে এসি-৩ টিয়ার এবং ইকোনোমি/স্লিপার ক্লাস কোচ থাকবে যা নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১০:০০ ঘন্টায় যাত্রা শুরু করে মালদা টাউন, রামপুরহাট, দুমকা, ভাগলপুর, জামালপুর, কিউল হয়ে ১৯ মে, ২০২৪ তারিখের ০০:৩০ ঘন্টায় পাটনা জংশনে পৌঁছবে। ২০ এবং ২১ মে, ২০২৪ তারিখে ট্রেনটি শ্রী মাতা বৈষ্ণো দেবী কাটরা রেলওয়ে স্টেশন পৌঁছবে এবং ০৮:০০ ঘন্টা থেকে ১৭:০০ ঘন্টা পর্যন্ত স্টেশনে থাকবে। আবার, ২২ ও ২৩ মে, ২০২৪ তারিখে ৬:০০ ঘন্টা থেকে ২২:০০ ঘন্টা পর্যন্ত ট্রেনটি হরিদ্বার স্টেশনে থাকবে। একইভাবে, ২৪ মে, ২০২৪ তারিখে ট্রেনটি মথুরায় ০৬:০০ ঘন্টা থেকে ২১:০০ ঘন্টা পর্যন্ত এবং ২৫ মেং, ২০২৪ তারিখে অযোধ্যা রেলওয়ে স্টেশনে ০৭:০০ ঘন্টা থেকে ২১:০০ ঘন্টা পর্যন্ত থাকবে। ট্রেনটি অযোধ্যা থেকে ফেরৎ যাত্রা শুরু করে ২৬ মে, ২০২৪ তারিখের ০৫:০০ ঘন্টায় পাটনা জং পৌঁছবে যেখান থেকে পর্যটকরা তাদের নিজ নিজ গন্তব্যস্থান অনুযায়ী নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পর্যন্ত ডি-বোর্ডিং শুরু করতে। সমস্ত কার্যক্রমের প্যাকেজ খরচ হবে এসি ক্লাসের জন্য ২৯,৫০০/- টাকা এবং ইকোনোমি/স্লিপার ক্লাসের জন্য ১৭,৯০০/- টাকা প্রতি ব্যক্তি।

উত্তরবঙ্গ এলাকা এবং এর সংলগ্ন রাজ্যগুলির জনগণরা এই ট্যুর প্রোগ্রাম থেকে অত্যন্ত উপকৃত হবেন যা বেশিরভাগ গন্তব্যকে এককভাবে অন্তর্ভুক্ত করে, এর পরিবর্তে পৃথকভাবে পরিকল্পনা করলে যাত্রা খরচ অনেক বেশি হত। ভারত গৌরব হল ভ্রমণ অনুরাগীদের জন্য প্রথম এই ধরনের টুরিষ্ট স্পেশাল ট্রেন এবং এটি ভারত সরকারের 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' এবং 'দেখো আপনা দেশ'-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি উদ্যোগ। যাত্রীরা ভ্রমণের সুবিধা লাভ করতে আইআরসিটিসি ওয়েবসাইট থেকে তাদের টিকিট বুক করতে পারেন।

হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি থেকে মিশনে উন্নীত

হাফলং (অসম) ১০ মে (হি. স.) : হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতিকে হস্তান্তর করা হলো বেলুড়মঠকে। শুক্রবার থেকে সেবা সমিতি থেকে উন্নীত হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশনে ।২০১৪ সাল থেকে হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি কর্তৃপক্ষ রামকৃষ্ণ সেবা সমিতিকে বেলুড়মঠের অধীনে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা শুরু করে। গত ২ বছর আগে ভক্তদের দীক্ষা দান করতে এসে চূড়ান্ত প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে যান বেলুড় মঠের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বামী গিরিশানন্দ মহারাজ। অবশেষে দীর্ঘ ৯ বছর পর ঐতিহাসিক দিনের সাক্ষী থাকলো হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির ভক্তবৃন্দ। শিলচর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ মহারাজ, অরুনাচল প্রদেশের ইটানগর রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদক স্বামী বেদসারানন্দজী মহারাজ, হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির প্রানরূপানন্দজী মহারাজ ও ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হিরন্ময় বাটারি, সাধারণ সম্পাদক বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী ও ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে বেলুড়মঠ রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী অমিতেশানন্দজী মহারাজ হাতে হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির হাতে হস্তান্তর করা হয়। সেবা সমিতির ২২ বিঘা জমির কাগজ বেলুড়মঠের নামে করা জমির পাট্টা ও বিভিন্ন নথিপত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর করা হয়।

বর্তমানে হাফলং রামকৃষ্ণ মিশনের সম্পাদকের দায়িত্বে থাকবেন বেলুড় মঠের স্বামী অমিতেশানন্দ মহারাজ। এদিন হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতিকে বেলুড়মঠের হাতে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে রাজ্যের মন্ত্রী নন্দিতা গার্লোসা রামকৃষ্ণ মিশনের সেবামূলক কাজের কথা তুলে ধরে বলেন আগামী দিনে হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির উন্নয়নে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

এদিকে বেলুড়মঠের কাছে হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি হস্তান্তর হওয়ার পর স্বামী অমিতেশানন্দ মহারাজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর থেকে সেবা সমিতি নিরলস ভাবে পাহাড়ের জনজাতিদের কল্যানে উন্নয়নে কাজ করে চলছে। এবার হাফলং রামকৃষ্ণ মিশন হওয়ার পর ডিমা হাসাও জেলার জনজাতি মানুষের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও শিক্ষার উন্নয়নে সকলের সহযোগিতায় হাফলং রামকৃষ্ণ মিশন কাজ করে যাবে। উল্লেখ্য বেলুড় মঠের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ মেনে সমগ্র বিশব্যাপি রামকৃষ্ণ মিশন সেবা কার্য অব্যাহত রেখেছে। আর্তদের সহায়তা, দুর্যোগে রামকৃষ্ণমিশন অদ্বিতীয়। ডিমা হাসাও জেলায় গত ৭৮ বছর থেকে রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি জনজাতি ও দুস্থ মানুষের সেবায় কাজ করে চলছে। ১৯৪৫ সালে হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। তখন থেকেই স্থানীয় ভক্তদের নিয়ে ম্যানেজিং কমিটি গঠন করে এই রামকৃষ্ণ সেবা সমিতির কাজ চলছিল। আর শুক্রবার হাফলং রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি থেকে মিশনে উন্নীত হয়েছে।

লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে শুরু পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল

হাফলং (অসম), ১০ মে (হি.স.) : লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে শুরু হয়েছে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল। গত ২৬ এপ্রিল লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের হারাঙ্গাজাও ও জাটিঙ্গা-লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০/৭ কিলোমিটার অংশে রেলওয়ে ট্র্যাকের নীচের মাটি বসে যাওয়ায় একটি পণ্যবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনের চাকা লাইনচ্যুত হওয়ার জেরে পাহাড় লাইনে রেল চলাচলে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল।

বর্তমানে পাহাড় লাইনে কয়েকটি দূরপাল্লার যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল করলেও বন্ধ ছিল পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল। তবে গত দুদিন থেকে ওই রেলপথে পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। পণ্যবাহী ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকার জেরে বরাক উপত্যকা সহ ত্রিপুরা, মিজোরাম, মণিপুরে অত্যাবশক সামগ্রী ও জ্বালানির সংকট দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। যার দরুন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ দুদিন থেকে পণ্যবাহী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকালে লামডিং থেকে শালচাপড়ার উদ্দেশ্যে একটি পণ্যবাহী ট্রেন সফলভাবে জাটিঙ্গা-লামপুরের ধস-বিধ্বস্ত এলাকা বিনা বাধায় পার হয়ে যায়। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ রেল লাইন মেরামতির কাজের দরুন সন্ধ্যা ৬-টা থেকে সকাল ৬-টা পর্যন্ত পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রেখেছে। যার দরুন দূরপাল্লার ট্রেনগুলি অস্বাভাবিক দেরিতে চলাচল করছে। এর জন্য কয়েকটি যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের সময় পুর্ননির্ধারন করে কয়েকট ট্রেনের যাত্রা বাতিল করেছে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেল।

১১ মে বাতিল করা হয়েছে ১৫৬১৫ গুয়াহাটি-শিলচর এক্সপ্রেস, ১৫৬১৬ শিলচর-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস এবং ১৫৮৮৮ গুয়াহাটি-বদরপুর ও ১৫৮৮৭ বদরপুর-গুয়াহাটির মধ্যে চলাচলকারী ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন। তাছাড়া ১১ মে সকাল ৫-টা ৩০ মিনিটে আগরতলা থেকে বেঙ্গালুরু ক্যান্টের উদ্দেশ্যে যাত্রাকারী ১২৫০৪ হামসফর এক্সপ্রেসের যাত্রা পুর্ননির্ধারণ করে রাত ১১-টা ৩০ মিনিটে করা হয়েছে।১৫৬১২ শিলচর-রঙিয়া এক্সপ্রেস ট্রেন আজ শুক্রবার ১০টা ৪০ মিনিটের পরিবর্তে দুই ঘণ্টা বিলম্বে রাত ১২টা ৪০ মিনিটে শিলচর থেকে রওয়ানা হবে।

রামনবমীর অশান্তি নিয়ে রিপোর্ট দিতে আরও সময় চাইল এনআইএ

কলকাতা, ১০ মে, (হি.স.): রামনবমীতে অশান্তি নিয়ে শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টে রিপোর্ট জমা দিলনা এনআইএ। রিপোর্ট দিতে আরও কিছুটা সময় চাইল তারা। তবে, রামনবমীর ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে হাই কোর্টে রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য পুলিশ। সিআইডি এবং মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপারের তরফে পৃথক ভাবে দু'টি রিপোর্ট জমা দেওয়া হয়েছে।

এনআইএ আদালতে জানিয়েছে, রামনবমীর দিন মুর্শিদাবাদে যে অশান্তির অভিযোগ এসেছে, তা নিয়ে তারা প্রাথমিক অনুসন্ধান শুরু করেছে। রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আরও কিছুটা সময় প্রয়োজন। আগামী ১৩ জুন হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। রাজ্যের দেওয়া রিপোর্টে রামনবমীর দিন মুর্শিদাবাদে বোমাবাজির ঘটনার কথা স্বীকার করেছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত এই তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ কিছু পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে তারা।

শুক্রবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল হাই কোর্টে। বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ, পুলিশের রিপোর্ট অনুযায়ী রামনবমীর দিন মুর্শিদাবাদে বোমা ছোড়ার অভিযোগ রয়েছে। তেমন হলে তদন্তভার তো এনআইএ-র কাছেই যাওয়া উচিত। না হলে যত সময় গড়াবে, ততই তথ্য প্রমাণ বিকৃত করার সম্ভাবনা বাড়বে বলে আশঙ্কা আদালতের। বিষয়টি এমনিতেই সংবেদনশীল।প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রামনবমীতে মুর্শিদাবাদের ঘটনা নিয়ে কোথাও এমন কোনও মন্তব্য করবেন না, যাতে অশান্তি বাড়তে পারে।

খেলাধুলা

ছত্তিশগড়ে স্বামী বিবেকানন্দ জাতীয় ফুটবলে ত্রিপুরা-অরুনাচল ম্যাচ আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি চূড়ান্ত। ত্রিপুরার ফুটবলাররা আগামীকাল গ্রুপ লীগের প্রথম ম্যাচে খেলতে মাঠে নামছে। প্রতিপক্ষ অরুণাচল প্রদেশ। জি গ্রুপের খেলা। জাতীয় পর্যায়ের ফুটবল। অনূর্ধ ২০ পুরুষ বিভাগের টুর্নামেন্ট। যার শিরোনাম মুখ্যত স্বামী বিবেকানন্দ অনুর্ধ ২০ জাতীয় ফুটবল আসর। টুর্নামেন্ট হচ্ছে ছত্তিশগড়ের নারায়ণপুরে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম গ্রাউন্ডে। খেলা হবে সকাল সাড়ে সাতটায়। গ্রুপের অপর খেলায় আগামীকাল মধ্যপ্রদেশ ও আসাম একই মাঠে বিকেল চারটায় পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

জি গ্রুপের মতো এফ গ্রুপের খেলাও ১২ মে থেকে শুরু হবে। ১২ মে সকাল সাড়ে সাতটায় রাজস্থান খেলবে মহারাষ্ট্রের বিরুদ্ধে। বিকেল চারটায় একই গ্রুপের অপর খেলায় মিজোরাম খেলবে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে। ত্রিপুরার দ্বিতীয় ম্যাচ ১৩ মে বিকেল চারটায় আসামের বিরুদ্ধে এবং গ্রুপ লীগের তৃতীয় তথা অন্তিম ম্যাচ ১৫ মে সকাল সাড়ে সাতটায় মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে।

রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা ভালো খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। রাজ্য দলের খেলোয়াড়রা হলো: মনি ত্রিপুরা, বিলাস দেববর্মা, বিপ্লব দেববর্মা, বিরু দেববর্মা, পহর দেববর্মা, বিমল কুমার রিয়াং, লিয়ান মৈয়া ডার্লং, দীনেশ জমাতিয়া, আসালাং কুমার রিয়াং, আদি দেববর্মা, জুয়েল দেববর্মা, জন জমাতিয়া, নবকিশোর সিংহ, বিনোদ কুমার রিয়াং সুদীপ কুমার চক্রবর্তী, অমিত জমাতিয়া, রাহুল রাই রিয়াং, রাজীব সিংহ। কোচ রাজেশ রায় চৌধুরী, ম্যানেজার শুভেণজিৎ সিনহা, ফিজিও সায়নদীপ দেব। মোট ৩২ দলীয় ৮ গ্রুপের এই টুর্নামেন্টে ইতোমধ্যে ছটি গ্রুপের খেলা শেষ হয়েছে। মনিপুর, দিল্লি কর্ণাটক, কেরালা, ওয়েস্টবেঙ্গল এবং তেলেঙ্গানা যথাক্রমে নিজ নিজ গ্রুপ থেকে শীর্ষস্থান পেয়ে মূল পর্বে খেলার ছাড়পত্র সংগ্রহ করে নিয়েছে। গ্রুপ এফ এবং জি থেকে মূল পর্বে কোনদল পৌঁছে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

রামঠাকুর পাঠশালাকে হারিয়ে জয় দিয়ে যাত্রা শুরু ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দিরের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে স্কুল ক্রিকেটের যাত্রা শুরু করলো ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির। শুক্রবার নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত মাঠে ভবনস স্কুল মুখোমুখি হয় রামঠাকুর পাঠশালা এইচ এস স্কুলের। ম্যাচে ভবনস ত্রিপুরা বিদ্যামন্দির দল ১১ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো রামঠাকুর পাঠশালা স্কুলকে। টস জিতে ভবনস দল প্রথমে ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৪৬ রান। ব্যাটে দলের হয়ে আকাশ দাস ২২, যুবরাজ ১৬,সুমিত যাদব ১৪, সুরজিৎ দেববর্মা ১২,সৌরনিল গুহ ২০, সাঙ্কিত দাস ১৩ রান করে। অতিরিক্ত থেকে দল পায় ২৭ রানের ভরসা। বলে রামঠাকুর স্কুলের পক্ষে ২টি করে উইকেট নেয় সায়ন দাস , উদয় সাহা ও দীপজয় দেবনাথরা। ১টি করে উইকেট নেয় শ্রেষ্ঠাঙসু পাল ও দীপক সিনহারা। জয়ের জন্য রামঠাকুর স্কুলের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৪৭ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে ১৩৫ রানই করতে সক্ষম হয়।ব্যাটে দলের পক্ষে উদয় সাহা ২২, সুমিত ঘোষ ২৯, সায়ন দাস ২১, বিশাল দাস ১২ রানে নট আউট থাকলে ও তা দলের পরাজয় রুখতে পারেনি। অতিরিক্ত থেকে দল পায় ৩৬ রানের ভরসা। এরপরও দল পরাজয় এড়াতে পারেনি। সুবাদে পরাজয় হজম করেই মাঠ ছাড়লো রামঠাকুর পাঠশালা। বিজয়ী দলের যুবরাজ পেয়েছে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আন্তঃ স্কুল ক্রিকেটে প্রাচ্যভারতীকে হারিয়ে বিদ্রোহী কবি নজরুল জয়ী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবনের কাছে আটকে গেলো প্রাচ্য ভারতী।

হ্যা, টিসিএ পরিচালিত সদর স্কুল ক্রিকেটে শুক্রবার ঘটলো এই ঘটনা। বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে এদিন বিদ্রোহী কবি নজরুল বিদ্যাভবনের দল টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে দল ২০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৬৬ রান। দলের হয়ে ব্যাট হাতে মৈনাক সাহা ২৭, অর্কজিৎ সাহা ২৮, বিশাল শীল ১০, সাগর সূত্রধর ৮, সায়ন পাল ১৫, সাহিল দাস ১০, রাহুল পাল ৯ নট আউট এবং সুরজিত দাস ২৩ রান করে। অতিরিক্ত সংগ্রহ করে ২৬ রান।

বোলিংয়ে প্রাচ্য ভারতীর হয়ে দীপজয় বণিক ২টি এবং একটি করে উইকেট নেয় এমডি ফারহাদ হোসেন, অর্ঘদূত দত্ত, অঙ্কুর দেবনাথ, সায়ন সরকাররা। জয়ের জন্য প্রাচ্য ভারতীর সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৬৭ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে দল ২০ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে ১২৪ রানই করতে সক্ষম হয়। ব্যাট হাতে প্রাচ্য ভারতীর হয়ে অঙ্কুর দেবনাথ ১০, সায়ন সরকার ১১, অর্ঘদূত দত্ত ৩৫, আতিকুল ইসলাম ৮, দীপজয় বণিক ৯, এমডি ইমরান হোসেন ৯ রান করে। অতিরিক্ত সাহেব ভরসা যোগায় ২৫ রানের।

এরপরও হলো না। বিজয়ী দলের হয়ে সাগর সূত্রধর ও আকাশ দেবনাথরা দুটি এবং একটি করে উইকেট নেয় অতনু রায়, রাহুল পাল ও মৈনাক সাহারা। সাগর পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট : রবিশঙ্কর বিদ্যামন্দিরকে হারিয়ে সূচনা নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পড়াশোনার মত খেলাধুলাতেও দক্ষতার পরিচয় দিল নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতনের ছেলেরা। টিসিএ আয়োজিত সদর আন্তঃ স্কুল টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের প্রথম দিনে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন ৭ উইকেট এর ব্যবধানে শ্রী শ্রী রবি শংকর বিদ্যামন্দিরকে পরাজিত করেছে। এই জয় দিয়েই নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন গ্রুপ লিগ অভিযান শুরু করেছে। বেলা একটায় নরসিংগড়ে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে শ্রী শ্রী রবি শংকর বিদ্যামন্দির প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়।

১৮.২ ওভার খেলে সব কটি উইকেট হারিয়ে ১৬০ রান সংগ্রহ করে। জবাবে নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন ১৫.৩ ওভার খেলে তিন উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের দ্বীপ দে ৪৩ বল খেলে আটটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে দুর্দান্ত ৫৪ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। বোলিংয়ে অর্পণ ভট্টাচার্য, অঙ্কুর শীল, রুদ্র সেনগুপ্ত ও স্পন্দন বনিক প্রত্যেকে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল। শ্রী শ্রী রবি শংকর বিদ্যামন্দিরের সুশোভন চক্রবর্তী সর্বাধিক ২৭ রান সংগ্রহ করেছিল। রাজর্ষি দেবের ২৫ রানও উল্লেখ করার মতো।

একরাশ প্রত্যাশা নিয়েই প্যারা সুইমার বিনীত সমীর কোচ দীপকের সঙ্গে সিঙ্গাপুর রওয়ানা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আন্তর্জাতিক আসরে সাফল্যের অদম্য ইচ্ছা সাঁতারু বিনীত, সমীরদের। একরাশ প্রত্যাশা নিয়েই আন্তর্জাতিক সিটি প্যারা সুইমিং চ্যাম্পিয়নশিপের লক্ষ্যে রওনা হলেন রাজ্যের দুই প্যারা সুইমার সমীর ও বিনীত। সঙ্গে রয়েছেন তাদের কোচ দীপক দাস। আপাতত আগামী দুদিন দিল্লিতে তালকোটরা স্টেডিয়ামে অনুশীলন করবে তারা। এরপর ১৩মে রওনা হবেন সিঙ্গাপুরের উদ্যেশ্যে। ১৪মে থেকে ১৯মে সিঙ্গাপুরে হবে এই চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারতের হয়ে এবারই প্রথম রাজ্যের দুজন প্যারা সুইমার অংশগ্রহণ করবেন আন্তর্জাতিক এই আসরে। যাবার পূর্বে দপ্তর,পর্ষদ সহ অনেকেই তাদের শুভেচ্ছা জানালেন। শুক্রবার আগরতলা বিমান বন্দরে ছেলেকে আরো অধিক ভাবে মনের জোর যোগাতে উপস্থিত হলেন সমীর বর্মনের মা ও বাবা। সমীর ও বিনিতের সফলতা কামনা করলেন তারা দুজনেই। সম্প্রতি ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব থেকেও উদীয়মান এই দুই সাঁতারুকে শুভেচ্ছা স্মারকে সংবর্ধিত করা হয়েছে।

বিস্ময়ের ৮ রানে ৪ উইকেট দখল শিশু বিহারে হার শিক্ষা নিকেতনের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা। ময়ুক ও শুভদীপ দাসের দুর্দান্ত ব্যাটিং। একই সঙ্গে বিস্ময় পালের অনবদ্য বোলিং। দুইয়ে মিলে স্কুল ক্রিকেটের প্রথম ম্যাচেই দাপুটে জয় হাসিল করলো শিশু বিহার স্কুলের খুদেরা। শুক্রবার তালতলা মাঠে শিক্ষা নিকেতন স্কুল মুখোমুখি হয় শিশু বিহার স্কুলের। ম্যাচে শিশু বিহার ১০ উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিলো শিক্ষা নিকেতনকে। টস জিতে শিক্ষা নিকেতন স্কুল প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভার পুরো খেলতে পারেনি। ১৬ ওভার খেলে সব উইকেট হারিয়ে দলের স্কোর দাঁড়ায় ৫৯ রানে। ব্যাটে শিক্ষা নিকেতনের পক্ষে সানি দেবনাথ ১০, জয় রুদ্র পাল ৭, অর্পণ দেবনাথ ৪, সুজিত ৪, রত্নদীপ ঘোষ ২০ রানে অক্ষত থেকে এই রান সংগ্রহ করে।এর মধ্যে অতিরিক্ত যোগায় ১২ রানের ভরসা। বলে শিশু বিহারের পক্ষে বিস্ময় পাল ৪ ওভারে ৮ রান দিয়ে ৪টি উইকেট নেয়। এছাড়া ২টি করে উইকেট দখল করে আইজেক দেববর্মা ও শুভদীপ দাসরা। জয়ের জন্য শিশু বিহারের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ৬০ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে শিশু বিহার স্কুল ৬.৪ ওভারেই কোনো উইকেট না হারিয়েই জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয়ী দলের হয়ে ময়ুক চৌধুরী ২২ এবং শুভদীপ দাস ২০ রানে নট আউট থেকে দলকে জয় এনে দিতে সক্ষম হলো। অতিরিক্ত ভরসা যোগায় ১৮ রানের। বিস্ময় পেয়েছে প্লেয়ার অব দা ম্যাচের খেতাব।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

নেশা সামগ্রী সহ আটক নেশা কারবারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রাম গঞ্জ, ১০ মে: নেশার সাগরে ভাসছে গোটা রাজ্য। দেশের এক কোনে অবস্থিত তিন দেশে বাংলাদেশ ঘেরা সীমান্তবর্তী রাজ্য নেশা কারবারের অন্যতম স্বর্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছে।

ফের ব্রাউন সুগার সহ বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে আটক এক নেশা কারবারি। স্থানীয়রা তাকে গাছের সাথে বেঁধে খবর দেয় বিশ্রামগঞ্জ থানায়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে নেশা সামগ্রী সহ আটক নেশা কারবারীকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশ্রামগঞ্জ থানায়। জানা যায়, দীর্ঘদিন যাবৎ বিশ্রামগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্রাউন সুগার বিক্রি করে যুবকদের নেশায় আসক্ত করে তুলছে বাগমা কড়ুইমুড়া এলাকার নেশা কারবারি জসীম মিয়া। বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীরা পূর্বে জসীম মিয়াকে বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় নেশা জাতীয় সামগ্রী বিক্রি করতে বারণ করেছেন। বাজার ব্যবসায়ীদের সেই কথায় কোনোরকম কর্ণপাত করেনি জসীম মিয়া। বাধ্য হয়ে বিশ্রামগঞ্জ বাজারে যুবকদের কাছে ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে আসা জসীম মিয়াকে বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীরা নেশা সামগ্রী সহ আটক করে গাছের সাথে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখে খবর দেয় বিশ্রামগঞ্জ থানায়। পুলিশ খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে বিশ্রামগঞ্জ বাজার ব্যবসায়ীদের হাতে দুটি ব্রাউন সুগারের কন্টেনার সহ আটক নেশাকারবারী জসীম মিয়াকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। বিশ্রামগঞ্জ সহ পাহাড়ি এলাকার যুবকরা ইতিমধ্যে ব্রাউন সুগারের নেশায় সম্পূর্ণ আসক্ত হয়ে উঠেছে। আর নেশা কারবারীরা প্রতিনিয়ত নেশায় আসক্ত যুবকদের চড়া দামে ব্রাউন সুগারের কন্টেনার বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করছে। ব্রাউন সুগারের নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে থাকা যুবকরা প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে চুরি ছিনতাই সহ অসামাজিক কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছে। রাজ্যকে নেশামুক্ত করতে সরকার যেভাবে ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তারপরও নেশা কারবারীরা কিন্তু পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিকদের ম্যানেজ করে তাদের সে নেশা বাণিজ্য জারি রেখেছে।

রাজ্যে যে হারে প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী পুলিশের হাতে ধরা পড়ছে তার থেকেও অধিক নেশা সামগ্রী রাজ্যে প্রবেশ করছে। অতএব নেশার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করতে হলে প্রথমত এগিয়ে আসতে হবে সমাজের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন জনগণকে। ব্রাউন সুগারের নেশায় আগামী প্রজন্ম যে ধ্বংসের মুখে সেই কথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা। ইতিমধ্যে বিশ্রামগঞ্জ থানা পুলিশ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে নেশা জাতীয় সামগ্রী উদ্ধার করেছেন এমনকি নেশা কারবারীদেরও গ্রেফতার করেছে।

বৈঠক শেষে বাড়ি ফেরার পথে বাম কর্মীদের প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০মে: পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে বৈঠক শেষে বাড়ি ফেরার পথে সিপিআইএম সমর্থকদের প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে ৭-৮ জন দুষ্কৃতী। এমনই অভিযোগ বামেদের।

ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে সবকটি রাজনৈতিক দলই নিজেদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে ময়দানে নামবে। আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য সালেমা ও দুর্গাচৌমুহনী ব্লকে দুই ব্লক আধিকারিক সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বদের নিয়ে সভা আহ্বান করেন। এই সভার আমন্ত্রন পাওয়ার পর দুই ব্লকেই সিপিআই(এম) এর পক্ষে দুই প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেছে। সালেমা ব্লকে অংশগ্রহণ করেন পার্টি নেতৃত্ব রমনী মোহন দাস, নিরঞ্জন মজুমদার, রাজকুমার দেববর্মা ও অর্নব দেবনাথ। সিপিআইএম পার্টির এই প্রতিনিধি টিম সালেমা অফিস থেকে সভা শেষ করে সালেমা বাজারে আসা মাত্রই ৭/৮ জন দুর্বৃত্ত তাদের ঘেরাও করে প্রচন্ডভাবে হেনস্তা করে এবং প্রাণনাশের ও বাড়ীঘর আক্রমন করার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় সিপিএম দলের অভিযোগের তীর শাসক দলের দিকে। এই ধরনের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়ে সিপিআই(এম) কমলপুর মহকুমা কমিটি এবং চলতি নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের বিষয়ে প্রশাসনকে যথাযথ দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে। অন্যথায় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচন প্রহসনের পরিণত হবে বলে আগাম আশঙ্কা ব্যক্ত করেছে সিপিআইএম।

নার্সিং স্টাফদের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা,১০ মে : আগামী ১২ মে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের জন্মদিবস ও আন্তর্জাতিক নার্স দিবসকে সামনে রেখে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও আইজিএম হাসপাতালের নার্সিং অফিসারদের উদ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ১২ মে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তৎকালীন সময়ে নার্সিং পেশাকে ভালো চোক দেখা হত না। কিন্তু আজ আধুনিক নার্সিং পরিষেবার জননী। আজও তাঁকে আপামর জনগণ শ্রদ্ধা করেন।

ব্রাউন সুগার সহ আটক ৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে : গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পূর্ব থানার ওসি সনজিৎ সেনের নেতৃত্বে আগরতলার শিবনগর ও কল্যানী এলাকায় অভিযানে ১৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ ৫ জনকে আটক করে। তাদের কাছ থেকে একটি স্কুটি ও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত ব্রাউন সুগারের বাজার মূল্য আনুমানিক আশি হাজার টাকা হবে বলে জানান পূর্ব থানার ওসি সনজিৎ সেন।আগরতলার পূর্ব থানায় ওসি সনজিৎ সেন বলেন, গতকাল সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানায় খবর আসে এমবিবি কলেজের পার্শবর্তী এলাকায় কিছু যুবক নেসা সামগ্রী বিক্রি করছে। সেই খবরের ভিতিত্তে শিবনগর অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে সন্দেহভাজন ৩জনকে আটক করে পুলিশ।ওইখানে একটি স্কুটিও দাঁড় করনো ছিল। তাদেরকে তল্লাশি চালিয়ে ১৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছে। পাশাপাশি কল্যানী এলাকা থেকে আরো দুইজনকে আটক করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে দুইটি মোবাইল ও নগদ ১২০০ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।তিনি আরো জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন, বিশ্বজিৎ নমঃ, জোয়েল মিঞা, সুজিত সাহা, লিটন দাস এবং বিকি তাঁতি। তারা কলেজটিলার সংলগ্ন এলাকায় নেশা সামগ্রী বিক্রয় করে। তাদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে। রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে শুক্রবার তাদেরকে আদালতে তোলা হবে। তাছাড়া, জোয়েল মিঞার কাছ থেকে আরেক নেশাকারবারির নাম জানা গিয়েছে। অতিসত্বর স্কুটি চালক ও নেশাকারবারিরকে আটক করা হবে বলে জানান তিনি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গুরুতর আহত বিদ্যুৎকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১০ মে : আবারো বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন আরও এক বিদ্যুৎকর্মী। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন তিনি।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বাইখোড়ায় ঠিকেদারের হয়ে কাজ করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন শ্রমিক শ্যামল ত্রিপুরা(৩২)। তিনি অমরপুরের ঠিকেদার রতন পালের হয়ে কাজ করতে যান। বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে কাজ করতে গিয়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাঁর সহকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতাল নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অবস্থাআশঙ্কাজনক দেখে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।কিন্তু বিদ্যুৎ লাইন বন্ধ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে জনমনে।

নাবালিকা অপহরণ পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১০ মে: খোয়াইয়ে এক নাবালিকা স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। প্রায় এক সপ্তাহ অতিক্রান্ত হতে চললেও অপহৃতা নাবালিকার কোন সন্ধান নেই বলে জানা গেছে। পুলিশে অভিযোগ জানালেও মেয়েটির কোন হদিশ নেই। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছেন ওই নাবালিকার পরিবারের সদস্যরা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার খোয়াইয়ের পহরমুড়ায়।

১৪ বছর বয়সের নবম শ্রেণীর এক নাবালিকা স্কুলছাত্রী এদিন প্রাইভেট টিউটরের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য বাড়ী থেকে বের হলে পহরমুড়ার স্থানীয় ইটভাটার সামনে থেকে তেলিয়ামুড়া থানাধীন কৃষ্ণপুর এলাকার জনৈক প্রিয়তম বিশ্বাস মেয়েটিকে জোর করে গাড়িতে তুলে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। গত সোমবার মেয়েটির পরিবার থেকে খোয়াই মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। কিন্তু এখনো মেয়েটির কোন সন্ধান নেই। পুলিশও মেয়েটির কোন হদিশ দিতে পারছেনা। পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলেছে অপহৃতা ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা।

নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জয়ন্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: গত ৮ই মে, ২০২৪, রোজ বুধবার, নরসিংগড় উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মুক্ত প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য ভাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৩তম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রাক প্রাথমিক বিভাগের কচি কাচাদের সমবেত নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির শুভ উদ্বোধন হয়। তার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বিদ্যালয়ের পাঁচটি হাউসের ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা সমবেত সঙ্গীত এবং সমবেত নৃত্য পরিবেশিত হয়।অনুষ্ঠানে কবিগুরুর বিভিন্ন পর্যায়ের সঙ্গীত প্রতিফলিত হয়। বিদ্যালয়ের বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রীদের সমবেত নৃত্য অনুষ্ঠানটির বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বিদ্যালয়ের শ্রদ্ধেয়া শিক্ষিকাগন একটি মনোমুগ্ধকর সমবেত সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কবি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি সুচিত্রা সরকার উনার বক্তব্যের মাধ্যমে কবিগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

নেশার কোরালগ্রাসে বিপর্যস্ত যুবসমাজ রক্ষার একমাত্র উপায় সচেতনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: নেশার কবল থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে পুলিশের কাছে বারবার দাবি জানানো হলেও কার্যত পুলিশ নেশাখোরদের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে। নেশাখোর ও নেশা কারবারীরা রাজ্যের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে তাদের নেশার বাণিজ্য বিস্তার করে চলেছে। নেশায় হাবুডুবু খাচ্ছে গোটা রাজ্যের যুবসমাজ। বৃদ্ধি পাচ্ছে চুরি ইত্যাদি। একই অবস্থা উনকোটি জেলার কৈলাসহরেও।

বিভিন্ন ধরনের নেশার যেন ঠেক হয়ে উঠেছে কৈলাসহর। উঠতি বয়সের ছেলে এমনকি মেয়েরাও নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ছে। নেশায় আসক্ত হচ্ছে শহরের এবং গ্রামগঞ্জের নামিদামি পরিবারের ছেলে মেয়েরা। মহকুমায় ছোট-বড় সব বাজার-হাটে চলছে নেশা কারবার। যেমন দোকানপাটে সামগ্রী কেনাকাটা হয়, তেমনি ভাবে নেশা সামগ্রীও কেনাকাটা হচ্ছে। নেশা কারবারীরা বেশ সচ্ছল। যদিও পুলিশ মাঝে মধ্যে অভিযান করে নেশা সামগ্রী আটক করছে।এদিকে প্রতি সন্ধ্যায় ধর্মনগর সড়কে দেখা যায় কিছু কপোত কপোতি সড়কের কাছে নেশাগ্রস্থ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। এরা কলেজ বা স্কুল পড়ুয়া ছেলে ও মেয়ে। এখন অনেক নেশা সামগ্রী বের হয়েছে যা সেবনে কোন কিছু বোঝা যায়না। গন্ধহীন নেশা সামগ্রী। নেশা সামগ্রী এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য। বার্মা বা সিঙ্গাপুর থেকে মিজোরাম নাগাল্যান্ড হয়ে রাজ্যে আসছে। তেমনি রাজ্য থেকে গাঁজা ও অন্যান্য রাজ্যে পাচার হচ্ছে। বিভিন্ন পন্থায় নেশা সামগ্রী আদান-প্রদান করা হয়ে থাকে। পুলিশের নাকের ডগা দিয়ে আসছে যাচ্ছে। কিন্তু অনেক সময় দেখেও না দেখার ভান ধরে থাকে। অনেক সম্ভাবনাময় মেধাবী শিক্ষার্থীর নেশার কবলে পড়ে অকালে ধংস হয়ে যাচ্ছে। অনেক মা-বাবারা তাদের বিপথগামী ছেলে-মেয়েদের সুপথে আর ফিরাতে পারছেন না।নেশার করাল গ্রাসে যুবসমাজ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। কিভাবে এই নেশার গ্রাস থেকে উওরন পাওয়া যাবে তা নিয়ে চিন্তিত অভিভাবক মহল।কত অল্প বয়সী ছেলেরা যে নেশার কবলে পড়ে বিপথগামী হয়ে পরেছে তা বলা মুশকিল। মানুষ সচেতন নাহলে নেশা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।তাছাড়া চা বাগান গুলোও এখন নেশার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। তা থেকেও নেশা সামগ্রী শহরে আসছে। অনেক সময় মা-বাবার কাছে টাকা পয়সা চেয়ে ও ছেলে -মেয়েরা পায় না। তখন নেশার টানে চুরি ডাকাতি ছিনতাই ইত্যাদিতে জড়িত হয়ে পরছে। গরীব ঘরের ছেলেদেরও একই অবস্থা। নেশার লাগাম টানতে না পারলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

গাদা বন্দুকের গুলিতে আহত জনজাতি ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১০ মে: জঙ্গলে গরু আনতে গিয়ে গাদা বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছেন এক জনজাতি ব্যক্তি। ঘটনাটি ঘটেছে ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার অন্তর্গতহাদুকলকদোহা পাড়ার জঙ্গলে। আহত ব্যক্তির নাম লালথাজুহালা রিয়াং(৫৬)। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সন্ধ্যারাতে। এদিকে আহত ব্যক্তিকে তড়িঘড়ি কুলাই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে রেফার করেছে। আহত ব্যক্তিকে কে বা কারা গুলি করেছে সে বিষয়ে কিছুই জানা যায়নি। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে আমবাসা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুড়ল পাম্প অপারেটরের কোয়ার্টার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। গভীর রাতে রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই হয়ে যায় বামুটিয়া পুলিশ ফাঁড়ির অন্তর্গত ছোট আমতলী পাল পাড়া এলাকার পাম্প অপারেটরের কোয়াটার।বিষয়টি স্থানীয়রা লক্ষ্য করতে পেরে খবর দেয় মোহনপুর দমকল বাহিনীকে,ঘটনাস্থলে আসে দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন দীর্ঘ প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে আসে বামুটিয়া ফাঁড়ির পুলিশ, বামুটিয়া বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মীরা।তবে এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত কি ভাবে হয় সেই বিষয়ে কারো কাছেই কোনো সঠিক তথ্য নেই।সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান মোহনপুর দমকল বাহিনীর এক কর্মী।এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

চুরি যাওয়া পাঁচটি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে : চুরি যাওয়া পাঁচটি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করে কলেজটিলা ফাঁড়ির পুলিশ। পরে তদন্তক্রমে প্রকৃত মালিকদের হাতে গ্যাস সিলিন্ডারগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে।জনৈক পুলিশ আধিকারিক বলেন, গত ৮ মে চন্দন সরকার,মনশ্রী দাস, উত্তম পাল ও সুখেন্দু দাস নামে ৪জনের বাড়ি থেকে গ্যাস সিলিন্ডার চুরির মামলা থানায় দায়ের করা হয়েছিল। তাছাড়াও, কিছু দিন যাবৎ বিভিন্ন জায়গায় থেকে চুরির অভিযোগ উঠে আসছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। গতকাল রাতে আড়ালিয়া এলাকায় রাতে টহলধারীর সময় গ্যাস সিলিন্ডার সহ এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়েছে পুলিশ। পুলিশ তাঁকে আটক করতে গেলে সিলিন্ডার জঙ্গলে ফেলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছেন ওই ব্যক্তি। পরবর্তী সময়ে পুলিশ আশপাশ তল্লাশি করে। তল্লাশিতে মোট পাঁচটি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করে কলেজটিলা ফাঁড়ির পুলিশ। পরে তদন্তক্রমে প্রকৃত মালিকদের হাতে গ্যাস সিলিন্ডারগুলো তুলে দেওয়া হয়েছে।

ড্রেইন সংস্কারের দাবিতে আমবাসা কমলপুর সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ১০ মে: ড্রেইন সংস্কারের দাবিতে আমবাসা কমলপুর সড়ক অবরোধ করলেন স্থানীয় জনগণ। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। এলাকাবাসীর অভিযোগ স্থানীয় কুলাই ঘন্টাছড়া এলাকার সড়ক এবং ড্রেনগুলির খুবই খারাপ অবস্থা। ড্রেনের নোংরা জলের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে এলাকার। পানীয় জলের উৎসের পাশে গিয়ে পড়ছে ড্রেনে নোংরা জল। যার ফলে পানীয় জল খাবার অযোগ্য হয়ে উঠছে। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় পঞ্চায়েত, ব্লক অফিসে বিষয়টি জানিয়েও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। বাধ্য হয়ে শুক্রবার সকালে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন এলাকাবাসীরা।

এদিকে পথ অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমবাসা থানার পুলিশ। সড়ক অবরোধের ফলে, দুদিকে আটকে পড়ে বহু যানবাহন। ঘটনাস্থলে ছুটে যান আমবাসা ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও। দীর্ঘ সময় পথ অবরোধের পর প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ মুক্ত হয় রাস্তা। যদিও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্যা সমাধান না হলে পুনরায় আন্দোলন গড়ে তোলার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্থানীয়রা। এদিকে এই রাস্তা অবরোধের ফলে, দুদিক থেকে প্রচুর যানবাহন আটকে পড়ে। সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সাধারণ নাগরিককে।

শিশু কন্যা ধর্ষণের অভিযোগ এক মাঝবয়সীর বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১০ মে।। নিজের শিশু কন্যা সন্তানের সাথে খেলতে আসা প্রতিবেশীর নিজের কন্যা সম এক শিশু কে ধর্ষণ এর অভিযোগ উঠলো পাষণ্ড এক মাঝ বয়সীর বিরুদ্ধে। ঘটনার অভিযোগ পাবার সাথে সাথে কল্যাণপুর থানার সেকেন্ড অফিসার সৌরভ দাসের নেতৃত্বে পুলিশ অসিত দাস (৩৭) নামের ওই পাষণ্ড কে গ্রেপ্তার করে। থানা সূত্রে জানা যায় গত ৪ ও ৫ মে ওই পাসন্ডের কন্যার সাথে খেলতে যায় ১৩ বছরের ও নাবালিকা। খেলতে খেলতে একটা সময় শে ঘুমিয়ে পরে। এই সুজুগের কুব্যবহার করে দিনমজুর অসিত দাস। উল্লেখ্য অসিত দাসের স্ত্রী তার সাথে থাকে না। দুজনের বনিবোনা নেই। নিজের মেয়ে কে নিয়ে তোতাবাড়ি তে থাকতেন অসিত। শুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে আসামি অসিত দাস কে গ্রেপ্তার করে একটি মামলা ১০/২৪ ৬ অফ পকশো এবং ৩৪২, ৫০৬ আই পি সি) গ্রহণ করে পুলিশ তদন্তে নামে। আগামীকাল আসামি কে খোয়াই আদালতে পাঠানো হবে। এদিকে শুক্রবার রাতে এই খবর শুনে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়ার এস ডি পি ও আই পি এস সুধাম্বিকা আর। এদিকে থানার সেকেন্ড অফিসার সৌরভ দাস জানান কোনো ভাবেই এই ধরণের ন্যাক্কার জনক ঘটনা কে প্রশ্রয় দেবে না পুলিশ। আসামি যদি সত্যি দোষী হয় তাহলে তার কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করবে মাননীয় আদালত।

অটো উল্টে আহত শিশু সহ ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে: যাত্রীবাহী অটো উল্টে শিশুসহ আহত হয়েছেন পাঁচজন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার জামজুরি ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনায় আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার সকালে উদয়পুর থেকে কাকরা বন যাওয়ার পথে জামজুরি ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় একটি যাত্রীবাহী অটো গাড়ি শিশুসহ ৬ জন যাত্রী নিয়ে রাস্তার মোড় নিতে গিয়ে আচমকা উল্টে যায়। যার ফলে অটোতে থাকা প্রত্যেকেই অল্পবিস্তার আহত হয়েছেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা। তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান তারা। অটোটি দ্রুতগতিতে বাক নেওয়ার ফলেই দুর্ঘটনাগ্রস্থ হয়েছে বলে অভিমত প্রত্যক্ষদর্শীদের।

মাঝ রাস্তায় মদমত্ত দুই যুবতীর তান্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ মে: ধর্মনগর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে ২ যুবতী নেশা আসক্ত হয়ে রীতিমতো লঙ্কা কান্ড সংগঠিত করেছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতির পীঠভূমি ধর্মনগরে স্থানীয় জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এই ঘটনাকে সভ্যতার কলঙ্ক ও লজ্জা বলে অনেকেই আখ্যায়িত করেছেন।বৃহস্পতিবার রাতে ধর্মনগর অফিস টিলার বিশেষ করে উজ্জীবনী ব্যাংক প্রাঙ্গণে যে ঘটনা ঘটে গেল তা ধর্মনগরবাসির লজ্জার উপকরণ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার দুই বান্ধবী মিলে নেশায় আবদ্ধ হয়। তারপর মূল রাস্তার উপর আবোল তাবোল বকতে থাকে। অবশেষে সাধারণ মানুষ জমায়েত হলে এবং পুলিশ চলে আসলে একজন বান্ধবী গা ঢাকা দেয়। অপর বান্ধবী উঁচু গলায় সাংবাদিকদের সাথে তর্কে জড়িয়ে যান। বাধ্য হয়ে মহিলা পুলিশ দ্বারা গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মহিলা পুলিশ তাকে ধর্মনগর থানায় মহিলা এজলাসে নিয়ে যায় জানা গেছে সেখানে রাত তিনটা পর্যন্ত নেশার কবল থেকে মুক্ত হতে পারিনি সে। শুক্রবার সকালে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাকে তার অভিভাবকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ধর্মনগর মহিলা থানায় একটি মহিলা ডিপার্টমেন্ট গঠন হলেও মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট কোন সেল না থাকায় তাকে গ্রেফতার করে রাখা গেল না। বাধ্য হয়ে রাত তিনটার পর নেশাগ্রস্ত যুবতীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় ধর্মনগর থানার পুলিশ।এতদিন যাবত নেশার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল শুধুমাত্র পুরুষদের মধ্যে। এখন মহিলাদের মধ্যে নেশার সাম্রাজ্য বিস্তৃতি লাভ করায় চিন্তায় পড়েছে ধর্মনগরের সাধারণ সুচিন্তক মানুষ।

ফের দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা উত্তর জেলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ মে: উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের ইয়াকুব নগরে শুক্রবার ভোররাতে এক মহিলার ঘরে দুঃসাহসিক ডাকাতের ঘটনা ঘটেছে। ডাকাত দল নগদ টাকা সোনা গয়না সহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র নিয়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘরে প্রবেশ করে ডাকাত দল এই ঘটনা সংগঠিত করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইয়াকুবনগর সহ পার্শবর্তী এলাকাগুলিতে তীব্র আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম হয়েছে। রাত্রিকালীন নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মীদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ইয়াকুবনগর এর ৫ নং ওয়ার্ডে এই ঘটনাটি ঘটেছে। বাড়ির মালিকের নাম ইলিয়াস আলী (৭০) এবং ডাকাত দলের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন শবনম বেগম(৩০)। শুক্রবার ভোররাত আনুমানিক তিনটায় তিন চার জন আসে এবং একজন ঘরে ঢুকে শবনম বেগমের গলায় দা ধরে। শবনম বেগম জানায় তার দুটি সন্তান রয়েছে। তারা যা ইচ্ছা লুট করে নিয়ে যাক এবং শবনমকে যেন ছেড়ে দেয়। শবনম ছটফট করতে থাকে। তার ঘর থেকে ১ লক্ষ১৭ হাজার টাকা, একজোড়া সোনার দুল, রুপোর চেইন এবং মোবাইল সেট নিয়ে যায় ডাকাতদল। যাবার সময় তাকে মারধর করে বলে অভিযোগে জানিয়েছেন তিনি। বাড়ির বাইরে দুইজন ছিল এবং প্রত্যেকেই অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত ছিল। শবনমের দেওর ওই ঘরে প্রবেশ করার পরই ডাকাত দল তাদের নগদ টাকা এবং অলংকার নিয়ে পালায় বলে জানিয়েছেন তারা। পুলিশ ঘটনা তদন্ত শুরু করছে এবং অতিসত্বর এই ডাকাতির পান্ডারা ধরা পড়বে বলে আশা ব্যক্ত করেছে পুলিশ।

চলতি অর্থবছরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নেট মুনাফা ২৭ কোটি ৯২ লাখ টাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ মে।। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক নেট মুনাফা করেছে ২৭ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা। আজ গ্রামীণ ব্যাংকের সদর কার্যালয়ে আয়োজিত এক এক সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রামীণ ব্যাংকের চেয়ারম্যান সত্যেন্দ্র সিং এই সংবাদ জানান। তিনি বলেন গ্রামীণ ব্যাংক ২০০১- ২ অর্থবছর থেকে মুনাফা অর্জন করতে শুরু করে সেই ধারা আজও অব্যাহত রেখেছে। ২০২৩ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ব্যাংকের সিডি রেসিও ছিল ৪০ দশমিক ৫০ শতাংশ।গত ২৩ -২৪ অর্থবছরে তা বেড়ে ৪০ দশমিক ৮৮ শতাংশ হয়েছে। তিনি আরো জানান বিভিন্ন প্যারামিটারে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক দেশের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। গত বছরে গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে তিন কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা প্রফিট করেছে বলে তিনি জানান। শ্রী সিং গত অর্থ বছরগুলির সঙ্গে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাংকের সাফল্য তুলে ধরেন। তিনি আরো জানান চলতি অর্থবছরের অর্থাৎ ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ব্যাংক বিভিন্ন ক্ষেত্রে ৪ হাজার কোটি টাকা ঋণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে। বর্তমানে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের নেট এন পি এ শূন্য তে দাড়িয়েছে বলে ও শ্রী সিং জানান।।।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।